সাপ্তাহিক
জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.29Thursday 24 September 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৬তম বর্ষ. ২৯তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ / ০৯ আশ্বিণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

www.jonmobhumi.com

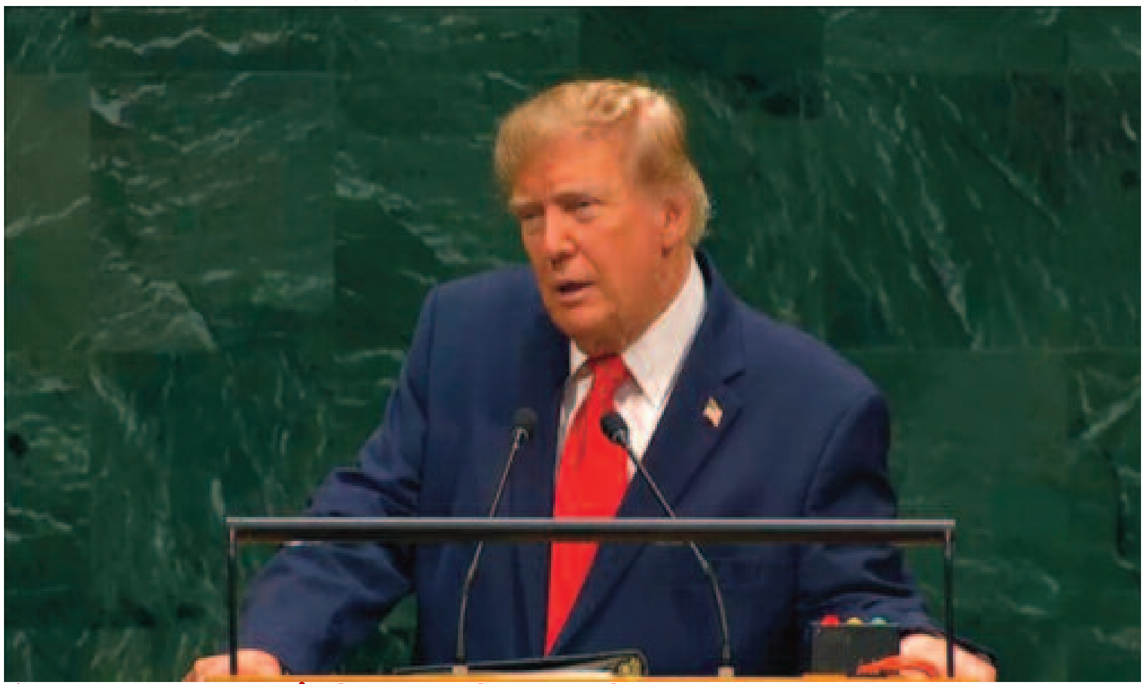

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি চুক্তি নয়তো ধ্বংস!

নিউইর্য়ক ডেস্কঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ট্রাম্প তাঁর বক্তৃতায় ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতির উল্লেখ করে জানান, তেহরানের সামনে এখন দু'টি পথ খোলা– চুক্তি করা অথবা নতুন করে ওয়াশিংটনের সামরিক অভিযানের মুখোমুখি হওয়া। আমেরিকার সঙ্গে আবার আলোচনায় বসল ইরান। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ফাঁকে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক দফা আলোচনা করেছে তারা। এমনই জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই বৈঠককে ইতিবাচক বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারি থেকে ইরান এবং আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত। এই সংঘাতের কারণে বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। কবে এই যুদ্ধের অবসান ঘটবে, তা নিয়ে চিন্তিত গোটা বিশ্ব। এই সংঘাতের কারণে প্রভাব পড়েছে-**বাকী অংশ ১৪ পাতায়**

জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

নিউইর্য়ক ডেস্ক ঃ ভুটান ও হাইতির প্রধানমন্ত্রী, মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তারেক রহমানের বৈঠক জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অন্য বিশ্বনেতাদের সময় রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত নৈশভোজে অংশ নেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় দিনে কর্মব্যস্ত সময় পার করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল নিউইয়র্ক সময় সকাল ৮টায় (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা) জাতিসংঘ সদরদপ্তরের নর্থ ডেলিগেটস লাউঞ্জে বিশ্বনেতা ও তাঁদের স্ত্রীদের সম্মানে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস আয়োজিত স্বাগত প্রাতরাশে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন। এ সময় তারেক রহমান তাঁর স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানকে নিয়ে অনুষ্ঠানের মঞ্চে ওঠে অ্যান্তেনিও গুতেরেস ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ও আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে অংশ নেন। পরে স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত ৮১তম অধিবেশনের-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

ভারতের এনডিটিভি-কে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জেলে যেতে প্রস্তুত তবু ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরবো

দিল্লি ডেস্কঃ আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করবেন বাংলাদেশে ফিরে, চাইলেন আইনি রক্ষাকবচ! ফের দেশে ফেরার বার্তা হাসিনার ২০২৫ সালের নভেম্বরে হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল। সেই প্রসঙ্গ তুলে হাসিনা বলেন, ''যে কোনও আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে আমি প্রস্তুত। এমনকি, জেলে যেতেও প্রস্তুত।'' **-বাকী অংশ ১৪ পাতায়**

বিমানবন্দরে শি জিনপিংকে লালগালিচায় বরণ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে তিন দিনের এক উচ্চপর্যায়ের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যায় যৌথ ঘাঁটি অ্যান্ড্রুজে চীনা প্রেসিডেন্ট ও তার স্ত্রী মাদাম পেং লিয়ুয়ানকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে লাল গালিচা সংবর্ধনা জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প।**-বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

রাশিয়ার পার্লামেন্ট ভোটে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ের নজির গড়ল পুতিনের দল!

লন্ডন ডেস্কঃ রাশিয়ার স্টেট ডুমার নির্বাচন সমান্তরাল বা মিশ্র ভোটদান পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫০ সদস্যের ডুমার অর্ধেক, অর্থাৎ ২৫০ আসনে সরাসরি ভোট হয়। বাকি অর্ধেক আসনে নির্বাচন হয় দলীয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে। কাগজেকলমে ছিল রাশিয়ার পার্লামেন্টের (ফেডারেল অ্যাসেম্বলি) নিম্নকক্ষ স্টেট ডুমার নির্বাচন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাকে পরিণত করেছিলেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত **-বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

'যুদ্ধে মাথা নোয়াব না', রাষ্ট্রসংঘের ভরা মঞ্চে আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ ইরানের

নিউইর্য়ক ডেস্ক ঃ রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকাকে তুলোধোনা ইরানের। হাজারো আঘাতের মাঝেও অক্ষত। মার্কিন হুমকি, একের পর এক ভয়ংকর হামলার পরও যুদ্ধে মাথা নোয়াতে নারাজ ইরান। বুধবার রাষ্ট্রসংঘের ভরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। শুধু তাই নয়, আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জও করলেন তিনি।**-বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোরখা ও নিকাব পরা নিষিদ্ধ করতে চলেছে ইটালি

ইউরোপ থেকে নূরুল ইসলাম বকুলঃ বিগত কয়েক বছরে ইউরোপে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, লাটভিয়া, সুইৎজ়ারল্যান্ডের মতো দেশ বোরখা-সহ মুখঢাকা পোশাক পরা নিয়ে বিধিনিষেধ জারি করেছে। এ বার সেই পথে হাঁটতে চলেছে ইটালি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোরখা এবং নিকাবের মুখ ঢাকা পোশাক পরার উপর-**বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

'আওয়ামী লীগ-বিএনপি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ'

ঢাকা ডেস্কঃ ইতিহাস আড়াল ও বিকৃতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ও বিএনপির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ। তার মতে, কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে এই দুই দল ইতিহাস বিকৃতিতে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে করা পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। **-বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি :
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

বরফ গলাতে চায় দিল্লি, ঢাকার সঙ্গে ইতিবাচক পথে এগোনোর বার্তা

দিল্লি ডেস্কঃ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী পথে এগিয়ে নিতে চায় ভারত। দুদেশের মধ্যে চালু থাকা কাঠামোগত ব্যবস্থার মধ্যেই থেকে সব দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে আলোচনায় দিল্লি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) নয়াদিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে একাধিক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ অবস্থান জানান।

রণধীর জয়সোয়াল বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের গতিপথ নিয়ে আগেও ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। ভারত সব সময় বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক চেয়েছে। দুই দেশের মধ্যে যে কাঠামোগত ব্যবস্থা রয়েছে, তার মধ্য থেকেই সব ধরনের দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভারত প্রস্তুত।

তিনি বলেন, এটাই ভারতের মনোভাব। দুদেশের সম্পর্কের অভিমুখ ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী হোক, সেটাই ভারত চায়।

দিল্লির এই বক্তব্য এমন সময়ে এল, যখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামকে নয়াদিল্লিতে নতুন হাইকমিশনার করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে দুদেশের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগও বেড়েছে। ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এসব আলোচনায় দুই দেশের সম্পর্ককে ইতিবাচক ও গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। ব্রিফিংয়ে আসাদ আলম সিয়ামের সম্ভাব্য নিয়োগকে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা যায় কি না, জানতে চাওয়া হয়।

জবাবে জয়সোয়াল সরাসরি কোনো উত্তর না করে ভারতের সামগ্রিক অবস্থান তুলে ধরেন। এরপর ভারতের আয়োজিত বহুপক্ষীয় যুদ্ধবিমান মহড়া তরঙ্গ শক্তিতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অংশ নেওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। বাংলাদেশের বিমানবাহিনী একটি সি ১৩০ জে পরিবহণ বিমান নিয়ে মহড়ায় অংশ নেবে বলে জানানো হয়েছে। এটিও দুই দেশের সম্পর্কের ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত কি না, জানতে চাওয়া হলে জয়সোয়াল আবারও সম্পর্ককে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী করার ভারতের অভিপ্রায়ের কথা জানান। এদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ সফর নিয়ে বাংলাদেশ আগে যে কয়েকটি শর্তের কথা জানিয়েছিল, নতুন আলোচনায় সেগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হলে জয়সোয়াল বলেন, এ বিষয়ে বলার মতো কিছু থাকলে পরে জানানো হবে ।জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বর্তমানে নিউইয়র্কে রয়েছেন। অধিবেশনের ফাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা রয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে তারেক রহমানের বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হলে জয়সোয়াল বলেন, এ বিষয়ে তার কাছে এখনো কোনো তথ্য নেই।

সংসদে নোটিশ-কথার গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেই রাজপথে বিরোধী দল: জামায়াত আমির

ঢাকা,বিরোধী দলীয় নেতা ও জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান অভিযোগ করে বলেছেন, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের জনবান্ধব নোটিশকে সরকার মূল্যায়ন করছে না। সংসদে বিরোধী দলের নোটিশ ও কথার গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলেই রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছে বিরোধী দল।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে জামায়াত বিটের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

জামায়াত আমির এ সময় দাবি করেন, জুলাই সনদ ও গণভোট বাস্তবায়ন করে সরকারের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু সরকার সেই পথে না যাওয়ায় জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, তেলের দাম বাড়িয়ে আশপাশের দেশের তেলের দামের সাথে তুলনা দিচ্ছে সরকার। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি তো আশপাশের দেশের মতো বড় নয়।

২৩ সেপ্টেম্বর দিন ও রাত সমান

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর :বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ভোরে শরৎকালীন বিষুব-এর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক শরৎকাল।

রয়্যাল মিউজিয়াম গ্রিনউইচের তথ্য অনুযায়ী, বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাজ্যের সময় রাত ১টা ৬ মিনিটে এই বিষুব সংঘটিত হয়। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী এটি সকাল ৬টা ৬ মিনিট।

বিষুব হলো এমন এক ক্ষণ, যখন সূর্য ঠিক পৃথিবীর মাঝবরাবর বা বিষুবরেখার ওপর অবস্থান করে। এই সময়ে পৃথিবীর কোনো অংশই সূর্যের দিকে বা বিপরীতে ঝুঁকে থাকে না, যার ফলে বিশ্বজুড়ে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান হয়ে যায়। এই ঘটনাকে বলা হয় 'শরৎ বিষুব'।

সৌদি জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে জামায়াতের আমির, দিলেন শুভেচ্ছাপত্র

ঢাকা, সৌদি আরবের ৯৬তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকায় সৌদি আরবের দূতাবাস আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীর শেরাটন ঢাকার গ্র্যান্ড বলরুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডা. শফিকুর রহমান সৌদি আরবের ৯৬তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফর বিন আবিয়াহর হাতে তুলে দেন।

চিঠিতে ডা. শফিকুর রহমান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে সৌদি বাদশাহ, রাজপরিবার, সৌদি সরকার এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সৌদি জনগণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান।

একইসাথে, চিঠিতে সৌদি আরবের প্রতি বিশ্বের মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বিষয়টি তুলে ধরে মক্কা আল-মুকাররমার মসজিদুল হারাম এবং মদিনা আল-মুনাওয়ারার মসজিদে নববী (সা.)-এর সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবের মহান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুসলমানদের হজ ও ওমরাহ পালনে সৌদি আরবের সহযোগিতা ও সেবার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের সম্পর্ক প্রচলিত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে গভীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সৌদি আরবে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছেন বলেও উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

জামায়াতের আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা এ সময় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাসুম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হালিম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং বিরোধীদলীয় নেতার পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আলী আহমাদ মাবরুর।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

চাল সবজিসহ নিত্যপণ্যের বাজারে উত্তাপ

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর : জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা লেগেছে নিত্যপণ্যের বাজারে। সাধারণ মানুষের আয় না বাড়লেও ব্যয় বেড়ে গেছে ২০-৩০ ভাগ বেশি। গত দুদিনে বাজারে ঢোকাই কঠিন হয়ে পড়েছে অনেকের। সীমিত আয় বা নিম্ন আয়ের মানুষ থেকে মধ্যবিত্ত-কেউই নেই স্বস্তিতে। সংসারে বাড়ছে খরচের চাপ। এরই মধ্যে নিত্যপণ্যের বাজারে চাল, সবজি, আটা-ময়দা, ভোজ্যতেলসহ বেড়েছে অন্তত ১২টি পণ্যের দাম। সামনে আরও বাড়তে পারে সব ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্য-এমন আশঙ্কায় দিশেহারা সব মানুষ। বাজারসংশ্লিষ্টরা বলছেন- একদিকে জ্বালানি তেলের বাড়তি দাম, অন্যদিকে পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, সব মিলে সাধারণ মানুষের জীবনে বাড়ছে বাড়তি চাপ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত কয়েক বছরে বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য সাধারণ মানুষের জীবনে বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে। শেখ হাসিনা সরকারের সময়ও

বাজার সিন্ডিকেটের কারণে বাজার ছিল অস্থির। ভোক্তা ছিল অসহায়। পটপরিবর্তনের পর দেশের মানুষের আশা ছিল দুর্নীতি কমবে। বাজার নিয়ে অন্তত তাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু মানুষের মাঝে সেই স্বস্তি ফেরেনি। অন্তর্বর্তী সরকারও বাজার ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা আনতে পারেনি। বরং নানা অব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতায় অনেক পণ্যের দাম বেড়েছে। এমন ভঙ্গুর বাস্তবতায় বিএনপি সরকারে আসায় মানুষের প্রত্যাশা ছিল-নতুন রাজনৈতিক সরকার জনগণের কষ্ট বুঝবে। বাজারে শৃঙ্খলা ফিরবে। কমবে নিত্যপণ্যের দাম। অবশ্য সরকারও বাজার নিয়ন্ত্রণে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়। কিন্তু শুরুতেই মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রভাব পড়ে জ্বালানি খাতে। এরপর গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি এবং দুদিন আগে সর্বশেষ জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে পরিবহণসহ বিভিন্ন সেবা ও পণ্যের বাজার চরম অস্থির হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় দেশের অন্তত ৮০-৯০ ভাগ মানুষ তাদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজের (বিআইডিএস)' সাবেক মহাপরিচালক ড. এম কে মুজেরী বলেন, এমনিতে পণ্যের মূল্যের কারণে সাধারণ মানুষের জীবন বিধ্বস্ত। আয় নেই। বেকারত্ব বাড়ছে। এ অবস্থায় নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি মানুষের জীবনযাত্রায় বড় ধাক্কা লেগেছে। অর্থনীতির সব খাতে এর প্রভাব পড়বে। ফলে মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়বে এবং ক্রয়ক্ষমতা কমে যাবে। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

মঙ্গলবার রাজধানীর একাধিক খুচরা বাজার ঘুরে জানা গেছে, প্রতিকেজি মোটা চালের মধ্যে স্বর্ণা জাতের চাল বিক্রি হচ্ছে ৫৮ টাকা, যা জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির আগের দিন অর্থাৎ শনিবার ছিল ৫৫ টাকা। প্রতিকেজি বেগুন আকার ও মানভেদে ৯০-১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা ছিল আগে ৮০-১২০ টাকা। প্রতিকেজি শসা সর্বনিম্ন ৫০ থেকে সর্বোচ্চ ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এই একই শসা শনিবার সর্বনিম্ন ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। প্রতিকেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে সর্বনিম্ন ১২০ থেকে সর্বোচ্চ ১৬০ টাকা, যা দুই দিন আগে ছিল সর্বনিম্ন ৮০ টাকা। প্রতি ডজন (১২ পিস) ফার্মের ডিম বিক্রি হচ্ছে ১৬৫ টাকায়, যা আগে ১৫০ টাকা ছিল। আমদানি করা রসুন বিক্রি হচ্ছে প্রতিকেজি ১৮০ টাকা, যা আগে ১৬০ টাকা ছিল।

খুচরা পর্যায়ে বড় দানার মসুর ডাল প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৯৫-১০০ টাকা, যা আগে ৯০-১০০ টাকা ছিল। প্রতিকেজি খোলা আটা ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা আগে ৪৮ টাকা ছিল। পাশাপাশি প্রতিকেজি খোলা ময়দা প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ৭০ টাকা, যা আগে ৬৫ টাকা ছিল। খোলা পাম অয়েল বিক্রি হচ্ছে লিটারপ্রতি ১৭০ টাকা, যা আগের দিনও ১৬৬ টাকা ছিল। প্যাকেটজাত তরল দুধ প্রতিলিটার বিক্রি হচ্ছে ১১০ টাকা, যা আগে ১০০ টাকা ছিল।

বাজারের মুদি ব্যবসায়ী মশিউর রহমান বলেন, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে পরিবহণ ভাড়া বেড়েছে। তাই যেসব পণ্য নতুন করে আনতে হয়েছে, সেগুলোর দাম বেড়েছে। আর যেসব পণ্য আগে আনা আছে, সেগুলোর দাম এখনো বাড়েনি।ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তালুকদার মোহাম্মদ মনির বলেন, তেল সংকট ও ওই সময় মূল্য বৃদ্ধিতে তখন এক দফা ৪-৫ হাজার টাকা ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে। তিন দিন আগেও বগুড়া থেকে একটিট্রাক ঢাকায় আসতে ভাড়া ছিল ১৮-২০ হাজার টাকা। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে ২-৩ হাজার টাকা বাড়তি ভাড়া নিতে হচ্ছে।

মানুষের উদ্বেগ, মনে হচ্ছে না খেয়ে মরতে হবে : মঙ্গলবার দুপুর ১টা ১৭ মিনিট। প্যাডেলচালিত তিন চাকার ভ্যান শিকল দিয়ে তালা লাগিয়ে রাজধানীর কাওরান বাজারে নিত্যপণ্য কিনতে আসেন কামরুল হাসান। তিনি প্রায় ৩০ মিনিট বাজার ঘুরলেন। কিন্তু কিছুই কিনলেন না। তিনি জানান, গতকাল ভোররাত থেকে পণ্য পরিবহণ শেষে ৬৬৫ টাকা ইনকাম করেছি। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ দিন ভ্যান নিয়ে বের হতে পারি। এই টাকার মধ্যে ভ্যান মালিকের জমা দিতে হবে। পাশাপাশি পরিবারের ৫ সদস্যের জন্য খাবার কিনতে হবে। কিন্তু এমনিতেই বাজারে পণ্যের যে দাম তা শুনেই মাথা ঘুরছে। শুক্রবার বাজার করতে এসেছিলাম। এখন এসে দেখি অনেকগুলো পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। বিক্রেতারা বলছেন, সরকার তেলের দাম বাড়িয়েছে, তাই পণ্যের দাম বেড়েছে। মনে হচ্ছে একটা সময় আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

বেতন দিয়ে মাস চালাতে পারছি না, আমি ঋণগ্রস্ত : রাজধানীর কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকার বাসিন্দা জাহিদুল ইসলাম একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। মাসে পান ৩৩ হাজার টাকা বেতন। মা, স্ত্রী ও এক মেয়ে নিয়ে তার সংসার। পরিবারের খাবার জোগাড় করতে মাসে ৫০ কেজির এক বস্তা চাল ৩ হাজার; পাঁচ লিটার তেল ১ হাজার; বাসাভাড়া ১০ হাজার; বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল ২ হাজার; সবজি, মাছ, ব্রয়লার মুরগিসহ তরকারি ও রান্নার উপকরণ কিনতে ৭ হাজার; সাবান-ডিটারজেন্ট ও শ্যাম্পু ৭০০; মুদিবাজার আরও ২ হাজার এবং মোবাইল টকটাইমে খরচ ও ইন্টারনেট বিল ১২০০ টাকা ব্যয় হয়। পাশাপাশি সন্তানের শিক্ষাব্যয় ৭ হাজার, পরিবারের যাতায়াত ব্যয় ৫ হাজার এবং মাসে গড়ে চিকিৎসা ব্যয় ২ হাজার টাকা ধরে ৩৪ হাজার ৬০০ টাকা ব্যয় হয় তার। প্রতিমাসে তার ঘাটতি থাকে কম হলেও ১ হাজার ৬০০ টাকা। তিনি বলেন, বেতন দিয়ে মাস চালাতে পরছি না। আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণাই মানুষের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কারণ তেলের দাম শুধু পরিবহণ ব্যয়ই বাড়ায় না, এর সরাসরি প্রভাব পড়ে অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি খাতে। শিল্পকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত থেকে শুরু করে বাসাবাড়ির ব্যয়-সবখানেই বাড়বে খরচ। সেই বাড়তি ব্যয়ের শেষ বোঝাটিও বহন করতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তিনি বলেন, এরই মধ্যে অনেক পণ্যের দাম বেড়েছে। তাই জ্বালানি তেলের মূল্যবদ্ধির প্রভাবে পণ্যের দাম যেভাবে বাড়ার কথা তা যেন অসাধুরা কারসাজি করে বেশি না বাড়াতে পারে সেদিকে তদারকি সংস্থার নজরদারি করতে হবে।

www.jonmobhumi.com

দিল্লিতে পরবর্তী হাইকমিশনার আসাদ আলম সিয়াম

ঢাকা,অক্টোবরের শেষে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম। কূটনৈতিক সূত্র বলছে, গতকাল আসাদ আলম সিয়ামের নিয়োগের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দিয়েছে ভারত। ই-মেইল বার্তায় দিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য জানানো হয়। অক্টোবরের তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে সুবিধাজনক সময়ে তিনি দিল্লিতে গিয়ে দায়িত্ব নেবেন। দিল্লির একটি কূটনৈতিক সূত্র জানান, বর্তমান হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ'র মেয়াদ আগামী ১০ই অক্টোবর শেষ হচ্ছে। নতুন হাইকমিশনার হিসেবে সিয়ামের যোগদানের প্রস্তুতি চলছে।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সফরসঙ্গী হিসেবে নিউ ইয়র্কে রয়েছেন সিয়াম। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শেষে ২৭শে সেপ্টেম্বর তার ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। এরপর প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা করবেন তিনি।

ঢাকার কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, আসাদ আলম সিয়ামকে দিল্লিতে হাইকমিশনার নিয়োগের জন্য গত জুলাইয়ে ভারতের কাছে এগ্রিমো চায় ঢাকা। যার প্রায় তিন মাস পর সিয়ামকে হাইকমিশনার হিসেবে অনুমোদন করলো ভারত। ভিয়েনা কনভেনশনের নিয়ম অনুযায়ী এগ্রিমো অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো দেশ বাধ্য নয়। এ ছাড়া নিয়োগে সম্মতি দেয়ার ক্ষেত্রেও কোনো দেশ বাধ্য থাকে না।

পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে ১৫ মাস: আসাদ আলম সিয়াম ২০২৫ সালের ২০শে জুন পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব নেন। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৯৫ সালে পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেয়া সিয়ামের কূটনীতিক ক্যারিয়ার প্রায় তিন দশকের। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ পর্যায় এবং বর্তমান সরকারের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ আমলার দায়িত্বে ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত থাকার সময় সিয়াম গায়ানায় বাংলাদেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এবং বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অস্ট্রিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। একই সঙ্গে হাঙ্গেরি ও স্লোভেনিয়ায় অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এবং ভিয়েনায় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও ওপেক ফান্ডে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন।

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ফিলিপাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন সিয়াম। ওই সময় পালাউয়েও অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি।

ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউরোপ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনুবিভাগের মহাপরিচালক, প্রধান প্রটোকল কর্মকর্তা, মিশনগুলোর মহাপরিদর্শক এবং ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর ছিলেন সিয়াম। এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবের দপ্তরেও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিদেশি মিশনে তিনি জাকার্তা, ব্যাংকক ও ম্যানচেস্টারে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতালির মিলানে বাংলাদেশের প্রথম কনসাল জেনারেলও ছিলেন তিনি।

জেনেভা যাচ্ছেন রিয়াজ: আসাদ আলম সিয়ামের দায়িত্ব নেয়ার আগেই দিল্লিতে হাইকমিশনার পর্ব শেষ করছেন এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ। কূটনীতিকের মতে, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দিল্লিতে হাইকমিশনার পদে দায়িত্ব পাওয়া এই কূটনীতিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাকে ২০২৫ সালের ৭ই এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে পাঠায় অন্তর্বর্তী সরকার।

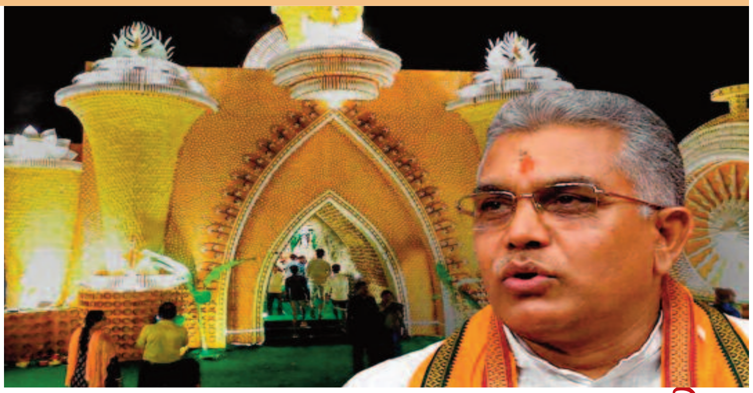

ওসব মমতার আমলে চলত', মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-বিতর্কে সাফ বার্তা দিলীপের

কলকাতাঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সাফ বার্তা, 'ওসব তৃণমূল জমানার শর্ত ছিল। আমাদের সরকার এমন কোনও নির্দেশ দেয়নি।' 'সরকারি অনুদান নিলে মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি মাস্ট'! বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফতোয়া' ঘিরে কার্যত শোরগোল। বিতর্ক দানা বাধতেই এবার এ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ (উরষরঢ় এযড়ংয)। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সাফ বার্তা, "ওসব তৃণমূল জমানার শর্ত ছিল। আমাদের সরকার এমন কোনও নির্দেশ দেয়নি।"

পুজো কমিটিগুলির উদ্দেশে বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যারা সরকারি অনুদান নেবেন, তাদের জন্য মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক। আর যারা অনুদান নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগাবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আমি অ্যাকশন নেব।"

মঙ্গলবার সাঁইথিয়ায় দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে আয়োজিত একটি বৈঠকে বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত ফতোয়া জারি করে দেন। পুজো কমিটিগুলির উদ্দেশে তিনি বলেন, "যারা সরকারি অনুদান নেবেন, তাদের জন্য মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক। আর যারা অনুদান নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগাবেন না, তাদের বিরুদ্ধে আমি অ্যাকশন নেব।" পুজোর মুখে বীরভূমে বিজেপি নেতার মন্তব্য ঘিরে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এবার মুখ খুললেন দিলীপ-সুকান্তরা।

দিলীপ ঘোষের সাফ বার্তা, " আমাদের সরকার এরকম করবে না। আগে এটা শর্ত দেওয়া হত। মমতা ব্যানার্জির ছবি না লাগালে আর তাদের পয়সা দেওয়া হত না। আর সে পয়সার থেকে আবার নেতারা কাটমানিও নিতেন। আমাদের সরকার এরকম কোন নির্দেশ দেয়নি যে মুখ্যমন্ত্রী ছবি লাগাতে হবে।"

মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বাধ্যতামূলক প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের সাফ বার্তা, " আমাদের সরকার এরকম করবে না। আগে এটা শর্ত দেওয়া হত। মমতা ব্যানার্জির ছবি না লাগালে আর তাদের পয়সা দেওয়া হত না। আর সে পয়সার থেকে আবার নেতারা কাটমানিও নিতেন। আমাদের সরকার এরকম কোন নির্দেশ দেয়নি যে মুখ্যমন্ত্রী ছবি লাগাতে হবে। মা দুর্গার পূজা করছেন, ভালো করে করবেন।" দিলীপের সুরেই গলা মেলান সুকান্ত মজুমদারও। তাঁর কথায়, "মণ্ডপে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো নিয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি সরকার। এসবের কোনও প্রশ্নই আসে না।"

প্রসঙ্গত, গত সরকারের আমলে রাজ্যের ছোট-বড় সব দুর্গাপুজোর মণ্ডপজুড়েই সরকারি বিজ্ঞাপনের নামে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেখা যেত। পরিবহণ দপ্তরের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ', জনমুখী প্রকল্প যেমন, 'কন্যাশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-সহ বিজ্ঞাপনের ছয়লাপ থাকত দুর্গাপুজোর মণ্ডপে। এবার যে সেই ট্রেন্ড নয়, বীরভূমের সাংগঠনিক জেলা সভাপতির মন্তব্যের পরেই স্পষ্ট করে দিলেন বিজেপির শীর্ষনেতারা।

আফগানিস্তানের মাটিতে এয়ার স্ট্রাইক পাকিস্তানের, তীব্র নিন্দা জানাল ভারত

নয়াদিল্লিঃ আফগানিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানের এয়ার স্ট্রাইকের তীব্র নিন্দা করল ভারত। মঙ্গলবার নয়াদিল্লি বলেছে, সার্বভৌম প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এধরনের আগ্রাসনের ঘটনা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী। একইসঙ্গে ফের স্পষ্টভাবে আফগানিস্তানের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।পূর্ব আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানি ফাইটার জেট। ইসলামাবাদের দাবি, এই এয়ার স্ট্রাইকে ২৮ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। যদিও কাবুলের পালটা দাবি, পাক হামলায় তিন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও চারজন। হতাহতের এই ঘটনায় আফগানিস্তানের বক্তব্যেই সিলমোহর দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। এই ইস্যুতে মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, আমরা পাকিস্তানের হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। আফগানিস্তানের কুনার ও পাকটিকা প্রদেশে এই বিমান হামলা চালানো হয়েছে। হামলার এই ঘটনায় বহু সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন। আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন, আমরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা এবং একইসঙ্গে সেদেশের জনগণের কল্যাণের প্রতি আমাদের অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

নামাজের সময়সূচী

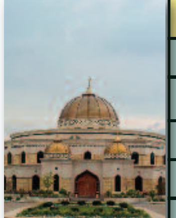

সেপ্টেম্বর	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ফজর	০৩;৪৭	০৩:৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

পূজার সময়সূচী

কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত।
সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা
সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা
(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায়
দুপুরের পূজা ১২ টায়
সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়
(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।
(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ডিসেম্বর নয়, বুকের পাটা থাকলে এখন দেশে আসেন: তথ্য প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা,দেশে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টা কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। তিনি বলেছেন, যারা দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ শহরের কালিবাড়ী মোড়সংলগ্ন চত্বরে জেলা বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সারাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য ও পরিকল্পিত সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, 'ডিসেম্বর নয়, বুকের পাটা থাকলে এখন আসেন। টেক্কা দিতে চান। আমাদের মা-বোনদের বুক খালি করেছেন। আসেন, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলার জন্য আসেন।'

তিনি বলেন, 'আমরা রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা মানুষকে ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি।'

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের গণতন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার পালিয়ে গিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। আমরা সেই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে তাদের ফ্যাসিবাদ ভেঙে দিয়েছি। তাদের কোনো ষড়যন্ত্র সফল হতে দেওয়া হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পরিবার সারা বাংলাদেশে ঐক্যবদ্ধ আছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা হবে।'

সম্প্রতি দুটি বাসে আগুন দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, 'যারা মনে করছেন দুটি বাস পুড়িয়ে এবং একটি চক্রের মাধ্যমে জনগণকে ভয় দেখাতে পারবেন, তাদের সাবধান করে দিতে চাই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সৈনিকেরা জনগণকে নিয়ে যেভাবে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়েছে, প্রয়োজনে তাদেরও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। দেশকে অস্থিতিশীল করতে দেওয়া হবে না।'

বিচারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনাদের আইনের আওতায় এনে জনগণ বিচার করবে। বিচারের জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই না। এই মুহূর্তেই বিচারের আহ্বানে আপনারা আসবেন।'

এর আগে দুপুরে শহরের রথখলা এলাকায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কালিবাড়ী মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মো. মাজহারুল ইসলাম এবং কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. জালাল উদ্দিন বক্তব্য দেন।

বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

ছাত্রদল না থাকলে জামায়াত-শিবিরকে আবারও 'গুপ্ত' বানিয়ে দেবে ছাত্রলীগ

ঢাকা,ছাত্রদল রাজপথে সক্রিয় না থাকলে ছাত্রলীগ জামায়াত-শিবিরকে পিটিয়ে আবারও 'গুপ্ত' বানিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।

পোস্টে রাশেদ খান বলেন, 'ছাত্রলীগের ভয়ে যারা একসময় গোপনে ছিল কিংবা ছাত্রলীগ হয়ে বেঁচে ছিল, তারা কীভাবে ছাত্রদলকে পিটিয়ে রাজশাহীছাড়া করতে চায়? ছাত্রদল রাজপথে না থাকলে তো ছাত্রলীগ জামায়াত-শিবিরকে পিটিয়ে আবারও গুপ্ত বানিয়ে দেবে। এই বাস্তবতা কেন এরা বুঝতে চায় না?'

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী বলেন, 'দেখেন, এরা বিরোধী দল হয়েই কুত্তার মতো পিটিয়ে সরকারি দলের লোকজনকে এলাকা ছাড়া করতে চায়, ভবিষ্যতে ক্ষমতায় গেলে কি করবে, তা নিশ্চয়ই অননুমেয় না?'

জামায়াত-শিবিরের সমালোচনা করে রাশেদ খান বলেন, 'বিরোধী দল হয়েই জামায়াত-শিবির মজলুম থেকে জালিম হয়ে গেছে। সুতরাং, জামায়াত জালিমের পরিণতি আওয়ামী জালিমের মতোই হবে!'

তিনি বলেন, 'এদেরকে কাঁচুমাচু করে দেশ পরিচালনার সুযোগ নেই। শেখ হাসিনা যেমন বলেছিলেন বিএনপিকে এক দিনও শান্তিতে দেশ চালাতে দেবেন না, জামায়াত-শিবিরও একই পথ অনুসরণ করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'জামায়াত-শিবিরের লাগাম টেনে না ধরলে এরা শেখ হাসিনার থেকেও ভয়ংকর হয়ে উঠবে।'

রিজভীর বক্তব্যকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে নিন্দা জামায়াতের

ঢাকা,'ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী বা সমর্থক বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে'- বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর এই বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়ে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের মঙ্গলবার বিবৃতিতে বলেছেন, ট্রেনে অগ্নিসংযোগের দায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন, দুরভিসন্ধিমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচির দিনে গত রোববার রাজধানীর কমলাপুরে হাওর এক্সপ্রেসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় মামলা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তবে সামাজিকমাধ্যমে ভুয়া ফটোকার্ডে ছড়ানো হয়, ট্রেনে আগুনের মামলায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি জামায়াত নেতা। সংবাদমাধ্যমে এ সংক্রান্ত কোনো খবর প্রকাশ করা হয়নি। বেসরকারি টিভি চ্যানেল বাংলাভিশনের লোগো ব্যবহার করে ভুয়া ফটোকার্ড ছড়ানো হয়।

এরপর মঙ্গলবার নয়াপল্টনে কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রিজভী বলেন, 'ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী বা সমর্থক বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে'। এর জবাবে এহছানুল মাহবুব বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জানতে চেয়েছেন বিভিন্নস্থানে বাসে অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি ও ভাঙচুরের কারা জড়িত। একই নীতিতে ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটিও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করার দাবি জানানো উচিত ছিল। কিন্তু কোনো প্রকার প্রমাণ ছাড়াই জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করার চেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন এমপি নজরুলের প্রথম স্ত্রী

ঢাকা,আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় রিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর বিতর্কিত সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী মোসা. মাকছুদা ইসলাম। মঙ্গলবার রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার কথা আদালতকে জানিয়েছেন তিনি। আবেদনে ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেছেন, আসামিকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে মামলা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে, যা মামলার তদন্তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তবে নজরুলের প্রথম স্ত্রী রিমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ কী তথ্য দিয়েছেন- তা জানাননি পুলিশ কর্মকর্তা সালাউদ্দিন।

এ বিষয়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রিপন হোসেনের আদালতে শুনানি হওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই রফিকুল ইসলাম। রোববার সন্ধ্যায় সংসদ ভবনের উল্টোদিকের ন্যাম ভবনের একটি ফ্ল্যাট থেকে গাজী নজরুলের দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়মের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর রাতে সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম ও তার প্রথম স্ত্রী মাকছুদাকে হেফাজতে নেয় পুলিশ। শেরেবাংলা নগর থানায় রোববার রাতে জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কৃত গাজী নজরুল, তার প্রথম স্ত্রী ও মরিয়মের মামা ওবায়দুর রহমানকে আসামি করে মামলা করেন হতভাগ্য মরিয়মের বাবা মাসুম বিল্লাহ।

মাসুম বিল্লাহ বলেন, তারা সবাই মিলে নির্যাতন করে আমার মেয়েকে হত্যা করেছে। বিশেষ করে ওবায়দুর রহমান ক্রিমিনাল। ওই মূল নায়ক। সবকিছু করেছে। আমি ওবায়দুরের ফাঁসি চাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু করেছে, সবকিছু ঘটিয়েছে। আমাদের পুরো পরিবার তছনছ করে দিয়েছে। এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর দুপুরে শেরেবাংলা নগর থানা থেকে দুই আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়।

'শ্রাবণের মেঘগুলো..' গেয়ে আলোচিত সেই বিউটি পাল জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর : সিলেটে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পিঠাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিউটি রানী পাল। গত জুলাইয়ে 'শ্রাবণের মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে' গানের সঙ্গে তাঁর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর আলোচনায় আসেন তিনি।

সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাখাওয়াত এরশাদ স্বাক্ষরিত এক পত্রে গত সোমবার জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত চার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে বিউটি রানী পাল ছাড়াও সিলেট সদর উপজেলার জহিরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জামাল উদ্দিন লস্কর, ওসমানীনগর উপজেলার আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাম্মত নুরজাহান বেগম এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলার ১ নম্বর চৌধুরীবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আদরী রানী দাস রয়েছেন।

বিউটি রানী পাল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি পিঠাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত জুলাইয়ে 'শ্রাবণের মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে' গানের সঙ্গে তাঁর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

শুরুতে বিষয়টি নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লেও পরে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ বিউটি রানী পালের পাশে দাঁড়ান। ওই সময় সিলেট সফরে এসে শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রীও তাঁর পক্ষে কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের রায় নিয়ে মন্তব্য: দুই আইনজীবীর শুনানি ২৬ অক্টোবর

ঢাকা,জুলাই গণআন্দোলনের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করার অভিযোগে দুই আইনজীবীর বিরুদ্ধে করা আদালত অবমাননার আবেদনের শুনানি আগামী ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ বিষয়ে শুনানির জন্য ওই দিন ধার্য করেন। এর আগে গত ১৬ সেপ্টেম্বর দুই আইনজীবীকে তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তলব করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল। এর ধারাবাহিকতায় বুধবার তারা ট্রাইব্যুনালে হাজির হন।দুই আইনজীবী হলেন হাসানুজ্জামান তুষার ও হাসান চৌধুরী।

প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় সুপ্রিম কোর্টের দুই আইনজীবীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আবেদন করেছে প্রসিকিউশন।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant

We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.
IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC
167-09 [redacted] Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বাংলা ০৯ আশ্বিন ১৪৩৩

সম্পাদক — রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক — শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি — আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি — সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি — সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি — নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি — মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি — ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

শিক্ষিত বেকার বাড়ছে

দেশে প্রতিবছর লাখো তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষার সনদ দিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমাদের মতো দেশের জন্য এটিই নির্মম বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) গবেষণার বরাত দিয়ে গতকাল কালের কণ্ঠ জানিয়েছে, দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশই বেকার। আরো উদ্বেগজনক তথ্য হলো, দেশের সামগ্রিক তরুণ বেকারত্বের হার যেখানে প্রায় ১০ শতাংশ, সেখানে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার সাড়ে তিন গুণ।

আইএমএফের 'ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' সাময়িকীর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

সেখানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তরুণদের বেকারত্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, এশিয়াজুড়ে তরুণদের বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হলেও সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কায় উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪৩ শতাংশ। ভারতে এই হার প্রায় ৪২ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৩৬ শতাংশ।

অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে হার তুলনামূলক কম। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ১৮ শতাংশ, ভিয়েতনামে ১৬ শতাংশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ১৩ শতাংশ করে এবং ফিলিপাইনে প্রায় ১২ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত তরুণ বেকার। সিঙ্গাপুরে এই হার প্রায় ৮ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের কারণ হিসেবে চাকরির বাজারের সঙ্গে শিক্ষার অসাম্যঞ্জস্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আইএমএফ এ পরিস্থিতিকে 'গ্র্যাজুয়েট গ্লাট' বা অতিরিক্ত স্নাতক তৈরির সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছে।

এর সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আইএমএফ বলছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। তবে দক্ষতা বাড়ানোর চেয়ে দ্রুত এ প্রযুক্তি গ্রহণ করা হলে তরুণদের শ্রমবাজারে চাপ আরো বাড়তে পারে।

দেশের ওয়াকিফহাল মহল দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসংগতির কথা বলে আসছেন। বিশেষ করে সনদনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বড় বিপাকে ফেলে দিয়েছে। একদিকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে একজন তরুণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, এই আশায় যে ভবিষ্যতে একটি ভালো চাকরি পাবেন। পরিবারও সর্বস্ব দিয়ে সন্তানকে মানুষ করতে চায়। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করে দেখা যায় চাকরি নেই।

এ ছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক সংকটও কাটছে না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। সেই ধাক্কা এসে লাগছে দেশীয় বাজারেও। বিশেষ করে জ্বালানিসংকটের কারণে বহুমুখী সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক কারখানা চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করতে পারছে না। অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধের উপক্রম। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে চাহিদামতো বিনিয়োগ না আসায় প্রত্যাশিত মাত্রায় কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। এসবের ফলেও বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, আগামী এক দশকে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোতে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে। এত বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করা এশিয়ার দেশগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

আমরা মনে করি, টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব। দেশের শিক্ষা খাতে সংস্কারের পাশাপাশি তরুণদের বহুমুখী দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। তবে কর্মসংস্থান বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

www.jonmobhumi.com

উপসম্পাদকীয়

ভয়কে চিরতরে জয় করতে হবে

ড. মাহবুব হাসান

ইতিহাস সব সময় একই চেহারা নিয়ে আসে না। তার রূপ ভিন্ন হতে পারে, তার রং পাল্টে যেতে পারে। তার রাজনৈতিক নৈতিকতাও পাল্টে যেতে পারে। কিন্তু নতি স্বীকারের ঢংটি মনে হতে পারে যেন আমরা স্বাধীনই আছি।

এই চিন্তার, এই পার্থক্য, তা পরাধীনতার সূত্রেই বহমান। যেমন আমরা ধারণা করি না যে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর পরাধীনতার এমন আর কী আছে?

ভয় পরাধীনতার অন্যতম একটি উপাদান। ভয় পেলে দেশের রাজনৈতিক সত্তা রক্ষা করা যায় না। সিকিমের লেন্দুপ দর্জি তাঁর রাজনৈতিক ভয়কে জয় করতে পারেননি বলেই রাঘববোয়ালের পেটে সেঁধিয়েছে তাঁর দেশটি। আমরা যদি ভয় পাই, তাহলে আমাদের পরিণতিও ওই দর্জির মতোই হবে। আমরা কী রাঘববোয়ালের ভয়ে গুটিয়ে যাব? নাকি আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসকে স্থায়ী করে নেব?

ব্রিকস সম্মেলনের সাইডলাইনের দাওয়াত বাংলাদেশ গ্রহণ না করে তারেক রহমান যে সাহস দেখিয়েছেন, তাকে অভিনন্দিত করা উচিত। দেশ ছোট হতে পারে, আমাদের কিন্তু ইন্টেগ্রিটির (সততা, অখণ্ডতা) প্রশ্নে সব দেশেরই সমান অধিকার, সমান মর্যাদা আর আত্মমর্যাদার বিষয়টি রয়েছে-যা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেছেন, ফ্যাসিস্টরা যদি এখনো ক্ষমতায় থাকত কিংবা আরও দুই-তিন বছর ক্ষমতা প্রলম্বিত হতো, তবে বাংলাদেশ সিকিমের মতো পরাধীন হয়ে যেত।

তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকার তাদের জুলুম ও কৃতকর্মের জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তাঁর মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে নিয়ে যেভাবে দেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এ থেকে যদি আমরা কোনো শিক্ষা না নিই, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ। বিমানমন্ত্রী রশিদুজ্জামান মিল্লাত যে সত্য উচ্চারণ করেছেন, তা বোঝার মতো মানুষের অভাব আছে। কারণ সেই সব অবুঝ মানুষেরা রাজনৈতিকভাবেই কেবল অন্ধ নন, তারা তাদের বিশ্বাসকেও হাসিনার হাতে তুলে দিয়ে বসে আছেন। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির প্রশ্ন তুললেই অনেক অন্ধ রাজনৈতিক অনুসারী বলেন, তাহলে তিনি পদ্মা সেতু নির্মাণ করলেন কেন? যোগাযোগব্যবস্থায় এই সেতু যে অবদান রাখছে, তা আমাদের সাধারণের কল্পনায় ধরা আছে। আমরা এটা বুঝতে অপারগ যে এই সেতু ভিন্ন কোনো উদ্দেশে নির্মিত হয়েছে। হাসিনার সেই দূরদর্শী পরিকল্পনার জন্যই ১২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প তিনি নির্মাণ করেছেন ৩১ হাজার কোটি টাকায়। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই উদ্যোগকে কি আমরা সাধুবাদ জানাব, নাকি অন্য কিছু ভাবব? এক. বিশাল অঙ্কের ঋণ দেশের কাঁধে তুলে দেওয়া আর ভারতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি আদা-জল খেয়ে নেমেছিলেন।

বলবেন, কীভাবে?

প্রথমত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের জন্য (সেভেন সিস্টারসে) পণ্য পরিবহনে ভারতকে সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এখন ভারতকে দেড় হাজার মাইল পথ ঘুরে ওই রাজ্যগুলোতে পণ্য পাঠাতে হয়। সেই পথের দূরত্বের জন্য বিপুল সময় আর ব্যয় থেকে বাঁচাতেই হাসিনাকে দিয়ে এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ক্যামোফ্লাজ হিসেবে চীনা বিনিয়োগ ও অযান্ত্রিক ও যান্ত্রিক সুবিধা নেওয়া হয়েছে। পেট্রাপোল থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পণ্য পরিবহনে আগরতলা পর্যন্ত দূরত্ব সাড়ে তিন শ মাইলও হবে না।

ইতিহাসএই ট্রানজিট নিয়ে ভারত কি কেবল পণ্যই পরিবহন করত? তারা সামরিক যানও পাঠাত। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। ভারতীয় ট্রাক ও পণ্য পরিবহনে তিতাস নদে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে? রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা সেসব ভারতীয় ট্রাক বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে গেছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু থামেনি। ট্রাকে করে মালামাল ওপারে পরিবহন বন্ধ হলেই কেবল আমাদের নৌপথের প্রবাহ আবারও খুলে দেওয়া হয়েছিল। তখনো পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়নি। ফলে তারা ঘুরপথে ওই পরিবহনচর্চা চালিয়েছিল। নিশ্চয়ই সেসব কাজের ফুটেজ বিভিন্ন গণমাধ্যমের স্টকে জমা আছে। **-বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

কোন দিকে যাচ্ছে সৌদি-হুতি সংঘাত

মে. জে. (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন

সৌদি আরব ও ইয়েমেনের হুতি আন্দোলনের-যার আনুষ্ঠানিক নাম আনসার আল্লাহ-মধ্যে সংঘাত এখন আর শুধু ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সীমাবদ্ধ নেই। এটি ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য এবং বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তাকে সম্পৃক্ত করে একটি বহুমাত্রিক আঞ্চলিক সংঘাতে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছরের আপেক্ষিক শান্তির পর ২০২৬ সালে নতুন করে হামলা ও পালটা আক্রমণ বৃহত্তর যুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। তবে সৌদি আরব কিংবা হুতি-কোনো পক্ষেরই চূড়ান্ত সামরিক বিজয় অর্জনের সম্ভাবনা নেই। তাই সংঘাতটির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ হলো সংঘর্ষ, প্রতিরোধ এবং বিরতিহীন আলোচনার একটি অস্থিতিশীল সংমিশ্রণ। হুতি আন্দোলনের উৎপত্তি উত্তর ইয়েমেনের সাদা প্রদেশের জায়েদি শিয়া জনগোষ্ঠী থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিন সংঘাতের পর তারা ২০১৪ সালে রাজধানী সানা দখল করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। প্রতিবেশী দেশে ইরানঘনিষ্ঠ একটি সশস্ত্র সংগঠনের আধিপত্য ঠেকানো এবং স্বীকৃত সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব ২০১৫ সালের মার্চে একটি সামরিক জোটের নেতৃত্বে ইয়েমেনে হস্তক্ষেপ করে।

সৌদি নেতৃত্ব প্রাথমিকভাবে এটিকে একটি স্বল্পমেয়াদি সামরিক অভিযান হিসাবে বিবেচনা করেছিল। কিন্তু অভিযানটি দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়বহুল যুদ্ধে পরিণত হয়। ব্যাপক বিমান হামলার মধ্যেও হুতিরা টিকে যায়, সানা এবং উত্তর ও পশ্চিম ইয়েমেনের বিরাট অংশে নিজেদের কর্তৃত্ব সুসংহত করে এবং ক্রমে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন সক্ষমতা বাড়ায়। ইরান তাদের রাজনৈতিক সমর্থন, সামরিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দিয়েছে। তবে হুতিদের নিজস্ব ইয়েমেনি রাজনৈতিক লক্ষ্যও রয়েছে। তাই তাদের সম্পূর্ণভাবে ইরানের নির্দেশ পালনকারী একটি সাধারণ প্রক্সি হিসাবে দেখলে বাস্তবতা পুরোপুরি বোঝা যাবে না। যুদ্ধের মানবিক পরিণতি ভয়াবহ। ইয়েমেনের অর্থনীতি, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খাদ্যসংকট, বাস্তুচ্যুতি ও রোগব্যাধির শিকার হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। ২০২৬ সালে দেশটির ২ কোটি ২০ লাখের বেশি মানুষের মানবিক সহায়তার প্রয়োজন হওয়ার আশঙ্কা করা হয় এবং ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি মানুষ তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র, তেল স্থাপনা ও নৌনিরাপত্তার আলোচনার আড়ালে এ মানবিক বিপর্যয়ই সংঘাতটির সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক।

২০২২ সালের এপ্রিলে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিরতির মেয়াদ ছয় মাস পর শেষ হলেও এর প্রধান সামরিক সুবিধাগুলো অনেকাংশে অব্যাহত ছিল। সৌদি আরবে হুতিদের আন্তঃসীমান্ত হামলা কমে আসে, সৌদি বিমান অভিযান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং ওমানের মধ্যস্থতায় সৌদি-হুতি সরাসরি আলোচনা এগিয়ে যায়। সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠাও এ আশা তৈরি করেছিল যে একটি সমঝোতার মাধ্যমে ইয়েমেনে রিয়াদের সরাসরি সামরিক সম্পৃক্ততার অবসান ঘটতে পারে। সৌদি আরবের যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যুদ্ধটি ব্যয়বহুল, সামরিকভাবে নিষ্পত্তিহীন এবং দেশটির আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রমাণ করেছে যে বিপুল প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও সৌদি আরব তার বিমানবন্দর, শহর, তেল স্থাপনা ও লবণমুক্তকরণ কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারছে না। পাশাপাশি রিয়াদ ভিশন-২০৩০, বিদেশি বিনিয়োগ, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণে মনোযোগ দিতে চায়। অব্যাহত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা এসব লক্ষ্য অর্জনের অনুকূল নয়।

অন্যদিকে হুতিরা তাদের কর্তৃত্বের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সানা বিমানবন্দর ও হোদেইদা বন্দরের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, ইয়েমেনের তেল রাজস্ব থেকে সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রদান, বন্দিমুক্তি এবং বিদেশি সেনা প্রত্যাহার চায়। তাদের দৃষ্টিতে সৌদি আরবের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা প্রমাণ করে যে তারা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধের একটি সাধারণ পক্ষ নয়; বরং জাতীয় ও আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে আপেক্ষিক শান্তি কোনো পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সমাধান দিতে পারেনি। হুতিরা সামরিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার বিভক্তই রয়ে গেছে। দক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি, বিভিন্ন উপজাতীয় বাহিনী, রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর লক্ষ্য পরস্পরবিরোধী। সৌদি-হুতি সমঝোতা আন্তঃসীমান্ত হামলা বন্ধ করতে পারে, কিন্তু ইয়েমেনের রাজনৈতিক ক্ষমতা, সম্পদ, ভূখণ্ড এবং দক্ষিণাঞ্চলের ভবিষ্যৎ মর্যাদা নিয়ে অভ্যন্তরীণ বিরোধের সমাধান করতে পারবে না। **-বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

Vol 26 No.29 Thursday 24 September 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

তৃণমূল: কে আসল, কে নকল? রয়েছে বহু প্রশ্ন

স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার পর এই সাংসদদের বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। তাতে কোনও লাভ না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে ২০ জনের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা করে মামলা করেছে মমতা শিবির।

বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় ও পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে সরতেই সাংসদ-বিধায়করা তাঁকে ছাড়তে শুরু করেন। লোকসভার ২৯ জনের মধ্যে ২০ জন সাংসদ সরাসরি পদ্ম শিবিরের দিকে চলে গেলেও বিজেপিতে যোগ দিতে পারেননি নানা টেকনিকাল কারণে। শেষ পর্যন্ত 'এনসিপিআই' নামে একটি কুলগোত্রহীন দলে তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন। যে দল এখন এনডিএ-র বৃহত্তম শরিক। সাংসদরা এনডিএর বৈঠকেও অংশ নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তাঁরা নিজেদের নেতা বলে ঘোষণা করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার পর এই সাংসদদের বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। তাতে কোনও লাভ না হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টে ২০ জনের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা করে মামলা করেছে মমতা শিবির। সাংসদরা দলত্যাগ আইন লঙ্ঘন করেছেন কি না তার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। তবে ঘটনা পরম্পরায় পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। সাংসদরা সময় নিচ্ছেন। তাঁরা সবাই বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন। কিন্তু কীভাবে? আইনগত দিকটি জোরদার না হলে বিজেপির পক্ষে তাঁদের নেওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যসভার সাংসদদের পদত্যাগ করিয়ে আবার জিতিয়ে আনা হচ্ছে। কিন্তু লোকসভার সদস্যর পদত্যাগ করানো মানে ভোটে যেতে হবে। সুপ্রিম

কোর্ট যদি কঠোর মনোভাব নেয়, তা হলে ২০ জনের সাংসদ পদ চলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০ আসনে উপ-নির্বাচন অনিবার্য। রাজ্যে এখন যা পরিস্থিতি এই আসনগুলির অধিকাংশ বিজেপি জিতে যাবে। কিন্তু দলত্যাগী সাংসদরা টিকিট পাবেন কি? তাঁদের মানবেন বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা? লাখ টাকার প্রশ্ন।

তাই রাজ্যসভায় যা সহজ লোকসভায় তা ততটাই কঠিন। রাজ্যসভায় তৃণমূলের ১৩ জন সাংসদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির টিকিটে জিতে এসেছেন। আরও একজন পদ ছাড়ায় ভোট ঘোষণা হয়েছে। 'ডিলিমিটেশন বিল' সংসদের দুই কক্ষে পাস করাতে বিজেপি বদ্ধপরিকর। একবার বিল লোকসভায় আটকে গিয়েছে। এবার দুই-তৃতীয়াংশ জোগাড় করেই তারা বিলটি সংসদে পেশ করবে। নানা দিক থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্ক জোগাড় করার চেষ্টা চলছে। সেক্ষেত্রে বাংলার দলত্যাগীদের খুবই দরকার।

বিধানসভার পরিস্থিতিটা অবশ্য অন্যরকম। তৃণমূলের জয়ী ৮০ বিধায়কের মধ্যে অন্তত ৬০-৬২ জন কালীঘাটের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেন। দলনেত্রী মনোনীত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে না মেনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বিরোধী দলনেতা' নির্বাচন করেন। এমনকী, দলীয় অধিবেশন ডেকে সমান্তরাল সংগঠন তৈরি করে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করেন। রাজ্য সভাপতি, সর্বভারতীয় সভাপতি মনোনীত করা হয়। সেই দল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বহিষ্কার'-এর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় সভানেত্রীর পদ থেকে সরিয়ে অরূপ রায়কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। দখল নেওয়া হল মেট্রোপলিটন রাজ্য দফতরও। স্বাভাবিকভাবেই এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে কমিশনে নালিশ করেছে মমতা শিবির। কিন্তু কারা 'আসল' তৃণমূল সেই প্রশ্নের এখনও নিষ্পত্তি করেনি নির্বাচন কমিশন। দু'-পক্ষর কথা শোনা হয়েছে কয়েক দফায়। বার বার তথ্য চাওয়া হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু নেওয়া হয়নি। এরই মধ্যে দু'টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন ঘোষিত হওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। যুযুধান দুই শিবিরকে দু'টি আলাদা 'দল' ও দু'টি 'প্রতীক' দেওয়া হয়। নামের ক্ষেত্রে 'তৃণমূল কংগ্রেস' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করার অনুমতি থাকলেও 'জোড়াফুল' প্রতীক সাময়িকভাবে 'ফ্রিজ' হয়েছে। তৃণমূলের জন্মদাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের নাম হয়েছে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'। সংক্ষেপে 'এমএআইটিসি'। অর্থাৎ, দলের মূল নামের আগে শুধু 'মমতা' বসেছে। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের দলের নাম হয়েছে 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'। সংক্ষেপে 'ডিটিএমসি'। মমতাকে প্রতীক দেওয়া হয়েছে 'বল পায়ে ফুটবলার', দ্বিতীয় শিবির পেয়েছে 'খাম'। দল ও প্রতীকের জন্য তিনটি করে নাম দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল দুই শিবির। কমিশন কালীঘাটের তালিকার প্রথম নাম ও প্রতীকটিকে নির্দিষ্ট করে। ঋতব্রতরা পেয়েছেন তাঁদের পাঠানো তালিকার তৃতীয় নামটি। কী কারণে প্রথম দু'টি নাম গ্রাহ্য হয়নি তার ব্যাখ্যা তাদের দিয়েছেন কমিশনের কর্তারা।

দল ও প্রতীক নিয়ে এমন অস্থায়ী সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎ কী? কত দিন এই পরিস্থিতি চলবে স্পষ্ট নয়। মমতার হাতে তাঁর তৈরি দল ও প্রতীক ফিরে আসবে কি না তা এখনই বলা যাবে না। পরিস্থিতি যা তাতে কলকাতা পুরসভার ভোটেও এই স্টেটাস বজায় থাকতে পারে। পুজোর পর কলকাতার ভোট। তারপর ভেঙে যাওয়া পুরসভাগুলিরও ভোট হবে। কমিশনের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্টে গেলেও বিভাজনটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায়-**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

বেরিয়ে আসছে ইউনূস সরকারের লুটতন্ত্রের ইতিবৃত্ত

অদিতি করিম

ড. ইউনূসের দেড় বছরের শাসনকালের নানা অকথিত অধ্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। ২৪-এর ৫ আগস্ট এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা ড. ইউনূসকে ক্ষমতায় বসান।

দেশের মানুষ আশা করেছিল, ড. ইউনূসের নেতৃত্বে সুশীল সমাজের সরকার দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, বৈষম্য দূর করবে, দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়বে। কিন্তু ইউনূসের দেড় বছরের শাসনকাল ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ শাসন। সুশাসনের বদলে ইউনূস সরকার স্বেচ্ছাচারিতা আর অনিয়মের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, বৈষম্য বিলোপের বদলে নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলেন ইউনূস। তবে ইউনূসের শাসনকালের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো দুর্নীতি আর লুটপাট।

মাত্র দেড় বছরে ইউনূস এবং তার উপদেষ্টা আর সহকারীরা যে পরিমাণ লুটপাট করেছেন, তা অতীতের দুর্নীতির সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন নতুন করে গঠিত হয়েছে। নতুন কমিশন গঠিত হওয়ার পর, দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগগুলো আমলে নেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্ত করা হচ্ছে।

এতে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ জমা হয়েছে ইউনূস সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা এবং ইউনূস ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, ইউনূস সরকারের আমলে সংগঠিত দুর্নীতির অন্তত দুই হাজার অভিযোগ এসেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে। দুদক এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রাথমিক তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে ড. ইউনূসের ঘনিষ্ঠ ছাত্র উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ১৩ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে দুদক।

দুদকের নথিতে বলা হয়েছে, দুর্নীতির অর্থ দিয়ে পর্তুগালে জমি কেনা, দুবাইয়ের 'গ্রিন গ্রুপে' বিনিয়োগ এবং সুইস ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি এবং সুইজারল্যান্ডে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। চার দেশের হিসাবে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ হাজার কোটি টাকা। আসিফ মাহমুদের দুই বোন জামাই ও এক ভাগ্নের মাধ্যমে বিদেশে বিপুল অর্থ পাচারের অভিযোগও রয়েছে।

তবে দুদকের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, শুধু আসিফ মাহমুদ একা নয়, বেশির ভাগ উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ আছে। জানা গেছে, এসব অভিযোগে প্রধান উপদেষ্টাসহ অধিকাংশ উপদেষ্টা এবং বিশেষ সহকারীর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ড. ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে অন্তত চারটি দেশ পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি পাচার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং নরওয়ে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, এসব দেশে ইউনূসের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। তবে নরওয়েতে ইউনূসের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৭৪ কোটি টাকা জমা হওয়ার একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে বলা হয়েছে, গ্রামীণ ফোনের বহুজাতিক কম্পানি টেলিনর থেকে এই অর্থ ইউনূসের অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইউনূস আমলে টেলিনর পরিচালিত গ্রামীণ ফোন বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়েছে।-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

অস্ট্রেলিয়ায় থাকার সুযোগ সংকুচিত: বাংলাদেশিদের এখন কী করা উচিত?

কাউসার খান

অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতি ও জনপরিসরে অভিবাসন এখন সবচেয়ে উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। সিডনি, মেলবোর্নের কিংবা অন্য যেকোনো রাজপথে হাঁটলে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এখন মূলত দুটি সংকটের কথা শোনা যায়; বাসাবাড়ির ভাড়ার আকাশছোঁয়া বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার তীব্র ব্যয়ভার। দীর্ঘদিনের এই ক্ষোভ ও রাজনৈতিক উত্তাপের পুরো দায় একপর্যায়ে গিয়ে পড়েছিল অভিবাসীদের কাঁধে। সেই পটভূমিতেই ক্যানবেরার ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে দাঁড়িয়ে দেশটির অভিবাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক অভিবাসনব্যবস্থার এক ব্যাপক সংস্কারের রূপরেখা ঘোষণা করলেন।

সিডনির মাটি থেকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ক্যানবেরা থেকে আসা বার্তাটি কোনো সাধারণ রুটিন প্রশাসনিক ঘোষণা নয়। এর সঙ্গে একদিকে যেমন যুক্ত রয়েছে দেশটির অভিবাসনব্যবস্থার দীর্ঘদিনের তৈরি হওয়া ফাঁকফোকর বন্ধের কড়া প্রশাসনিক তাগিদ, অন্যদিকে রয়েছে আসন্ন ফেডারেল নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন লেবার সরকারের জনমত ধরে রাখার সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল।

ঘোষিত নীতিতে কী কী বদলাচ্ছে

নতুন নীতিমালায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও অস্থায়ী অভিবাসীদের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে। যে পরিবর্তনগুলো সরাসরি কার্যকর হতে যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো:

১. পরিবার আনার সুযোগ বন্ধ: নতুন আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা আর তাঁদের সঙ্গে স্বামী, স্ত্রী বা সন্তানদের আনতে পারবেন না। গ্র্যাজুয়েট ভিসার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। কেবল ডক্টরেট বা পিএইচডি পর্যায়ের গবেষকেরা এই কড়াকড়ির বাইরে থাকবেন। তবে যাঁরা ইতিমধ্যে পরিবার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন, তাঁদের পরিবার বিচ্ছিন্ন করা হবে না।

২. ভিসা বদলের ফাঁকফোকর বন্ধ: এত দিন অনেকেই পড়াশোনা শেষে দেশে না ফিরে কিংবা পিআর (স্থায়ী আবাসন) পাওয়ার শর্ত পূরণ করতে না পেরে ভিসার মেয়াদ বাড়াতে অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরের কোনো মানহীন কারিগরি বা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতেন। এই 'ভিসা হপিং' পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষার্থীকে কেবল উচ্চতর স্তরের যোগ্যতায় যেতে হবে–যেমন স্নাতক শেষ করলে স্নাতকোত্তরে যাওয়া যাবে, কিন্তু ভিসা টিকিয়ে রাখতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিচের স্তরের ডিপ্লোমায় নামা যাবে না।

৩. ভ্রমণ ভিসায় স্থায়ী হওয়ার পথ রুদ্ধ: পর্যটক বা ভিজিটর ভিসায় বাধ্যতামূলকভাবে 'অতিরিক্ত অবস্থানের সুযোগ নেই' (নো ফারদার স্টে) শর্ত যুক্ত করা হচ্ছে। ফলে ভ্রমণের ভিসা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসে অনশোরে শিক্ষার্থী বা অন্য ভিসায় আবেদনের সুযোগ কার্যত শেষ।

৪. অবৈধ অভিবাসী প্রত্যাবাসন: বৈধ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করা প্রায় ৭৭ হাজার অবৈধ ব্যক্তিকে শনাক্ত করে দ্রুত দেশত্যাগে বাধ্য করতে সীমান্ত রক্ষা বাহিনীতে নতুন ১০০ জন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং মেলবোর্নের পুরোনো কোয়ারেন্টিন কেন্দ্র ব্যবহারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৫. দক্ষ অভিবাসনের অগ্রাধিকার পরিবর্তন: অস্ট্রেলিয়ায় তীব্র আবাসনসংকট মেটাতে নির্মাণ খাতের কারিগরি দক্ষতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রির সমান পয়েন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষকতা ও কৃষিশ্রমের মতো ঘাটতি থাকা খাতগুলোতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এখন মূল প্রশ্ন হলো–এটি কি সত্যিই অভিবাসনব্যবস্থার ফাঁকফোকর বন্ধের সৎ প্রয়াস, নাকি আসন্ন নির্বাচনের বৈতরণি পার হওয়ার রাজনৈতিক চাল?

বাস্তবতা হলো, এটি একই সঙ্গে দুটিই।

প্রশাসনিক দিক থেকে দেখলে, গত দুই দশকে জন হাওয়ার্ডের সরকারের আমল থেকে অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ চাহিদাভিত্তিক। বাজারের ওপর সব ছেড়ে দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন খাতে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা হু হু করে বাড়ে।

আজ অস্ট্রেলিয়ার কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশই অস্থায়ী অভিবাসী। সংখ্যাটি প্রায় ৩০ লাখে পৌঁছে গেছে। ফলে আবাসন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক। সেই জায়গা থেকে অনিয়ম, অসৎ শিক্ষা এজেন্টদের দৌরাত্ম্য ও নামকাওয়াস্তে কলেজের ব্যবসা বন্ধ করতে নিয়মনীতি কঠোর করা একদিক থেকে যৌক্তিক।

কিন্তু ঘোষণার সময় এবং পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনা করলে এর পেছনের রাজনৈতিক চালটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন ধরে কট্টর ডানপন্থী নেত্রী পলিন হ্যানসনের দল 'ওয়ান নেশন' অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের আবাসনসংকটের ভয় দেখিয়ে জনপ্রিয়তায় বড় উল্লম্ফন ঘটিয়েছে। জনমত জরিপে বিরোধী জোটের চেয়েও তারা এগিয়ে যাচ্ছিল এবং ক্ষমতাসীন লেবার দলের ভোটেও ভাগ বসাচ্ছিল। বিরোধী দলও অভিবাসী কমানোর দাবিতে সরকারকে কাঠগড়ায় তুলছিল।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার তরুণ অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। অনেক পরিবার জমিজমা বিক্রি করে কিংবা সঞ্চয় ভেঙে সন্তানদের পাঠান এই আশায় যে সেখানে গিয়ে স্বামী বা স্ত্রী কাজ করে পড়াশোনার খরচ জোগাবেন এবং কোনো না কোনো উপায়ে স্থায়ী হবেন। নতুন নিয়মে পরিবার আনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিবাহিত শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক ও আর্থিক চাপ বহুগুণ বেড়ে যাবে। একা একটি দেশে এসে আকাশছোঁয়া টিউশন ফি ও থাকার খরচ জোগাড় করা অনেকের জন্যই কঠিন হয়ে উঠবে।

অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীন লেবার সরকারের সামনে উভয়সংকট তৈরি হয়েছিল, একদিকে তারা অর্থনীতিকে ধাক্কা দিতে চায় না; কারণ দেশটির ৫ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের আন্তর্জাতিক শিক্ষা খাত ভেঙে পড়লে কিংবা নির্মাণ ও স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ কর্মী না এলে সার্বিক অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়বে।

তাই সরকার মোট অভিবাসীর সংখ্যায় নতুন কোনো বড় কাটছাঁট করেনি; মে মাসের বাজেটে ঘোষিত প্রাক্কলনকেই (চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৪৫ হাজার এবং পরবর্তী বছরে ২ লাখ ২৫ হাজার) কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রূপ দিয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবে নতুন কোনো সংখ্যা কমানো হয়নি, বরং 'আমরা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখেছি'–জনগণ ও ওয়ান নেশন-ঘেঁষা ভোটারদের এই বার্তা দিয়ে নির্বাচনী ঝুঁকি কমানোই সরকারের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

এই নতুন বাস্তবতা বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য এক বিরাট ধাক্কা।

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার তরুণ অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান। অনেক পরিবার জমিজমা বিক্রি করে কিংবা সঞ্চয় ভেঙে সন্তানদের পাঠান এই আশায় যে সেখানে গিয়ে স্বামী বা স্ত্রী কাজ করে পড়াশোনার খরচ জোগাবেন এবং কোনো না কোনো উপায়ে স্থায়ী হবেন। নতুন নিয়মে পরিবার আনার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিবাহিত শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক ও আর্থিক চাপ বহুগুণ বেড়ে যাবে। একা একটি দেশে এসে আকাশছোঁয়া টিউশন ফি ও থাকার খরচ জোগাড় করা অনেকের জন্যই কঠিন হয়ে উঠবে।

তা ছাড়া ঢাকা ও অন্যান্য শহরের কিছু মধ্যস্বত্বভোগী এজেন্সির পক্ষ থেকে চটকদার প্রচারণা চালানো হতো, 'ভ্রমণ ভিসায় গিয়ে শিক্ষার্থী হওয়া যায়' কিংবা 'একবার ঢুকতে পারলে কোনো না কোনো প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হয়ে ভিসা নবায়ন করে থাকা যায়'। অস্ট্রেলিয়া সরকারের এই কঠোর পদক্ষেপে সেই সব চোরাগলি একরাতের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল।

বাংলাদেশিদের এখন কী করা উচিত?

সিডনির রাজপথে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কিংবা অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তৈরি হওয়া উৎকণ্ঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে আতঙ্কিত না হয়ে এই বাস্তবতাকে ঠান্ডা মাথায় মোকাবিলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রথমত, এজেন্সির ফাঁদে পা দেওয়া বন্ধ করতে হবে: ঢাকায় বসে কোনো এজেন্টের কথায় বিশ্বাস করে 'যেকোনো উপায়ে আগে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছাই, পরে দেখা যাবে'–এই আত্মঘাতী ভাবনা মাথা থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে হবে। ভিসা বদল বা আপিলের দীর্ঘসূত্রতায় বছর পার করার দিন শেষ।

দ্বিতীয়ত, মেধা ও আর্থিক সক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন: অস্ট্রেলিয়া উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ করেনি, বরং মানসম্মত উচ্চশিক্ষার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। যাদের চমৎকার একাডেমিক রেকর্ড, ভালো ইংরেজি দক্ষতা এবং পড়াশোনার খরচ চালানোর মতো বাস্তব আর্থিক সংগতি রয়েছে, তাঁদের জন্য দরজা এখনো খোলা। যাঁদের মূল লক্ষ্য স্রেফ কাজ করা বা পরিবার নিয়ে থাকা, তাঁদের বর্তমান নিয়মে অস্ট্রেলিয়া না আসাই শ্রেয়।

তৃতীয়ত, চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া: যাঁরা শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ী হতে চান, তাঁদের অস্ট্রেলিয়ার শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার দিকে তাকাতে হবে। নির্মাণ প্রকৌশল, নার্সিং, স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষায়িত শিক্ষকতা ও প্রযুক্তিগত পেশাগুলোতে এখনো দক্ষ অভিবাসীদের তীব্র প্রয়োজন। তাই সাধারণ কোনো ব্যবসায়িক বা নামকাওয়াস্তে ডিপ্লোমা কোর্সে না গিয়ে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার অগ্রাধিকার তালিকায় থাকা পেশাভিত্তিক বিষয়ে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে।

চতুর্থত, যাঁরা ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় আছেন: যে শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে দেশটিতে অবস্থান করছেন, তাঁদের জন্য পরিবার বিচ্ছিন্ন করার নিয়ম নেই। তবে তাঁদের উচিত হবে কোনো অসৎ পরামর্শে সস্তা কোর্সে না গিয়ে নিজ নিজ মেধা দিয়ে মূলধারার পড়াশোনা শেষ করা এবং যত দ্রুত সম্ভব বৈধ পথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করা।

অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে অভিবাসন এখন একটি কঠিন ফুটবলের মতো, এক দল অন্য দলের দিকে ছুড়ে মারছে। তবে এই রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেও মূল সত্যটি হলো: অস্ট্রেলিয়া কখনোই অভিবাসন পুরোপুরি বন্ধ করতে পারবে না। কারণ, তাদের অর্থনীতির টিকে থাকার জন্যই দক্ষ মানুষ দরকার। যাঁরা নিয়ম মেনে প্রকৃত মেধা ও স্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোবেন, তাঁদের পথ এখনো খোলা। কিন্তু ফাঁকফোকর খুঁজে টিকে থাকার দিন যে শেষ, ক্যানবেরার এই কঠোর বার্তায় তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

কাউসার খান প্রথম আলোর সিডনি প্রতিনিধি ও অভিবাসন আইনজীবী

তপতী বর্মন

তাঁদের অভিজ্ঞতায় মিল আছে। তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তবে সুভাষ রায় কিংবা বিধান বসাকের মতো বাবারা মেয়ের পাশে থাকার কথা চিন্তা করছেন, যেটা ইতিবাচক।

উভয় পক্ষের জন্যই সম্পত্তি হস্তান্তরের সংশোধিত আইনটি আশার আলো হতে পারে। আইনটি নিজে থেকে কারও উত্তরাধিকার বদলে দিচ্ছে না; বরং যিনি জীবদ্দশায় নিজের সম্পত্তি ছেলে-মেয়েকে দিতে চান, তাঁর জন্য একটি আইনি ব্যবস্থা তৈরি করেছে। ফলে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আরও বিস্তৃত হলো।

তপতী বর্মন প্রথম আলোর সহকারী বার্তা সম্পাদক

সৈয়দ এ. এফ. এম. মঞ্জুর-এ-খোদা

৬. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া কেউই কারও বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

৭. সব ধরনের জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে। এ বিষয়ে কারও প্রতি কোনো সৌজন্য বা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না, তা সে যে-ই হোক না কেন। অপরাধীকে অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৮. ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য অপরাধীই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য তার সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

৯. মদিনা নগরীকে পবিত্র (হারাম) বলে ঘোষণা করা হলো এবং এখানে যুদ্ধ, রক্তপাত, হত্যা ও অন্যায়-অনাচার নিষিদ্ধ করা হলো।

১০. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সবার নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা হলো। কোনো ব্যক্তিকে মদিনায় আশ্রয় দেওয়া হলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাধারণ জনগণের কোনো অনিষ্ট বা মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকের মতো সমান অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

১১. এই সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে সিদ্ধান্তের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শরণাপন্ন হতে হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তা মীমাংসা করবেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সংশোধনী: হিন্দু পরিবার কী সুফল পাবে

তপতী বর্মন

সুবোধ রায় ও রাসমণি দেবীর দুই ছেলে, দুই মেয়ে। এই দম্পতির মৃত্যুর পর তাঁদের সম্পত্তির মালিক হন দুই ছেলে। মেয়েরা কোনো সম্পত্তি পাননি। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, ছেলে থাকলে পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার থাকে না।

সম্প্রতি কথা হয় দুই মেয়ের একজন, সুবর্ণা দেবীর সঙ্গে। তিনি বললেন, মা-বাবা অবস্থাপন্ন ঘর দেখে তাঁদের দুই বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন। ভালোই চলছিল। তবে বিপত্তি ঘটে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি বিধবা হলে। তখন তাঁর ছোট ছোট তিন সন্তান। স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করার জীবনস্বত্ব পেয়েছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রয়োজন (তীর্থে যাওয়া, মেয়ের বিয়ে, চিকিৎসা ব্যয়) ছাড়া বিক্রি করার অধিকার তাঁর নেই।

বড় ধরনের আর্থিক প্রয়োজন হলে সুবর্ণা দেবীকে ভাই কিংবা স্বজনদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। বাবা কিংবা স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর যদি মালিকানা থাকত, তাহলে তিনি বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন নিজেই মেটাতে পারতেন। সব মিলিয়ে জীবনটা অনেক বেশি সম্মানের হতো বলে তিনি মনে করেন।

সুবর্ণা দেবীর দুই ভাই। সুহাস রায় ও সুভাষ রায়। সুহাসের দুই ছেলে, সুভাষের দুই মেয়ে। যাঁর ছেলেসন্তান আছে, সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে জটিলতা নেই। তবে যাঁর দুই মেয়ে, তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত। সুভাষ রায় একবার ভাবেন, সম্পত্তি দুই মেয়েকে লিখে দেবেন, বোনদের মতো যেন মেয়েদের ভুগতে না হয়। আবার ভাবেন, লিখে দিলে তো দিয়েই ফেললেন। সম্পত্তি পেয়ে মেয়ে-জামাতারা যদি তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে না দেখেন! তখন তো শেষ বয়সে উল্টো মানবেতর জীবন কাটাতে হবে তাঁদের।

হিন্দু পরিবারের যাঁরা সুভাষ রায়ের মতো দ্বিধা-দুশ্চিন্তায় আছেন, তাঁদের জন্য আশার আলো হতে পারে সম্পত্তি হস্তান্তরের সংশোধিত আইনটি। সম্পত্তি দান করার পর দাতা জীবিত থাকা পর্যন্ত ওই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন—এমন বিধান রেখে ৬ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে পাস হয় ১৮৮২ সালের দ্য ট্রান্সফার অব প্রপার্টি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল।

কী প্রচলিত আছে, কী হতে পারে

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বণ্টন হয়ে থাকে দায়ভাগ মতবাদ অনুসারে। পরিবারে ছেলেসন্তান থাকলে তিনি বা তাঁরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার হন। ছেলে না থাকলে বিধবা স্ত্রী ও মেয়েরা জীবনস্বত্ব পান। তাঁদের মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হয়।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের যে সংশোধনী আনা হলো, এতে আসলে কী হবে—জানতে চেয়েছিলাম সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত কর্মকারের কাছে। তিনি বলেন, সম্পত্তি বণ্টনের জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর যে পারিবারিক আইন আছে, সেগুলো বহাল থাকবে। সেসব আইনে তাঁরা সম্পত্তির বণ্টন করতে পারবেন। এর বাইরে এটি নতুন একটি সংযোজন, সব নাগরিক এর সুবিধা পাবেন। কেউ যদি ছেলে ও মেয়েকে নিজের ভোগাধিকার রেখে দান করতে চান, তাহলে তাঁর পথ সহজ হলো।

এই আইনজীবী বলেন, হিন্দু পরিবারে বাবা চাইলে মেয়েকে সম্পত্তি দান করতে পারেন। উইল করতে পারেন। দান করার পর মেয়ে যদি তাঁর দেখভাল না করেন, সে ক্ষেত্রে দানপত্র বাতিল করার সুযোগ তাঁর আছে। রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তিনি কাজটি করতে পারেন।

তবে আইনের বিষয়গুলো ভালোভাবে না জানার কারণে জটিলতা তৈরি হয়। আর উইলের ক্ষেত্রে দাতার মৃত্যুর পর গ্রহীতাকে আদালতে গিয়ে দখল বুঝে নিতে হয়। এসব জটিলতা থেকে সুরক্ষা দেবে আইনটি। কারণ, এটি দাতা বেঁচে থাকা পর্যন্ত সম্পত্তিতে তাঁর স্বত্ব নিশ্চিত করে। আর রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দানপত্র করে দিলে দাতার মৃত্যুর পর আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ আইনটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তিনি মনে করেন, হিন্দু পরিবারের জন্য এটি ভালো হবে; বিশেষ করে যেসব পরিবারে শুধু মেয়েসন্তান আছে। অনেক মা-বাবা তাঁদের মেয়েদের সম্পত্তি লিখে দিতে চান, কিন্তু লিখে দেওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে খারাপ কিছু হতে পারে শঙ্কায় পিছিয়ে যান। এ আইন মা-বাবাকে সুরক্ষা দেবে।

তবে কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নিম্ন আদালতের একজন আইনজীবী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, সংশোধনীতে দাতার জীবনকালীন ভোগাধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভোগাধিকার বলতে ঠিক কী বোঝাবে, তার স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। তিনি শুধু বসবাস করতে পারবেন; নাকি দানের আগে যেমন পূর্ণ মালিকানা ছিল, তেমনই থাকবে? আরেকটি বিষয় হলো, দাতার অধিকার লঙ্ঘিত হলে তিনি প্রতিকারের জন্য কোথায় যাবেন?

সুবর্ণা দেবী, দীপা সরকার কিংবা পূর্ণিমা বসাক—গল্পগুলো আলাদা হলেও তাঁদের অভিজ্ঞতায় মিল আছে। তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তবে সুভাষ রায় কিংবা বিধান বসাকের মতো বাবারা মেয়ের পাশে থাকার কথা চিন্তা করছেন, যেটা ইতিবাচক।

বাস্তবতা কঠিন, মন খারাপে ভরা

দীপা সরকার বিবাহিত। চাকরি করেন। তাঁর একটাই ভাই, বিদেশে থাকেন। মা-বাবার যেকোনো বিপদে-আপদে তিনি ভরসা হয়ে পাশে থাকেন। বাজার করা থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, একাই সামলান তিনি। কোনো কিছু পাবেন—এ আশায় তিনি এসব করেননি। তারপরও তাঁর মন খারাপ হয়, বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির কিছুই না পাওয়ায়।

দীপা সরকার বলছিলেন, 'ভাই যেমন মা-বাবার সন্তান, আমিও তো। আমাকে তো বাবা কম ভালোবাসেননি। আমি তো মা-বাবার প্রতি আমার সাধ্যের সবটুকু করেছি। তাহলে এমন কেন হলো? বাবা কি একবারও ভেবেছিলেন, তিনি বা মা যখন থাকবেন না, ভাইও বিদেশে থাকেন, আমার বেড়ে ওঠার বাড়িতে আসতে ইচ্ছা হলে আমি কোথায় যাব? এসব যখন ভাবি, খুব মন খারাপ হয়। মনে হয়, সমাজ-আইনের বাস্তবতায় মা-বাবা আমার অস্তিত্বটাই নাই করে দিলেন।'

সম্পত্তি হস্তান্তরের সংশোধিত আইনটি নিয়ে আশাবাদী হতে পারলেন না দীপা সরকার। তাঁর কথা, এটি ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক কিছু নয়। ফলে হিন্দু পরিবারগুলো প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন দিয়েই সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ করবে। মানসিকতার পরিবর্তন না হলে খুব বেশি কিছু হবে বলে তিনি মনে করেন না।

আবার মা-বাবা চাইলেই যে সব সময় সব সন্তানকে সম্পত্তি সমভাবে দিতে পারেন, এমন নয়। সেই গল্প শোনা গেল পূর্ণিমা বসাকের কাছে। তিনি বলছিলেন, তাঁর বাবা তাঁদের দুই ভাই-বোনকে সমানভাবে সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সব ব্যবস্থা করার আগে হঠাৎই তাঁর বাবা মারা যান। প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁর ভাই সব সম্পত্তি পান। সম্পত্তি দাবি করায় ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে।

পূর্ণিমার বাড়ির স্বজনদের যুক্তি, তাঁর বিয়ের সময় মা-বাবা টাকা খরচ করে লোক খাইয়েছেন, সোনাদানা দিয়েছেন। বাবার সম্পত্তিতে তাঁর আর কী অধিকার আছে? পাল্টা যুক্তি হিসেবে তিনি স্বজনদের বলেছেন, তাঁর ভাইয়ের বিয়ের সময়ও তো অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সোনাদানা, উপহার দিয়ে ভাইয়ের বউকে ঘরে আনা হয়েছে।

আরও অনেক ধরনের যুক্তি স্বজনেরা সামনে আনেন বলে জানালেন পূর্ণিমা। তাঁদের যুক্তি, তাঁকে না হয় সম্পত্তি দেওয়া হলো; সেই সম্পত্তির প্রতি তাঁর মায়া থাকবে। কিন্তু তাঁর সন্তানদের তো আর সেই দরদ থাকবে না। তারা যদি বিক্রি করে দিতে চায়, অন্য মানুষ সেটা কিনে এখানে চলে আসবেন। তখন তাঁদের উত্তরসূরিদের জন্য জটিলতা তৈরি হবে। পূর্ণিমা তাঁদের পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, বাড়িতে এখন যাঁরা আছেন, তাঁদের উত্তরসূরিরাও তো সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও তো জটিলতা হতে পারে। এসবের কোনো জবাব তাঁরা দেননি। তবে তাঁকে সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহীও হননি।

স্ত্রীর এমন অবস্থা দেখে পূর্ণিমার স্বামী বিধান বসাক ঠিক করেছেন, তাঁর ছেলে-মেয়েকে তিনি সম্পত্তি দান করে যাবেন। তিনি কোনোভাবেই চান না তাঁদের মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে সন্তানদের মধ্যে মনোমালিন্য-দূরত্ব তৈরি হোক। সংশোধিত আইনটিকে তিনি আধুনিক ব্যবস্থা বলে মনে করছেন। কারণ, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্পত্তিতে শুধু তাঁর ছেলের অধিকার নিশ্চিত করেছে, মেয়ের নয়। এখন তিনি এই আইনে ছেলে-মেয়েকে নিজের ইচ্ছেমতো সম্পত্তি দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ হিন্দু আইন সংস্কার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পুলক ঘটক সম্পত্তিতে হিন্দু নারীদের অধিকারের পক্ষে। তিনি মনে করেন, সম্পত্তিতে হিন্দু নারীদের অধিকার থাকলে, মালিকানা থাকলে, তা তাঁদের সুরক্ষা দেবে, মর্যাদা বাড়াবে।

আইন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পরিবার ও সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন। কারণ, সম্পত্তি শুধু জমি, বাড়ি বা অর্থের হিসাব নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একজন মানুষের নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা ও নিজের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক।

সুবর্ণা দেবী, দীপা সরকার কিংবা পূর্ণিমা বসাক—গল্পগুলো আলাদা হলেও-**বাকী অংশ ০৮ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
Vol 26 No.29 Thursday 24 September 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাহিত্য

শতবর্ষে কিশোর কবি

মৃণালকান্তি দাস

সেই শিশু যখন জন্ম নেয়, চারদিকে তখন অস্থিরতা। যুদ্ধের ক্ষত শুকায়নি। ক্ষুধার দীর্ঘশ্বাস থামেনি। শোষণের অন্ধকার আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মিশে আছে বাতাসে। শিশুটি কিছুই জানে না তখনও। ইতিহাস কী, রাজনীতি কী, মানুষ কতটা নির্মম হতে পারে, কিছুই তার জানা নেই। ভাষাও শেখেনি। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সেই নবজাতকের কান্নার ভিতরই যেন শুনতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের ডাক। তাই লিখেছিলেন, 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লো আজ রাত্রে/ তার মুখে খবর পেলুম/ সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক/ নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার/ জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, মানুষের অনাহার, কৃষক ও শ্রমিকের বঞ্চনা, রাজনৈতিক সংঘাত– এসবই ছিল তাঁর কৈশোরের নির্মম বাস্তবতা। সেই বাস্তবতা তাঁকে নিছক সৌন্দর্যের কবি হয়ে থাকতে দেয়নি। কবিতা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল মানুষের ক্ষুধা, শ্রম, অপমান, প্রতিবাদ আর ভবিষ্যতের স্বপ্নের ভাষা। তাই 'প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা' বলে যখন তিনি ঘোষণা করেন 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়', তখন সেটা নেহাত কাব্যিক উচ্চারণ ছিল না। ছিল একটা সময়ের নির্মম সত্যের বিরুদ্ধে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া।

বাংলা কবিতায় এমন মুহূর্ত সচরাচর মেলে না, যেখানে একটি নবজাতক একই সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রতীক, ইতিহাসের উত্তরাধিকারী, আবার মানুষের অসমাপ্ত স্বপ্নেরও প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট জন্ম নেওয়া সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন থেমে গিয়েছিল মাত্র একুশ বছর বয়সে। ১৯৪৭ সালের ১৩ মে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন মাস আগে। জীবনের পরিধি ছোটো ছিল বটে, কিন্তু স্বপ্নের পরিধি ছিল অসীম। তিনি এমন এক সময়ে জন্মেছেন, যখন উপমহাদেশের আকাশে একদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিভাজন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর ঔপনিবেশিক শোষণের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছিল। সুকান্তের জন্মশতবর্ষে পিছনে ফিরে তাই কেবল একজন অকালপ্রয়াত কবিকে স্মরণ করলেই চলে না, নিজেদের সময়টাকেও নতুন চোখে দেখতে হয়। কারণ যে পৃথিবীকে তিনি একটি শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার করেছিলেন, সে পৃথিবী আজও পুরোপুরি বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

মাত্র বারো বছর বয়সে সুকান্ত হারিয়েছিলেন মা সুনীতিদেবীকে। তিনি রেখে গিয়েছিলেন ছয় ছেলেকে। সুশীল বড়ো, সুকান্ত মেজো, বাকি চারজন খুবই ছোটো। সুকান্তই হয়ে উঠেছিলেন সেই ভাইদের অভিভাবক। ছাত্রকাল থেকেই সুকান্ত রাজনীতিতে নাম লেখান। কাকভোরে বেরিয়ে, নাওয়াখাওয়া ভুলে, দলের হয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করে ফিরতেন অনেক রাতে। মন্বন্তরের বছরে মানুষের অবক্ষয় দেখে 'কিশোর বাহিনী' গড়েছিলেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় কিশোর সভা পরিচালনা করার সময় মাসে তিরিশ টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েও পেয়েছিলেন পাঁচ টাকা। আর পাঁচ টাকার ট্রামের কুপন, যা ভাঙিয়ে খাওয়া যায় না। দিনের পর দিন অভুক্ত থেকে রোগভোগে শীর্ণ হতে থাকেন। বাবার ছিল বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনী। তাঁদের প্রকাশনী থেকে খুব বিক্রি হত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত। পারিবারিক যজমানি থেকে আসত চাল, নানা সামগ্রী, খাট-বাসনপত্রও। অনেক সময় বিক্রি করতে হত সে-সব। কলকাতার পথে পথে তখন মৃত্যুর মিছিল। এরই মাঝে সুকান্ত সারা দিন কাটাতেন সেবা ও সাহায্যের কাজে। কাছ থেকে দেখেছেন বিয়াল্লিশের অগস্ট আন্দোলনে ছাত্রদের উপর পুলিশি বর্বরতা, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি মুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহের ধর্মঘট। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার সঙ্গে কবিতায় একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

সুকান্তের কবিতায় ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ, শ্রমজীবীর জীবন, বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস, শোষিতের ক্ষোভ বারবার ফিরে এসেছে। তাঁর কবিতার অভিজ্ঞতা কেবল কৈশোরের আবেগে আটকে ছিল না। তাঁর কবিতায় আছে ইতিহাসের বোধ, শোষণ ও বৈষম্যের উপলব্ধি, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা, ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর প্রত্যয়, আর একটা ন্যায়ভিত্তিক পৃথিবীর স্বপ্ন। তাঁর কাছে কবিতা জীবনের বাইরে আলাদা কোনো সৌন্দর্যের জগৎ নয়, কবিতা ছিল জীবনেরই অংশ, মানুষের লড়াইয়ের অংশ। এই কারণেই তার কাব্যে চাঁদও কখনো নিছক রোমান্টিক সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে থাকেনি, ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে সেই চাঁদ হয়ে উঠেছে 'ঝলসানো রুটি'।

সুকান্তের দ্রোহ অন্ধ প্রতিহিংসার দ্রোহ ছিল না। তাঁর কবিতায় ক্ষোভ আছে, প্রতিশোধের ভাষাও আছে, কিন্তু তার আড়ালে ছিল মানুষের প্রতি গভীর মমতা।

ব্যক্তিগত বেদনা থেকে শুরু হয়ে বৃহত্তর সামাজিক অন্যায়ের দিকে গিয়ে পৌঁছায় তাঁর কবিতা। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন এক সমাজের, যেখানে মানুষের ঘর ভাঙবে না, ক্ষুধায় কেউ মরবে না, শ্রমের মূল্য অস্বীকার করা হবে না, ক্ষমতার কাছে মানুষের মর্যাদা হেরে যাবে না। তাঁর কবিতার ক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়। পুরানো অন্যায় ভেঙে নতুন ন্যায়ভিত্তিক পৃথিবী গড়ে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

তিনি বুঝেছিলেন, কবিতা তখনই সত্যিকার অর্থে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, যখন সে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। সৌন্দর্য মানে তাঁর কাছে শুধু ফুল, চাঁদ কিংবা প্রেমের রোমান্টিকতা নয়, ক্ষুধার্ত মানুষের হাতে এক টুকরো রুটিও সৌন্দর্যের এক মৌলিক প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। এই জায়গাতেই সুকান্তের সঙ্গে আজকের পৃথিবীর এক আশ্চর্য সম্পর্ক তৈরি হয়। সময় বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলেছে, মানুষের জীবনযাপনও বদলেছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের সামনে প্রশ্নগুলি কি সত্যিই বদলে গিয়েছে? আজ একটা শিশু জন্ম নেওয়ার মুহূর্তেই এমন এক পৃথিবীতে ঢুকছে, যেখানে তার সামনে ভবিষ্যতের অসংখ্য দরজা খোলা। কিন্তু একই সঙ্গে অপেক্ষা করছে জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মানসিক বিচ্ছিন্নতার মতো কঠিন সব বাস্তবতা। সুকান্তের ভাষায় বলতে গেলে, পৃথিবীকে এখনও 'জঞ্জাল' মুক্ত করার কাজ শেষ হয়নি। এই কারণেই 'ছাড়পত্র' আজ শুধু একটা কবিতা নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি একটা নৈতিক দায়বদ্ধতার দলিলও বটে। তিনি বলে গিয়েছেন, 'চ'লে যাবে, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,/ এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। -বাকী অংশ ৩১ পাতায়

www.jonmobhumi.com

মেঘমল্লার আসেনি

সোমা মুৎসুদ্দী

মেঘমল্লার আজ আসেনি কবিতার আসরে,
শেষবার ওকে দেখেছিলাম পাড়ার মোড়ে।
যতীন্দ্রনাথের সাথে চায়ের আড্ডায়,
শেষ বিকেলের মিষ্টি আলো ছড়িয়েছিলো ওর মুখে।
আমিও অজানা এক ভালোলাগায়, অজানা এক সুখে
মেঘমল্লারকেই মনে, মনে জেনেছি অনন্য এক কবি
সমাজ, সংসার দর্শন ধর্মের সকল গন্ডি পেরিয়ে
সে মানবতার এক মহামানবিক প্রেমিক পুরুষ।

মিষ্টি আদর

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

বাবার কথা বাবার মায়া
পড়ছে মনে খুব,
মনটা দেয় বাবাকে ঘিরে
স্মৃতিতে দেয় ডুব।
বাবার আদর মিষ্টি আদর
মনটা জুড়ে আছে,
শৈশব স্মৃতি দেয় তো দোলা
এই তো বাবা কাছে।
বাবার সাথে হাঁটার দিন
শৈশব বেলা সুখ,
পড়ছে মনে বাবাকে কী যে
পড়ছে হাসি মুখ।
ঈদের দিনে রঙিন জামা
দিতেন গায়ে জড়িয়ে,
রাতের বেলা বাবার পাশে
মায়ায় ঘুম জড়িয়ে।
গাঁয়ের বাড়ি চাঁন্দভরাঙ্গে
নৌকায় চড়ে যাই,
সে সব মনে আজও আছে
বাবাকে কাছে পাই।
বাবার মায়া শৈশব বেলা
মধুর স্বপ্ন হাসে,
বাবার ছবি ইলিক ঝিলিক
রোজই চোখে ভাসে।

এক পৃথিবীর কষ্ট বুকে

মমতা মজুমদার

আমার একটা মন খারাপের গল্প আছে
একলা থাকার একলা চলার কষ্ট আছে।
এই শহরে নষ্ট ফুলের কষ্ট নিয়ে মুচকি হেসে,
হাঁটছে কত একলা পথিক পথের শেষে!
ব্যর্থ প্রেমের নীরব স্রোতে কত জনের
অশ্রু ভাসে ক্ষণে ক্ষণে কষ্ট পুষে।
আমার একটা এক বিকেলের ক্লান্তি আছে
বিষণ্নময় মন খারাপের এক মঞ্চ আছে।
একলা একা গল্প পড়ার আসর খুলেই
পাঁচিল গড়ার স্বপ্ন আঁটি আপন ভুলে।
কত পাখি উড়ছে মনের সুখ হারিয়ে
অশ্রুসজল প্রাণ কাঁদে তার করুণ নিদে।
আমার একটা কষ্ট নামক মস্ত বড় দেয়াল আছে
বুকের ঘরে শূন্য করে স্বল্প প্রেমের দৈর্ঘ্য আছে।
নষ্ট হবার স্বভাব নিয়ে মিথ্যে কত মুখোশ ঘুরে
জীবন্ত এক লাশ হাঁটে তার হৃদয় খুঁড়ে।
শত ব্যথায় কত মনে অবিশ্বাসে মরচে ধরে
পাঁজর খুলে কেউ দেখে না আপন করে।
আমার একটা নীলাঞ্জিত মাঝ রাত্রি আছে
ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু এক শিশির আছে!
এক পৃথিবীর কষ্ট বুকে বরফ গলা নদী নিয়ে,
ভোর থেকে রোজ শুরু করে সূর্যস্নানে।
এমনি করে যাচ্ছে সময় দিনের শেষে সন্ধ্যা বাঁকে
মন খারাপের কষ্ট নিয়ে গল্পগুলোর অলংকারে।

অদম্য আকর্ষণ

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

কখখক:কখখক:গগ: ঘঙঘঙ
যেথায় দুর্গম গিরি বিস্তৃত কান্তার,
অজানার পথে ভ্রম তিমির অকূল।
ভাঙিলে শাসন বিধি মোহের মাশুল,
প্রাচীরের ঘেরা বাগে সুবাস অপার।

তর্জনী হেলিলে বজ্র বিষম হুঙ্কার,
মানিয়াও হিয়া তবু অশান্ত ব্যাকুল।
কাঁটার শূলেই বিঁধে পুরাতন ভুল,
অদম্য আবেগে খুঁজে অন্য পারাবার।

সীমানার রেখা যেন চেতনারই রূপ,
অবারিত দ্বারে খোলে অন্তর স্বরূপ।

স্বপ্নের ডানায় মেলে প্রত্যাশার সুখ,
নতুন দিগন্ত ডাকে, ছিঁড়ে সব ডোর।
দূর নীলিমায় মেশে উজাড়িয়া বুক,
অবদম টানে পায় আলোকিত ভোর।

একই আলোর নিচে বসবাস

রফিকুল ইসলাম

একই প্রদীপের নিচে মানুষের বসে মেলা
একই আলোয় জন্ম, একই অন্ধকারে প্রস্থান -
কেউ সৌরভ ফোটায়, কেউ কাঁটা
কেউবা অন্যের আঙিনায় হাঁটে সীমা ভুলে।
কেউ আলো জ্বালে, কেউ ছায়া বিক্রি করে
কেউ দহনে শুদ্ধ হয়, কেউ দহন ছড়ায়,
কেউ সেতু গড়ে, কেউ সেতু ভাঙে
একই জীবনের অংকে চাওয়া ও প্রাপ্তির মাঝে অপার ব্যবধান।
কারো তৃষ্ণায় ফাঁটে বুক
কারো তৃঞ্চা কোনো সাগরে মেটে না
কেউ নিজের ছায়াকেও বাঁধতে চাই হাতের মুঠোই।
আমি সেই মেলার এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকি,
কোনো দোকান নেই, কোনো কেনাবেচা নেই,
পুরনো বটের মতো নীরবে দেখি -
এই ভিড়, এই ভাঙা গড়ার মাঝে
আর ভেতরে খুঁজি
একটি শব্দ, যা এখনো উচ্চারিত হয়নি।

হৃদয়ের দূরত্ব ঘোচাতে এসো

নুশরাত রুমু

হৃদয়ের দূরত্ব ঘোচাতে এসো
এই অস্বচ্ছ নদীর কূলে,
শালুক ভাসা সবুজ জলে
রাশি রাশি কাশের দোলায়।

এখানে সুখের প্রজাপতি
ডানা মেলে নীল আকাশে,
দুপুরের খাঁ খাঁ নির্জনতা ভেঙে
শুনবে ডাহুকের উল্লাস।

পরিত্যক্ত বিকেলে খুঁজব
আমাদের সোনালি অতীত,
বেওয়ারিশ ভাবনাগুলো ফিরে আসবে
শুভ্র মেঘের অলিন্দ পেরিয়ে।

রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরিতে
বিলাসী সবুজের আশ্রয়ে
থেমে যাবে জীবনরথ।

ইচ্ছে গুলো উড়ুক

মহসিন আলম মুহিন

যা আসে মনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে-
লিখে যাও মন বিনা দ্বিধায়।
লুকিয়ে কি লাভ মনের কোণে,
যদি না তোমায়, জানিতে পায়।।

যত আছে সুখ-দুঃখ পুরনো কথা-
লিখে যাও তুমি 'কর না গুণে।
সবার কথাই লিখে যাও সর্বদা,
আসুক যত বাধা, মান-অভিমানে।।

ছোট বেলা হতে আজকের তুমি-
কেমন করে হলে এমন মানুষ?
কত মায়া দিলো-তব প্রিয় ভুমি,
আশ পাশ থেকে পেলে কত হুস।।

প্রিয়-অপ্রিয় কতো কিছুই ভাসে
মনের চালে নানা সুর বাজায়,
থামলে চলেনা, গতিতেই আসে
জীবন জুড়ে, নানা ছন্দ সাজায়।।

বিসর্জন দিলাম

মজনু মিয়া

দীর্ঘ পথ চলায় জানা অজানা ভুল ভ্রান্তি হয়
মেনে নিয়েছি মানিয়ে নিতে বলেছি মাননি
ঠুনকো বিষয় নিয়ে তুমুল বিবাদে জড়ালে
আঁখির জলে তোমাকে দিতে হলো বিসর্জন।

তুমিও সুখে নেই আমিও সুখে নেই বেঁচে আছি
অগ্নি জ্বালা সয়ে জীবনপাত করতেছি
তুমি হীন সংসার শূন্য জীবন একা উদাস উদাস
তোমাকে ভাবি এখনো, কিন্তু বিসর্জন সে কথা

ছায়ার ওপারে সে

রফিকুল ইসলাম

কুয়াশার ওপারে সে দাঁড়ায় একা
স্তব্ধ হয়ে যায় সময়ের চলন্ত নদী
ভেজা চোখে বুনে চলে
এক মেঘলা আকাশের জ্যামিতি।
তাকে ছুঁয়ে নেমে আসে
শ্রাবণের সব কালো মেঘ
তার আঙুলের ইশারায় জেগে ওঠে
ডুবো পাহাড়ের সুপ্ত আবেগ।
হাঁটুর ভাঁজে লুকিয়ে রাখে
হারানো কোনো দ্বীপের নকশা
বুকের গভীরে তার
অন্ধকারও খুঁজে পায় বেঁচে থাকার ভরসা।
পায়ের নিচে পিষ্ট হয় কতো
চেনা বসন্তের গান
শীতের কুয়াশায় ঢেকে রাখে তার
একলা থাকার অভিমান।
সে হাসলে ঝরে পড়ে শুকনো পাতার মর্মরে
তার প্রতিটি ফেলে আসা দীর্ঘশ্বাস
ভেঙে চুরে গড়ে এক প্রাচীন বেদনার ইতিহাস।।

দৃষ্টি আকষর্ণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

বঙ্গের বিশ্বকর্মা

ডঃ সায়ন্তন মজুমদার

শিল্পাচার্য্য মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক। /বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক।'

শিল্পাচার্য্য মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক। /বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক।' আসি বিশ্বকর্মার কথায়। কয়েকদিন পরেই মহিষাসুরমর্দিনীর পুজো, যাঁকে বিশ্বকর্মা কুঠার প্রদান করেছিলেন। হয়তো এই ঘোর কলিতে বিশ্বকর্মার কুঠারে আর সেরকম ধার নেই। তাই আজ বহু অসুরের হাতে নিপীড়িত হতে হয় অগণিত দুর্গাকে। এই সেই বিশ্বকর্মা যিনি দধীচি মুনির হাড় দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কালান্তক বজ্র নির্মাণ করে দিয়েছেন। তৈরি করেছেন সকল দেবতার অস্ত্রশস্ত্র, জগন্নাথ মূর্তি, পুস্পক রথসহ স্বর্গ ও যমপুরী। বিশ্বকর্মা বা ত্বষ্টা একাধারে স্থপতি ও শ্রমজীবী মানুষের উপাস্য।

শ্রীকৃষ্ণের নতুন রাজধানী দ্বারকার নির্মাণকর্তাও তিনি। ১৪৭৩-৮০ খ্রিস্টাব্দের কালপর্বে গুণরাজ খাঁ ওরফে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' কাব্য সেই সাক্ষ্যই দেয়। কৃষ্ণ তাঁকে ইন্দ্রপুরীর থেকেও সুন্দর নগর নির্মাণ করতে বলেন। তখন বিষ্ণুপুরী বৈকুণ্ঠকে মনে রেখে দ্বারকা স্থাপনা করেন তিনি। তবে কবি 'বিশ্বকর্মা' বানান লিখনের মাধ্যমে নির্মাণদেবতারই যেন নবনির্মাণ করেছেন। ১৪৯৫ সালে মঙ্গলকাব্য ধারার বিশেষ কাব্য 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন বিপ্রদাস পিপিলাই। সেখানে বিশ্বকর্মাকে দ্বিমুখী ভূমিকায় দেখতে পাই আমরা। পরস্পর শত্রু মনসা এবং চাঁদ সওদাগর উভয়ের জন্যই কাজ করেছেন তিনি। দ্বিতীয় পালায় সিজুয়া পর্বতে পদ্মা বা মনসার জন্য বিশাল সুরম্য পুরী বানান। নগরে প্রজা আনিয়ে বসানোর দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন। তাঁর বাহনরূপে হাতি নয়, দেখা যায় ভালুককে। আবার সাঁতালি পর্বতে চাঁদ সওদাগরের কথায় পুত্র লখিন্দরের জন্য লোহার বাসর ঘরও তৈরি করে দেন শিল্পাচার্য। কিন্তু মনসার ভয়ে ঘরে রেখে দিয়েছিলেন সুতো গলে যাওয়ার মতো একটি ছিদ্র। যা লখিন্দরের মৃত্যুর কারণ হয়।

ঠিক এমনিভাবেই হয়তো এখনকার সমাজের সকল ব্যবস্থাতেই থেকে যায় সেই ভয়ংকর ছিদ্র, যার ফলে অসামাজিক কালনাগিনীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয় সাধারণ মানুষকে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মনসার সৎমাকে নিয়ে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন 'চণ্ডীমঙ্গল'। এই কাব্যেও বিশ্বকর্মার 'বিশাই' নামকরণ চোখে পড়ে। সেখানে অট্টালিকা-আয়ুধ নয় দেবী চণ্ডী বিশ্বকর্মাকে নিজের কাঁচুলি তৈরির ভার দিয়েছিলেন–'বিচিত্র কাঁচুলী বিশাই দিল চণ্ডিকারে। /আশীর্বাদ পাইয়া বিশাই গেলা নিজ ঘরে।।' অসংখ্য দুঃশাসনদের মাঝে বাংলার বোনদের সম্মান রক্ষা এখন খুবই প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ কাব্যধারায় রামায়ণের অনুবাদকরূপে আমরা পেয়েছি কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী'। সেখানে রামের সেতুবন্ধনের সহায়ক বিশ্বকর্মার পুত্র নলকে আমরা দেখেছি। কাশীরাম দাসের অনূদিত মহাভারতে আমরা দেবতাকুলের নয় দৈত্যকুলের বিশ্বকর্মারূপে খ্যাত স্থপতি ময়দানবকে পেয়েছি। তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজধানী তৈরি করে দেন। আত্মপরিচয়ে ময়দানব অর্জুনকে বলেন,'দানবকুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা আমি'।

আবার বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের লক্ষণ যার মধ্যে ধরা পড়ে তিনি হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়(মৃত্যু ১৭৬০)। মঙ্গলকাব্য ধারায় এক নতুন মঙ্গলরূপে তিনি রচনা করেছিলেন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। সময়টা ১৭৫২। এর প্রথম খণ্ডে শিব সেই 'বাছা বিশাই' বা বিশ্বকর্মাকেই কাশীতে দেবী অন্নপূর্ণার জন্য দেউল বা মন্দির তৈরি করে দিতে বলেন। বিশ্বকর্মা দেবীমূর্তি সহ দেবীর যে আলয় তৈরি করে দিয়েছিলেন তাতে বাঘছাল পরা শিব খুব খুশি হন–'রতন দেউল ভুবনে অতুল/কোটি রবি পরকাশ।/বিধির সন্ধান অপূর্ব নির্মাণ/দেখি সুখী কৃত্তিবাস'। আবার এই কাশী সর্বোপরি শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী মহামুনি বেদব্যাস কাশীর পরপারে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলে তাঁরও বিশ্বকর্মার কথাই মনে পড়ে। তাঁকে ডেকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে ব্যাস বলেন, 'তুমি বিশ্বকর্ম জানো বিশ্বমর্ম/তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ।।' কিন্তু বিশ্বকর্মা শিবের পক্ষে কথা বলায় ব্যাস শেষ পর্যন্ত তাঁকে দূর করে দেন।

বঙ্গসাহিত্যের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। তাতে বিশ্বকর্মা করিৎকর্মা ও সম্মানজনক স্থান দখল করে আছেন। সুন্দ-উপসুন্দ নামে দুই দানবের অত্যাচারে তখন স্বর্গ হতে বিতাড়িত দেবতারা। তাঁদের উদ্দেশে ঘোষিত দৈববাণীতে বলা হয়েছিল যে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করাতে হবে। তাঁকে খবর দিতে গিয়ে পবনদেব বিশ্বকর্মার হাতে তৈরি ব্রহ্মপুরী দেখে মোহিত হয়ে যান। উত্তর মেরুতে বসবাস করতেন বিশ্বকর্মা। বিশ্বের নানা বস্তু হতে তিল তিল পরিমাণ উত্তম বস্তু নিয়ে তিনি গড়েছিলেন তিলোত্তমাকে–'অমৃত সঞ্চারী তবে দেব-শিল্পী-পতি/জীবাইলা কামিনীরে'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের 'খ' নং ক্রোড়পত্রে বিশ্বকর্মার কথা লিখেছেন। তাঁর মতে ঋকবেদে প্রাচীনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নতুন মন্ত্রগুলিতে বিশ্বকর্মার নাম দেখতে পাওয়া যায়।

আসি রবীন্দ্রনাথের কথায়। ১৯১৮ সালে বিশ্বকর্মা পূজার ষোলো দিন পরে ১৬ আশ্বিন বালিকা রাণুকে একটি চিঠি লেখেন ভানুদাদা। এই রাণু অধিকারীই পরবর্তীতে শিল্প সমালোচক লেডি রানু মুখোপাধ্যায় হন। 'ভানু-সিংহের পত্রাবলী'তে অপৌত্তলিক, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মভুক্ত হয়েও বিশ্বকবি বিশ্বকর্মার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বকর্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্তি হয়ে ওঠে, যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি'। আবার ১৯২৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'খ্রিস্টোৎসব' প্রবন্ধে বিশ্বকর্মার উল্লেখ করে তিনি যেন দুই ধর্মকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেও কিন্তু পাঁচ বছর আগে লেখা চিঠির ভাবটি যেন ফিরে **বাকী ২৯ পাতায়**

ডাঃ ইফতেখার চৌধূরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

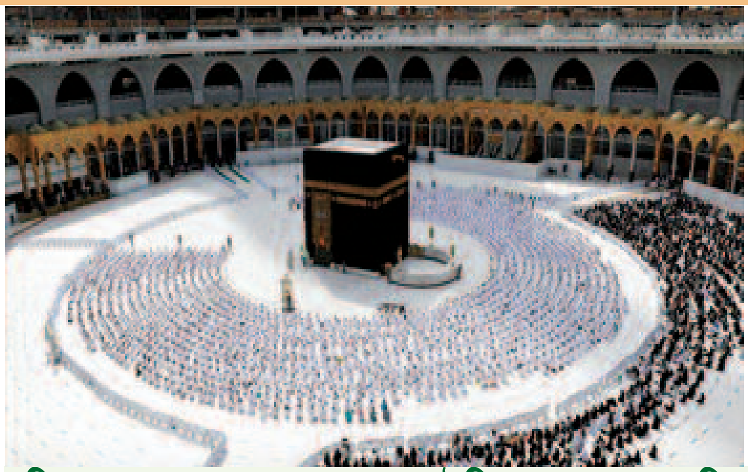

মদিনা সনদ: রাসূলুল্লাহর (সা.) রাষ্ট্রচিন্তা ও আজকের বিশ্ব

সৈয়দ এ. এফ. এম. মঞ্জুর-এ-খোদা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমনের আগে মদিনা (তৎকালীন ইয়াসরিব) ছিল গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহে জর্জরিত একটি অশান্ত জনপদ। তাই সেখানকার অধিবাসীরা বহু যুগ ধরেই এমন একজন মহামানবের অপেক্ষায় ছিল, যিনি মদিনার অধিবাসীদের শান্তি, সম্প্রীতি, সাম্য ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন, অবসান ঘটাবেন সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের।

পরবর্তী সময়ে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। সেসময় মদিনায় প্রধানত ৩টি সম্প্রদায়ের লোক বাস করত, যথা-ইহুদি, পৌত্তলিক তথা মূর্তিপূজারি (আউস ও খাজরাজ গোত্র) এবং স্বল্পসংখ্যক আনসার সাহাবি (মদিনার সাহায্যকারী মুসলিম)। এ ছাড়া মক্কা থেকে আগত মুহাজির (হিজরতকারী) সাহাবিরাও তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। রাসূল (সা.)-এর সুমহান নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা, উদারতা, মহানুভবতা, দয়াশীলতা, মানবতা ইত্যাদি অসাধারণ গুণাবলি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মদিনার আপামর জনসাধারণ তার একান্ত অনুরাগীতে পরিণত হয়।

তাই তারা সম্মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে রাজমুকুট পরিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদশাহর মর্যাদা দিয়ে মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত করে। আর এরই মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনা হয়।

মদিনার রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মদিনার সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে একটি লিখিত সনদ প্রণয়ন করলেন। মদিনায় বসবাসরত মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের কাছে এ সনদ এতটাই গ্রহণযোগ্যতা পায় যে, তারা নির্দ্বিধায় সনদটিতে স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসে এ সনদটিই 'মদিনা সনদ' (ঞযব ঈযধৎঃবৎ ড়ভ গবফরহধ) বা 'মদিনার সংবিধান' (ঞযব ঈড়হংঃরঃঁঃরড়হ ড়ভ গবফরহধ) নামে খ্যাত।

প্রকৃত পক্ষে, মদিনা সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে 'প্রথম লিখিত সনদ' এবং 'প্রথম লিখিত সংবিধান'। প্রাচীন সিরাত গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে হিশামসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, মদিনা সনদে সর্বমোট ৫৩টি ধারা ছিল। এ সনদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারার সারমর্ম নিম্নরূপ-

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান (ঐবধফ ড়ভ ঃযব ঝঃধঃব) নির্বাচিত হলেন এবং পদাধিকার বলে তাকে মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি (ঈযরবভ ঔঁংঃরপব) হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

২. এ সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়গুলো সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি সাধারণ উম্মাহ (জাতি) গঠন করবে।

৩. মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৪. অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ই বাইরের কোনো শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারবে না এবং কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারবে না।

৫. স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে অঙ্গীকারবদ্ধ সব সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সেই বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। অঙ্গীকারবদ্ধ গোত্রগুলো সর্বদা পারস্পরিক সৌহার্দ বজায় রাখবে এবং একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে সুপরামর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলবে। কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।==== **বাকী ০৮ পাতায়**

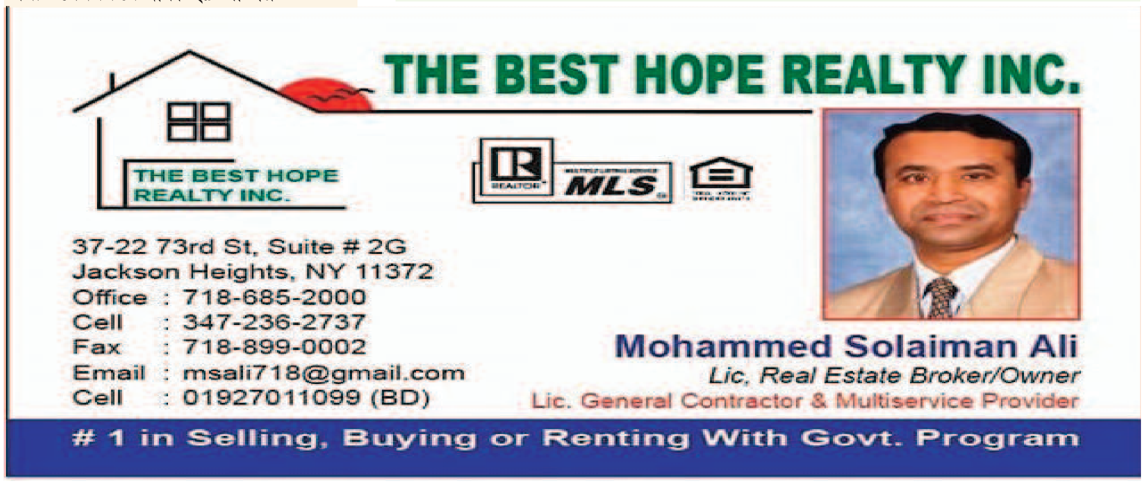

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

টিকটক ভিডিও ঘিরে বড় হচ্ছে 'কিশোর গ্যাং', অস্ত্র নিয়ে মহড়া

ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম

ঢাকা, 'একদল কিশোর রামদা নিয়া চিৎকার করতে করতে সড়কে মহড়া দিচ্ছিল। ভয়ে ব্যবসায়ীরা শাটার নামিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়েন। কুমিল্লার কাপ্তানবাজারের মানুষ প্রকাশ্যে এমন অস্ত্রের মিছিল আগে দেখেনি। ঘটনার আকস্মিকতায় পথচারীরাও ভয়ে ছোটাছুটি করছিলেন।' গত মে মাসের এক বিকেলের একটি ঘটনার এভাবে বর্ণনা দিচ্ছিলেন কাপ্তানবাজারের এক ব্যবসায়ী। ভয়ে নাম প্রকাশ করতে সাহস পেলেন না তিনি।

ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেদিন ছিল শুক্রবার। গোমতী নদীর তীরের ভাটারপুকুর থেকে কাপ্তানবাজার, বৌবাজার, চানপুর ও সংরাইশ পর্যন্ত এলাকায় ১০০ থেকে ১৫০ জন কিশোর ও তরুণ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রামদা, চাপাতি ও লাঠি নিয়ে মহড়া দেয়। তাদের সামনের সারিতে ছিল উচ্চ শব্দ করে চলা কয়েকটি মোটরসাইকেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে তারা এই মহড়ায় নেমেছিল।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, ওই কিশোর দলটির নাম 'ক্রাইম সেটআপ'। নতুন দলটির আত্মপ্রকাশের তথ্য ওই দিনই তাদের নজরে আসে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুমিল্লা শহরে বর্তমানে এমন অন্তত ২০টি গ্যাং সক্রিয় রয়েছে। চলতি বছরের সাড়ে আট মাসে অন্তত ২৫টি আলোচিত অপরাধের ঘটনায় এই গ্যাং সদস্যদের নাম এসেছে। সর্বশেষ গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ১৩ বছরের ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমকে নির্জন পাহাড়ি জঙ্গলে নিয়ে আইফোন ছিনিয়ে নেওয়া ও হত্যার ঘটনায় দুই কিশোর গ্রেপ্তার হয়েছে। এ ঘটনার পর কুমিল্লায় কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতার বিষয়টি নতুনভাবে সামনে এসেছে।

অপ্রতিম হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত ১৯ বছর বয়সী সাইফুল ইসলাম তুহিনও একটি কিশোর গ্যাং গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। অপ্রতিমকেও সেই দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছিলেন তুহিন। টিকটকের জন্য ভিডিও তৈরির আড়ালে অন্য কিশোরদের জড়ো করার চেষ্টা ছিল তাঁর।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পারিবারিক সূত্রগুলো বলছে, অপ্রতিম হত্যায় গ্রেপ্তার অন্য তিন কিশোরের একজন তার সৌদিপ্রবাসী বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আইফোন কিনেছে। সেটি দিয়ে ভিডিও বানিয়ে নিয়মিত টিকটকে পোস্ট করা হতো। আরেক কিশোর কিনেছে মোটরসাইকেল।

একাধিক 'গ্যাং পার্টিতেও' যোগ দিয়েছে অপ্রতিম হত্যায় অভিযুক্তরা। তুহিন গত কয়েক মাসে কয়েকটি পার্টির আয়োজন করেছেন বলেও জানান স্থানীয় লোকজন। অবস্থান জানান দিতে সেখানে যোগ দেওয়া কিশোর দলকে নিয়ে ফেসবুকে ছবিও পোস্ট করেন।

অপ্রতিম হত্যার ঘটনায় কিশোর গ্যাংয়ের ভূমিকা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ থেকেও। গতকাল মঙ্গলবার এই দাবিতে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, অপ্রতিমের মা ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাহিদা বেগম সহকারী প্রক্টর থাকাকালে মাদকবিরোধী অভিযানে কিশোর গ্যাংয়ের কয়েকজন সদস্যকে পুলিশে সোপর্দ করেন। সেই ক্ষোভ থেকে তাঁর একমাত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়েছে কি না, সেটি তদন্ত করতে হবে।

উপস্থিতি দিয়ে আতঙ্ক তৈরি

কাপ্তানবাজারের ওই ব্যবসায়ীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে সংরাইশ ও চানপুর এলাকার বাসিন্দাদের অভিজ্ঞতাও। চানপুরের এক অভিভাবক জানান, কিশোর গ্যাংয়ের অনেকেই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। এ তথ্য জানার পর তাঁরা সন্তানদের বাইরে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।

ভয়ের একই ছবি দেখা গিয়েছিল ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে। রানীর দিঘির পাড়ে অস্ত্রের মহড়া দেখে কান্দিরপাড়ের ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান বলছিলেন, 'ভয়ে আমার প্রাণটা যেন যায় যায় অবস্থায় ছিল।' তাঁর অভিযোগ, কিশোরদের দলগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আতঙ্ক তৈরির আরেক আলোচিত ঘটনা ঘটে ২০২৫ সালের ২৫ এপ্রিল। সেদিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময় চাঁদপুর থেকে আসা এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের সঙ্গে রানীর দিঘির পাড়ে ছিলেন প্রশান্ত কর্মকার। তিনি বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে হঠাৎ একদল কিশোর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মহড়া শুরু করে এবং বাজি ফুটিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়। একই বিকেলে তালপুকুরপাড় ও আদালতপাড়ায়ও অস্ত্রধারী দলগুলো মহড়া দেয়।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান বলেন, গত বছরের ৩০ নভেম্বর তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে থেকে ২৫০ জনের বেশি কিশোর গ্যাং সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে কিশোর হওয়ায় অনেকেই গ্রেপ্তারের পর দ্রুততম সময়ে মুক্তি পেয়ে আবার একই ধরনের অপরাধে জড়াচ্ছে। অনেকের মা-বাবাকে ডেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। তবে বয়স কম হওয়ায় শুধু পুলিশের তৎপরতা দিয়ে কিশোরদের অপরাধ বন্ধ করা কঠিন।

এক যুগের ইতিহাস, ১২ খুনে নাম

কুমিল্লায় কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হয়নি। ২০১৫ সালের দিকে বিষয়টি নগরে ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে। তখন তিন থেকে চারটি দল বেশি সক্রিয় ছিল। ২০২২ সালের দিকে গিয়ে সেই সংখ্যা হয় কমপক্ষে ২০টি। তবে শাখা দল ও উপদল মিলিয়ে গ্যাংয়ের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তখন সবচেয়ে আলোচিত ছিল রয়েল বেঙ্গল, সিজলিন, জে অ্যান্ড জে, বিগ ব্রাদার, টুইস্ট, ব্ল্যাক স্টার, ডার্ক, ইগল, আরজিএস, র‌্যাঙ্ এঙ্, এলআরএন, সিএমসি, মডার্ন, রকস্টার, ডিস্কো বয়েজ ও বস।

ওই সময় ধর্মসাগরপাড়সহ বিভিন্ন এলাকার দেয়ালে গ্যাংয়ের নাম ও লোগো লেখা থাকত। গ্যাং সদস্যদের মেসেঞ্জার গ্রুপ, একই ধরনের পোশাক-চুলের ছাঁট এবং নির্ধারিত আড্ডাস্থল ছিল। ২০১৭ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অন্তত ১২টি হত্যার ঘটনায় তাদের নাম আসে। এর বাইরে শতাধিক অপরাধের ঘটনায় জড়ায় তারা। এলাকায় দখল ও পাল্টাপাল্টি শক্তি প্রদর্শনেও কিশোর গ্যাং সদস্যদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এ বিষয়ে কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা (টিপু) বলেন, 'বাংলাদেশের অন্য জায়গায় কী অবস্থা জানি না। তবে কু-মিল্লায় বর্তমানে এমন কোনো পাড়ামহল্লা নেই, যেখানে কিশোর গ্যাং নেই। তাদের এখনই থামাতে হবে, কোনোভাবেই বাড়তে দেওয়া যাবে না।' তিনি বলেন, বিগত সময়ে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাদের মাধ্যমে কিশোর গ্যাংকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। বিএনপির কেউ কিশোর গ্যাংয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এমন তথ্য জানা নেই।

পুরোনো দ্বন্দ্বের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ রতন ও ইগল। ২০২২ সালে ধর্মসাগর পাড় ও নগর উদ্যান এলাকা নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধের মধ্যে ১৫ বছরের রবিউল হাসান শাহাদাতকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ২০২৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সার্কিট হাউস মোড় এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুজন আহত হয়। ককটেল বিস্ফোরণের ওই ঘটনায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার এবং চারটি মামলা করা হয়।

দুশ্চিন্তা পাঁচ গ্রুপ নিয়ে, পাল্টাপাল্টি হামলা

২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট হাউজিং এলাকার কেটিসিসি মাঠে কিং স্কোয়াড নামের একটি কিশোর দলের ২১ জনকে আটক করে পুলিশ। তাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২১ বছর। পুলিশের ভাষ্য, দলটি ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরে অভিযান চালিয়ে তাদের কাছ থেকে চাপাতি, চায়নিজ কুড়াল, হকিস্টিক ও রড জব্দ করা হয়।

কুমিল্লা জেলায় কিশোর গ্যাং গ্রুপের হালনাগাদ তালিকা পুলিশের কাছে নেই। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কিং স্কোয়াডসহ মোট পাঁচটি গ্রুপ এখন কুমিল্লা শহরে সবচেয়ে আলোচিত। বাকি চারটি হলো স্কোয়াড বা রতন গ্রুপ, ইগল, সিবিকে ও ক্রাইম সেটআপ। এর বাইরে অপু ও সাব্বিরের নামে দুটি গ্রুপ রয়েছে। তবে এখানকার অনেক সদস্য অন্য গ্রুপের সঙ্গে চলাফেরা করায় এটাকে উপ-গ্রুপও বলেন কেউ কেউ।

একই দলের সদস্যদের একাধিক দলের সঙ্গে চলাফেরার উদাহরণ পাওয়া যায় পুলিশের নথিতেও। যেমন ২০২৪ সালের ১১ অক্টোবর তানজিম আবদুল্লাহকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের পর পুলিশ বলেছিল, তিনি সিবিকে,

সিবিকে ডেঞ্জার জোন, সিবিকে জুনিয়র, সিবিকে স্পেশালসহ ছয়টি উপদলের নেতৃত্ব দিতেন। এগুলোকে ছয়টি স্বাধীন গ্যাং ধরা হলে মোট সংখ্যা আরও বাড়ে।

২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল ধর্মসাগরপারের রানীর কুঠি এলাকায় নাফিজ অময়কে কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে রতন গ্রুপের তিনজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত প্রায় ৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তখন নাফিজের একটি হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ জখম হয় বলে তাঁর স্বজনেরা জানান।

নাফিজের এক বন্ধু নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আগের দিন সাইফুলের হাতে আরেক তরুণ আহত হওয়ার প্রতিবাদ করেছিলেন নাফিজ। এর জেরেই রতন ও সাইফুলের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জন তাঁকে আক্রমণ করে। এ হামলার পর রতন ও সহযোগীরা আত্মগোপনে গেলে ২৫ এপ্রিল রানীর দিঘি, তালপুকুরপাড় ও আদালতপাড়ায় সিবিকে, ইগল ও নামহীন আরেকটি পক্ষ অস্ত্র নিয়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে।

নগরের অন্তত পাঁচটি গ্যাংয়ের সঙ্গে পরিচিত এক ব্যক্তি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রতন গ্রুপ চাপে পড়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীরা জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

এ ঘটনার দুই দিন পর দুর্গাপুর ও রেসকোর্স এলাকায় সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে নয়জন এবং পুলিশের আলাদা অভিযানে আরও নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যৌথ অভিযানে পিস্তল, রিভলভার, গুলি, দেশীয় অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করা হয়।

তারা থামছেই না

কিশোর গ্যাং এখন আর কুমিল্লার নির্দিষ্ট এলাকায় বা নির্দিষ্ট অপরাধে সীমাবদ্ধ নয়। তবে কিছু এলাকায় বেশি প্রভাব আছে। যেমন কান্দিরপাড়, ধর্মসাগর, রানীর দিঘি, তালপুকুরপাড় ও আদালতপাড়া-সংলগ্ন এলাকা কিশোর গ্যাংয়ের কারণে খুবই সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মফিজাবাদ ও রেসকোর্স এলাকা রতনের নেটওয়ার্কের প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। অশোকতলায় গ্যাং-সংশ্লিষ্ট মাদক কারবারের বিরোধে হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। হাউজিংয়ের কেটিসিসি মাঠে কিং স্কোয়াড এবং গোমতীর তীরের ভাটারপুকুর, কাপ্তানবাজার, বৌবাজার, চানপুর ও সংরাইশে ক্রাইম সেটআপের তৎপরতা বেশি দেখা গেছে।

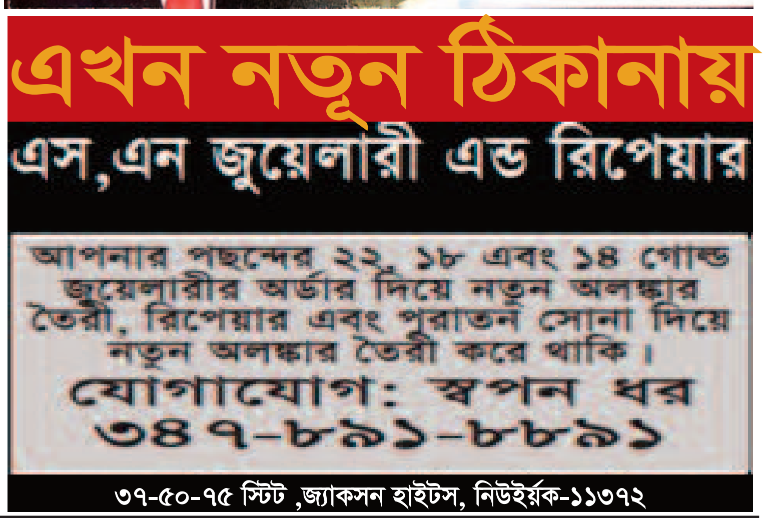

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা

শিল্পবার্তা নিয়ে শুভেন্দুর মুখে বুদ্ধদেবের প্রশংসা, তুলোধোনা মমতাকে

কোলকাতা ডেস্কঃ বাম আমলের শিল্পখরার ধারাই যেন অব্যাহত ছিল তৃণমূলের ১৫ বছরের শাস-নকালে। তবে ছাব্বিশের নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদলের পরই শিল্পের প্রসারে নজর বিজেপি সরকারের। আর সে কারণে পুজোর আগেই বাংলায় শিল্পনীতি তৈরি হবে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার মিলন মেলায় জমি বিতরণের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রশংসাও করলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর দল খুব নেতিবাচক ছিল শিল্পায়নের বিষয়ে। আর মমতার নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই সিঙ্গুর থেকে টাটারা চলে গিয়েছিলেন।" তৃণমূল সরকারের তীব্র নিন্দা করে তিনি আরও বলেন, "আগের সরকারে আমি কিছুদিন ছিলাম। সবকিছুই নেগেটিভ ছিল। শুধু ভাতা। সারাদেশ বলছিল আমরা আত্মনির্ভর ভারত হব, আর পশ্চিমবঙ্গ বলছিল আমরা ভাতা নির্ভর হব। শিল্পস্থাপনে আগের সরকার ইনসেন্টিভ শব্দই মুছে দিয়েছিল। এখন সরকার ৫ হাজার কোটি টাকার ছোট তহবিল করেছে।"

বলে রাখা ভালো, ২০০৮ সালের ৩ অক্টোবর সিঙ্গুর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল টাটা। আক্ষেপ নিয়েই বাংলা ছেড়েছিলেন প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটা। আজও বাংলার মানুষ সেই ক্ষত ভুলতে পারেননি। কারণ শিল্প চলে গেলে শুধু একটি কোম্পানি যায় না, হারিয়ে যায় হাজার হাজার চাকরি, থমকে যায় উন্নয়ন, অন্ধকার নামে যুবসমাজের ভবিষ্যতের উপর। বিজেপি বিশ্বাস করে বাংলার উন্নয়নের একমাত্র পথ শিল্পায়ন। তাই বাংলায় আবার টাটাকে ফেরানোর দায়িত্ব নিয়েছে বিজেপি।

এদিকে, বুধবার ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ৩৩টি শিল্পসংস্থাকে জমি বিতরণ করা হয়। এই জমিতে ফার্মা, স্টিল, ফুড প্রসেসিং, বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ নানা শিল্প তৈরি হবে। তাতে ৬২ হাজার কর্মসংস্থান হতে পারে বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। এছাড়া রাজ্যে আরও শিল্প সম্ভাবনার কথাও এদিন জানান তিনি। আম্বানিরা স্বাস্থ্য-সহ মোট ৬টি সেক্টরে কাজ করতে চান বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলে রাখা ভালো, ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছেন গৌতম আদানি। বৃহস্পতিবার বঙ্গে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সকালে কালীঘাটে পুজো দেবেন। তারপর হাসপাতালের ভূমিপুজো হবে। এই হাসপাতাল তৈরির ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন থেকে বেকার যুবক যুবতীদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি সবই হবে বলেই আশা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে লক্ষ্মীবারে কলকাতায় গৌতম আদানি, বাংলায় বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা রাজ্যে পালাবদলের পর শিল্পায়নের সংকল্প করেছে বিজেপি সরকার। আরও কর্ম সংস্থান ও শিল্প স্থাপনের অঙ্গিকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে লক্ষ্মীবারে কলকাতায় গৌতম আদানি, বাংলায় বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাব-ন্যুড়ড়স

www.jonmobhumi.com

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে কলকাতায় গৌতম আদানি

কোলকাতা ডেস্কঃ রাজ্যে পালাবদলের পর শিল্পায়নের সংকল্প করেছে বিজেপি সরকার। আরও কর্ম সংস্থান ও শিল্প স্থাপনের অঙ্গিকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেই আবহেই বাংলায় আসছেন আদানি সংস্থার কর্ণধার গৌতম আদানি । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। সেই কথাও জানা গিয়েছে। তাহলে কি এবার আদানির হাত ধরে বাংলায় বিনিয়োগ আসবে? লক্ষ্মীবারেই কি তাহলে সুখবর পাওয়া যাবে? সেই চর্চা শুরু হয়েছে।

বাংলায় শিল্প ও বিনিয়োগে নামি শিল্পপতিরা এগিয়ে আসছেন, অনেকের সঙ্গেই কথা হচ্ছে। তেমনই রাজ্য সরকারের তরফে বার্তা দেওয়া হচ্ছে। আদানি গোষ্ঠী রাজ্যের একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। সেই কথাও চর্চায় রয়েছে। শিল্প ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই এবার কলকাতায় আসছেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। আজ, বুধবার রাতেই তিনি শহরে এসে পৌঁছবেন। তেমনই খবর পাওয়া গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, আগামী কাল, বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গৌতম আদানির বৈঠক হবে। সেই কথাও জানা গিয়েছে। নবান্নেই ওই বৈঠক হওয়ার কথা প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছে। তবে সেই বৈঠকের আগে সকালে তাজ বেঙ্গল হোটেলে রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে গৌতম আদানি বৈঠক করবেন। সেখানেই বিনিয়োগের একাধিক রূপরেখা তৈরি হতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাও নবান্নের অন্দরে ঘুরপাক খাচ্ছে। শহরে এসে আগামী কাল সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে গৌতম আদানি তাঁর কর্মসূচি শুরু করবেন।

গেরুয়া শিবিরে বসন্ত সমীরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটে জেন জি উদ্বেগ কাটল বিজেপির!

দিল্লি ডেস্কঃ ফেসবুক-টুইটার ছেড়ে ইনস্টাগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আপাতত নিশ্চিন্ত হতে পারেন এই ভেবে যে, এত কিছুর পরেও তরুণ পড়ুয়ারা হয়তো পুরোপুরি তাঁদের ত্যাগ করেনি। গেরুয়া শিবিরে বসন্ত সমীরণ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোটে জেন জি উদ্বেগ কাটল বিজেপির!ড়ড়স

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনে জয় উদযাপন এবিভিপি-র।

বাঁকিপুরে উপনির্বাচন, রাজস্থানে পুরভোটের ফল আর আরশোলাদের জাগরণ যে-চিন্তায় বিজেপির বলিরেখা গাঢ় হয়েছিল, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনী ফলে তা আচমকাই প্রশমিত। লিখছেন, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিন্তিত পদ্মকুলকে ভরসা জুগিয়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন। ফেসবুক-টুইটার ছেড়ে ইনস্টাগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আপাতত নিশ্চিন্ত হতে পারেন এই ভেবে যে, এত কিছুর পরেও তরুণ পড়ুয়ারা হয়তো পুরোপুরি তাঁদের ত্যাগ করেনি। অথচ বাঁকিপুর থেকে এই চিন্তাই তাঁদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। যন্তর মন্তর কাঁপানো আরশোলা জাগরণের পর ওটাই ছিল দেশের প্রথম নির্বাচন। ৩০ জুলাইয়ের সেই ভোটের ফল ছিল বিজেপির বড় ধাক্কা।

ক্লান্তিকর খবরের ভিড়ে হস্তিশাবকের বাঁচার গল্প যেন রূপকথা!

ক্লান্তিকর খবরের ভিড়ে হস্তিশাবকের বাঁচার গল্প যেন রূপকথা!

বিহারের বাঁকিপুর এমনই এক বিধানসভা কেন্দ্র যেখানে গত ৩০ বছরে বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দল দাঁত ফোটাতে পারেনি। এককথায়, ওটা ছিল গেরুয়া বাহিনীর খাসতালুক। এতটাই যে, সেখানকার সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছিলেন, বাঁকিপুরে পদ্ম-টিকিটে কুকুর-বেড়াল দাঁড়ালেও জয় নিশ্চিত। রবি-কণ্ঠে দম্ভ ঠিকরেছিল ঠিকই, কিন্তু এটাও তো সত্য, বাঁকিপুরে বিজেপির ভোট কখনও

৫৪ শতাংশের কম হয়নি। সর্বোচ্চ ভোটের হার ছিল ৮২ শতাংশ। সেখানকার 'তালুকদার' নীতিন নবীনকে একালের অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক জুটি দলের সভাপতি পদে বসিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহর অনুগত নীতিনের কাছে ওই উপনির্বাচন তাই সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নেপোর দই মারার মতো সে গুড়ে বালি ছেটান রাজনৈতিক অঙ্গনের শিশুপ্রতিম প্রশান্ত কিশোর। যাঁর তৈরি দল 'জন সুরাজ পার্টি' বিহার বিধানসভার ভোটে বিপুল সাড়া ফেলেও কোনও আসন জিততে পারেনি, সেই দলের নেতার রমরমিয়ে জয় শাসক বিজেপির ভ্রুকুঞ্চনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই প্রথম তারা বোঝার চেষ্টা করে, ওই পরাজয়ের নেপথ্যে জেন জি-দের হাত কতটা। না ভেবে উপায়ও ছিল না। কেন না, ৮ মাস আগে বিধানসভার ভোটে ওখান থেকে নীতিন জিতেছিলেন ৫২ হাজারের ব্যবধানে। তা ছাপিয়ে প্রায় ২০ হাজারের ব্যবধানে প্রশান্ত কিশোর বঁ-াকিপুরে বিজেপিকে ঠাঁইনাড়া করেন। ৭২ হাজার ভোট এমনি এমনি টানা যায় না।

নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়ার আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ তারা রেখে গেল। টিকিট না-পাওয়া দীপাংশু শোকিন সহ-সভাপতি পদে নির্দল হয়ে লড়ে রেকর্ড ব্যবধানে জিতে বুঝিয়ে দিলেন, ভুল প্রার্থী বাছাই কংগ্রেসকে কীভাবে ডোবায়।

বিজেপির বিশ্লেষণে দু'টি বিষয় উঠে আসে। ব্রাহ্মণ প্রশান্তের পাশে উচ্চবর্ণের অবস্থান এবং জেন জি-দের ঢালাও সমর্থন। বাঁকিপুরই বিজেপির কপালের ভাঁজ প্রথম গভীরতর করেছিল। তবে স্রেফ বাঁকিপুর নয়, সেই সঙ্গে ভোট হয়েছিল আরও দুই বিজেপি-শাসিত রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে। গুজরাতের মঞ্জলপুর ও মধ্যপ্রদেশের দাতিয়ায়। বিজেপিকে ভাবায় ওই দুই কেন্দ্রের ফলও। গুজরাত এমন এক রাজ্য যেখানে কোনও বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয়ের মার্জিন এক লাখের কম হলে তা হার গণ্য করা হয়। মঞ্জলপুরে আগের নির্বাচনে বিজেপির জয়ের ব্যবধান ছিল ১ লাখ ২ হাজার। সেখানে এবার কংগ্রেস প্রার্থী হারেন মাত্র ৩০ হাজার ভোটে। ৭২ হাজার ভোট কংগ্রেস কী করে কমাল, সেই নিরীক্ষাতেও উঠে আসে জেন জি অসন্তোষ। কিংবা, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া। আসনটি কংগ্রেসের জেতা হলেও দলটি ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ। এবার যাঁকে প্রথমে প্রার্থী করা হয়েছিল, পরে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ভোটের দিন কয়েক আগে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারও করা হয়। বিজেপির ঘরও যে শান্ত ছিল তা নয়। তাদের হেভিওয়েট প্রার্থী টিকিট না পেয়ে বিদ্রোহ করেন। পরে ধমক খেয়ে শোধরালেও খিঁচ একটা লেগেই ছিল। দাতিয়ায় কংগ্রেসের মাথা উঁচু রাখার নেপথ্য কারণ হিসাবেও বিজেপি ছাত্র-জাগরণকে খাড়া করেছে। মনে রাখতে হবে, ওই সময় থেকেই ফেসবুক-টুইটার ছেড়ে মোদি বেশি করে আঁকড়ে ধরেন জেন জি-র প্রিয় মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম। পরের ভোটটা ছিল মরুরাজ্য রাজস্থানের পুরসভার। ক'-দিন আগে তার গণনা-শেষে দেখা গেল, বিজেপি হাসছে, যদিও সেই হাসি ঔজ্জ্বল্যহীন। ম্লান। তুলনায় কংগ্রেসের হাসিতে আশার ঝিলিক। সেখানে ভোট শেষে হেসেছে আম আদমি পার্টি ও সিপিএমও। কারণ, কংগ্রেসের পাশাপাশি তারাও বিজেপির আধিপত্য দমিয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে।

মরুরাজ্যের মোট ৩০৯টি পুর এলাকার ১০ হাজার ২৪৫টি ওয়ার্ডে এই প্রথমবার একসঙ্গে ভোট গ্রহণ হয়। ফলপ্রকাশের পর দেখা যায়, বিজেপি জিতেছে ৪ হাজার ১৮২ ও কংগ্রেস ৩ হাজার ৬১৯টি ওয়ার্ডে। নির্দল প্রার্থীদের দখলে গিয়েছে ২ হাজার ২৭৩টি ওয়ার্ড। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেসের তিন শরিক, রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি, সিপিএম ও বিএপি জেতে যথাক্রমে ৬৩, ৪২ ও ৮টি ওয়ার্ড। আম আদমি পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি আলাদাভাবে লড়েছিল। তারা জিতেছে যথাক্রমে ৪২ ও ১৫টি ওয়ার্ড।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD
Board Certified Internal Medicine
Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.
Treatment Services
complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

ডাঃ উৎপল চৌধুরী
True Medical Care P.C
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
Vol 26 No.29 Thursday 24 September 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি চুক্তি নয়তো ধ্বংস!

হরমুজ় প্রণালী-সহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন জলপথ। এই সব জলপথ দিয়ে বিভিন্ন দেশে জ্বালানি-সহ বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াত করে। সংঘাতের কারণে সেই পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, সংঘাতের আবহে আমেরিকা-ইরান বৈঠক আশার আলো জাগিয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিন ঘণ্টা বৈঠক হয়েছে। যদিও সেই বৈঠকে নিজে উপস্থিত ছিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ বৈঠকে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠক ইতিবাচক বলেও আবার ইরানের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে সরব হয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, ‘‘একটি চুক্তি করা ইরানের জন্যই সুবিধাজনক।’’ সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য শান্তিচুক্তি নিয়ে অতীতেও আলোচনা হয়েছে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে। তবে কোনও বৈঠকই ফলপ্রসূ হয়নি। শান্তিচুক্তি এখনও অধরা। সেই প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ‘‘আমি ভাবতে পারি না কেন তারা (ইরান) চুক্তি করতে চাইবে না।’’ একই সঙ্গে ইরানকে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন ট্রাম্প। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যদি চুক্তি করতে রাজি না-হয়, তবে ইরান ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ফাঁকে আমেরিকার সঙ্গে বৈঠকে হরমুজ় প্রণালী খোলার জন্য ইরান আবার নিজেদের শর্তগুলি তুলে ধরেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে রয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুজ পেজ়েশকিয়ান এবং বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। আরাঘচিই উইটকফের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই বৈঠকে আরাঘচি জানিয়েছেন, অবিলম্বে আমেরিকাকে নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে। ইরানের বাজেয়াপ্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সকল প্রকার প্রতিরোধ বন্ধ করার দাবিও জানানো হয়েছে। বৈঠক নিয়ে উইটকফ বলেন, ‘‘আলোচনা ভাল হয়েছে।’’ একই সুরে ট্রাম্প বলেন, ‘‘আ-মরা দেখব এর (বৈঠক) ফলাফল কী হয়! তবে অবশ্যই চুক্তি করা ওদের জন্যই সুবিধাজনক।’’

‘চুক্তি না করলে ওদের নরকে পাঠাব’, রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চ থেকে ইরানকে ধ্বংসের হুমকি দিলেন ট্রাম্প!

প্রশংসা পাকিস্তানের

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ট্রাম্পের ভাষণেও ইরানের সঙ্গে চুক্তিটির কথা উঠে এসেছিল। ট্রাম্প তাঁর বক্তৃতায় ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতির উল্লেখ করে জানান, তেহরানের সামনে এখন দু’টি পথ খোলা– চুক্তি করা অথবা নতুন করে ওয়াশিংটনের সামরিক অভিযানের মুখোমুখি হওয়া। তিনি বলেন, ‘‘এ বার আমাকে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইরানের সঙ্গে কি এমন কোনও

চুক্তি হবে, যা দেশটির পুনর্গঠন এবং অতীতের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে?’’ তার পরেই হুমকি সুরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, চুক্তি না হলে ইরানকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবেন!

যদিও প্রথম থেকেই ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আসছেন ট্রাম্প। তিনি চান ইরানের সঙ্গে যে চুক্তি হবে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। ইরানকে যে কোনও ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের থেকে বিরত করতে চান ট্রাম্প। তবে ইরানের দাবি, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ। এখনও পর্যন্ত সব আলোচনাই ভেস্তে গিয়েছে পারমাণবিক কর্মসূচি এবং হরমুজ় প্রণালীর বিষয়ে একমত না-হওয়ায়। এখন নিউ ইয়র্কের তিন ঘণ্টার আলোচনা কোনও সমাধানের দিশা দেখায় কি না, তা নিয়ে কৌতূহল সারা বিশ্বের।

‘দাঁড়াও, এখানে কী করো তুমি?’–সিএনএন সাংবাদিককে ট্রাম্প

ঢাকা,জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন কাভার করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশ্নের মুখে পড়েছেন সিএনএনের সাংবাদিক কেটলান কলিন্স। মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার সময় কলিন্স ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ কবে শেষ হবে, তা জানতে চান। তখন ট্রাম্প তাকে বলেন, ‘দাঁড়াও, এখানে কী করো তুমি?’ এরপর তিনি সাংবাদিককে উদ্দেশ করে বলেন, তার উপস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন না করাই উচিত।

কলিন্স জবাবে বলেন, জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষ তাকে এবং সিএনএনকে ৮১তম সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের বিতর্কের খবর সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে।

এর আগে ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে কলিন্সকে ‘তৃতীয় শ্রেণির প্রতিবেদক’ বলে মন্তব্য করেন। জাতিসংঘের সংবাদকক্ষে সাংবাদিকেরা তার উপস্থিতি নিয়ে কেন সমালোচনা করছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

পরে আরেকটি পোস্টে ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিষয়টি নিয়ে ‘আসক্ত’ থাকার অভিযোগ করেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের নিয়ে কড়া ও অবমাননাকর ভাষায় মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি সিএনএনসহ পলিটিকো ও এমএস নাওয়ের সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউস কমপ্লেক্সে কাজ করা এবং ব্রিফিংয়ে অংশ নেওয়ার অনুমতি বাতিল করেছে। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমগুলো আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। নির্বাহী ক্ষমতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে এ নিয়ে ওয়াশিংটনে আইনি লড়াই চলছে।

জেলে যেতে প্রস্তুত তবু ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরবো

তিনি জেলে যেতে প্রস্তুত। তবু চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। হাসিনার অভিযোগ, ওই রায় ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত’। দেশে ফিরে আবার আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন করবেন বলেও জানিয়েছেন হাসিনা। চেয়েছেন ‘আইনি রক্ষাকবচ’।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এনডিটিভি-কে বলেন, ‘‘২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরতে আমি বদ্ধপরিকর। আমি মনে করি, দেশে ফেরার অধিকার আমার রয়েছে। সেখানকার কোনও আইন আমায় বাধা দিতে পারে না।’’ তার পরেই হাসিনা বলেন, ‘‘আজ ঘোষণা করছি, আমি নিজের দেশে, দেশের মানুষের কাছে ফিরতে চাই। আমি ফিরব কি না, তা নিয়ে আর প্রশ্নই নেই। কী ভাবে ফিরলে দেশের মানুষের স্বার্থরক্ষা হবে, সেটাই প্রশ্ন।’’ তবে এই বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ বা ভারতের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি হাসিনা।

২০২৫ সালের নভেম্বরে হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল। সেই প্রসঙ্গ তুলে হাসিনা বলেন, ‘‘যে কোনও আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে আমি প্রস্তুত। এমনকি, জেলে যেতেও প্রস্তুত। যদি বাংলাদেশের মানুষের সেবা করার জন্য সেই দাম দিতে হয়, আমি তাতেও রাজি।’’ তবে তিনি দাবি করেছেন, ‘রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ’ করতে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি দেশ ছাড়ার পরে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে, তা ‘অসাংবিধানিক’। আর সে কারণেই বিচারের নামে ‘প্রহসন’ হয়েছিল। তাঁর আশা, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা স্বচ্ছ ভাবেই তাঁর মামলা শুনবে। বিচার চলাকালীন ‘আইনি রক্ষাকবচ’-ও দাবি করেছেন তিনি।

বাংলাদেশে ভোট লড়ার অধিকার হারিয়েছে আওয়ামী লীগ। যদিও হাসিনা জানিয়েছেন, দলের সংগঠন আবার মজবুত করার ব্যবস্থা করছেন তিনি। মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই দলই বাংলাদেশকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। সেই দলের পুনর্জাগরণ হবে বলে দাবি করেছেন হাসিনা। আর তার কেন্দ্রে থাকবেন তিনিই। তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের লক্ষ্য হল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার ফিরিয়ে আনা। সকল বাংলাদেশির অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করা।’’

হাসিনা এ-ও দাবি করেছেন, তাঁর শাসনকালে জাতীয় নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পেত। এখন কট্টরপন্থীরা যে হুমকি দিচ্ছে, তা ‘উদ্বেগজনক’। তাঁর কথায়, ‘‘সন্ত্রাসবাদী এবং কট্টরপন্থীরা যে হুমকি দিচ্ছে, তা গুরুতর। হেয় করা উচিত না।’’ তিনি মনে করেন, এই বিষয়টি আসলে গোটা অঞ্চলেরই সমস্যা। হাসিনা বলেন, ‘‘কট্টরপন্থী নেটওয়ার্ক এবং ভাবধারা একটি দেশে আবদ্ধ থাকে না। সীমান্ত পার হয়ে যায়। দক্ষিণ এশিয়া প্রতিবেশীদের থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা

সঠিক বা বাস্তবসম্মত নয়।’’

২০২৪ সালে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পরে গত অগস্টে নয়াদিল্লিতে বসে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করেন হাসিনা। হাসিনা দাবি করেছিলেন, ক্ষমতায় ফেরার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরছেন না। তাঁর লক্ষ্য নিজের দেশকে ‘সঠিক পথে’ ফেরানো। তিনি বাংলাদেশে ফিরলে তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে, সেই আশঙ্কাও রয়েছে। তবে এ সবের তোয়াক্কা না করেই বাংলাদেশে ফিরতে চান আওয়ামী লীগ নেত্রী। সেই নিয়ে নয়াদিল্লি এবং ঢাকার মধ্যে চাপানউতরও শুরু হয়। এ বার এক সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে আবার দেশে ফেরার কথা বললেন হাসিনা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক

উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেন। অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-১ হুমায়ুন কবির, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী-২ শামা ওবায়েদ ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন, পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াদ ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান অংশ নেন।

অধিবেশনউদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কয়েকটি দেশ ও সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্যে রয়েছেন- তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, হাইতির প্রধানমন্ত্রী অ্যালিস দিদিয়ের ফিলজ-এম, মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ লাতিফ ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা। এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশপাশি ব্যবসাবাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা, রোহিঙ্গাসংকটসহ বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এ ছাড়া নিউইয়র্ক সময় বিকালে মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত জুলি বিশপ, ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্তোনিও কস্তা, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালেহ এবং মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্কের সঙ্গে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাতের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আয়োজিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং তাঁদের সহধর্মিণীদের সম্মানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান ও নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আন্তর্জাতিক দাতব্য ও মানবিক সংস্থার প্রতিনিধির সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে মতবিনিময় করবেন। এরপর বাংলাদেশের আয়োজনে রোহিঙ্গাসংকট বিষয়ক সাইড ইভেন্টে রোহিঙ্গাদের দ্রুততম সময়ে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর সহযোগিতা চাইবেন তিনি। পরে প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, নরওয়ে এবং স্পেন আয়োজিত বৈশ্বিক বৈষম্য সংকট মোকাবিলা বিষয়ক একটি সভায় বক্তব্য রাখবেন। বিকালে তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগে আয়োজিত 'ক্লাইমেট অ্যাকশন অ্যান্ড দ্য জাস্ট ট্রানজিশন' শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের সভায় যোগ দেবেন।

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময়

সোমবার রাতে 'হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক' হোটেলের লবিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। মাহদী আমিন বলেন, দেশপ্রেম, আবেগ, অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে দেশের ভবিষ্যৎ রূপকল্প কী হওয়া উচিত, কীভাবে বাংলাদেশের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং কীভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে, সেগুলো বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান একটি ঐতিহাসিক সফরে নিউইয়র্কে এসেছেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পক্ষে নিজেদের অবস্থান, ভিশন ও পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজকে তাদের সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঠিক একইভাবে বাবা-মায়ের মতো দেশপ্রেমকে ধারণ করে বাংলাদেশের স্বার্থ ও অধিকারের কথা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবেন।

মুখপাত্র বলেন, অতীতের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী এ সফরে এসেছেন। যাতায়াতের দুই দিন বাদে মাঝখানে মাত্র চার কর্মদিবস তিনি নিউইয়র্কে অবস্থান করবেন এবং বেশ কিছু দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন। পাশাপাশি সনাতনী ধারা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত এ সফরে ছোট্ট একটি বহর নিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে অত্যাবশ্যকীয় মিডিয়া, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্টাফসহ মাত্র ৩৫ জন রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানও এসেছেন। সফরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলাদা কোনো বৈঠকের সুযোগ আছে কি না- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরের মূল উদ্দেশ্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান। তাই আলাদা করে এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় আলোচনার তেমন সুযোগ হবে না।

জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রাতরাশে স্বস্ত্রীক তারেক রহমান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্কে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস আয়োজিত স্বাগত প্রাতরাশে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের আনুষ্ঠানিক ও ব্যস্ত সফর শুরু হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের নর্থ ডেলিগেটস লাউঞ্জে বিশ্বনেতা ও তাঁদের জীবনসঙ্গীদের সম্মানে এই প্রাতরাশ সভার আয়োজন করেন। প্রাতরাশের শুরুতে বিশ্বনেতারা একে একে তাঁদের সহধর্মিণীদের নিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চে ওঠেন এবং জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমানকে নিয়ে সেই মঞ্চে উঠে ফটোসেশনে অংশ নেন এবং আন্তোনিও গুতেরেস ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কুশলবিনিময় করেন। প্রাতরাশ শেষে সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে অনুষ্ঠিত ৮১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেন। এ অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা উপস্থিত রয়েছেন। সফরসূচি অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বেশ কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের কোনো বিকল্প নেই : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, 'মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের কোনো বিকল্প নেই।'

তিনি বলেন, 'মানবিক বিবেচনায় বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। সংকটের স্থায়ী সমাধানে রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমিতে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের কোনো বিকল্প নেই এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।'

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘের শরণার্থী-বিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালেহর সৌজন্য সাক্ষাৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্কে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সরকারী প্রেস সচিব একেএম নাজমুল হক বাসস'কে এ কথা জানান।

সহকারী প্রেস সচিব বলেন, দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধান, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর ও সমন্বিত ভূমিকা নিয়ে বৈঠকে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়।

দ্বিপাক্ষিক এই বৈঠকে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ সময় বারহাম সালেহ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের মানবিক ভূমিকার প্রশংসা করেন। সংকটের টেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আরও ১১ বোয়িং কিনছে বিমান, কাল নিউইয়র্কে চুক্তি

ঢাকা,মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের আরও ১১টি উড়োজাহাজ কিনতে চুক্তি করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। আগামীকাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় বিকাল ৪টায় (বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত ২টা) এ চুক্তি স্বাক্ষর হবে। এর আগে, এপ্রিলে বোয়িংয়ের কাছ থেকে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস। এর মাধ্যেমে বোয়িং থেকে এখন পর্যন্ত ২৫টি বিমান কিনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে মার্কিন সময় বুধবার বিকালে আরও ১১টি বোয়িং কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করবে বিমান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের উপস্থিতিতে এ চুক্তি স্বাক্ষর করবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত। এরপর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বোয়িংয়ের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট ড. ব্রেন্ডন নেলসন।

অতিরিক্ত ১১টি বিমান কেনার বিষয়টি গত এপ্রিলের ৩.৭ বিলিয়ন ডলারের চুক্তির অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হবে। নতুন এই চুক্তির ফলে বিমানের বোয়িং বিমান সংগ্রহের পরিকল্পনা মোট ২৫টিতে উন্নীত হবে।

এর আগে, গত ৩০ এপ্রিলে বোয়িংয়ের সঙ্গে ১৪টি বিমানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। এর মধ্যে আটটি ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, দুটি ৭৮৭-৯ এবং চারটি ৭৩৭-৮ মডেলের। চুক্তি অনুযায়ী, বোয়িংয়ের প্রথম উড়োজাহাজটি ২০৩১ সালের নভেম্বরের মধ্যে এবং বাকিগুলো ২০৩৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে বহরে যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ কেনার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান জানিয়েছিলেন, যে বোয়িং কেনার চুক্তি হয়েছে, এর পেমেন্ট এখন থেকে ধাপে ধাপে অনেক দিন পর্যন্ত হতে থাকবে এবং এই বোয়িংগুলো হাতে পাওয়া আমাদের জন্য লম্বা সময়ের ব্যাপার। আমরা কেউ যদি মনে করি যে, আমাকে এক্ষুনি বা খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক টাকা দিয়ে দিতে হবে, ব্যাপারটা মোটেই তা না। এ ছাড়া দীর্ঘদিন থেকে আমরা বোয়িং অপারেট করি। আমাদের পুরো সাপোর্টিং স্টাফ প্রস্তুত আছে, প্রশিক্ষিত আছে; সেই কারণেই আমাদের বোয়িংয়ের প্রতি কিছুটা বেশি পছন্দ করার প্রবণতা আছে।

রাশিয়ার পার্লামেন্ট ভোটে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ের নজির গড়ল পুতিনের দল!

সম্পর্কে গণভোটে! ফল বলছে, সাড়ে চার বছর আগে শুরু হওয়া যুদ্ধ সম্পর্কে পুতিনের অবস্থানে সায় রয়েছে রুশ আমজনতার। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ কার্যত সেই দাবি করে বলেন, ''ইউক্রেন যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত প্রথম এই পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করছে যে দেশের জনগণ প্রেসিডেন্ট পুতিনের নীতি ও নেতৃত্বের উপর ১০০ শতাংশ আস্থাশীল।''

গত ১৮-২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪৫০ আসনের ডুমার ভোট। সোমবার রাতে ৯৬ শতাংশ ব্যালট গণনার ফল বলছে, পুতিনের দল ইউনাইটেড রাশিয়া মোট ৩৫৫টি আসন জিতে 'সুপার-মেজরিটি' পেয়েছে। তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার প্রায় ৫৭.৮৩ শতাংশ। ২০২১ সালের নির্বাচনে ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টি ডুমার ৩২৪টি আসনে জয়ী হয়েছিল। এ বার তা ছাপিয়ে গিয়ে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে পুতিনের দল। ১৩.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টি। জিততে চলেছে ৪০ আসনে। প্রায় ৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৫ আসনে জিতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। চতুর্থ স্থানে ২০২০ সালে রুশ ধনকুবের অ্যালেক্সি নেচায়েভের গড়া উদারপন্থী রাজনৈতিক দল, নিউ পিপল। তাদের ঝুলিতে প্রায় ৮ শতাংশ ভোট এবং স্টেট ডুমার ২০টি আসন। সরাসরি ভোটে কোনও আসন না জিতলেও 'আ জাস্ট রাশিয়া' ৯৬ শতাংশ ভোটগণনা পর্যন্ত প্রায় ৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ভোটগণনায় ৫ শতাংশ ভোট পেলে তাদের বরাতে ডুমার প্রতিনিধিত্ব মিলবে। প্রসঙ্গত, স্টেট ডুমার নির্বাচন সমান্তরাল বা মিশ্র ভোটদান পদ্ধতিতে অনু-

ষ্ঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে মোট ৪৫০ জন ডুমা সদস্যকে ৫ বছরের জন্য নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে ২৫০ জন সরাসরি ২৫০টি আসন থেকে জিতে আসেন। বাকি অর্ধেক আসনে নির্বাচন হয় দলীয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে। প্রত্যেক ভোটার দু'টি আলাদা ব্যালট পেপার পান–একটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী নথিভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির নাম থাকে। অন্যটিতে থাকে, সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম যে নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রয়েছে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অংশে আসন পেতে হলে কোনও রাজনৈতিক দলকে অন্তত ৫ শতাংশ ভোট পেতে হয়। ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টি ২০০১ সাল থেকে রুশদেশের শাসকদল। ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এই দলের ঘোষিত সর্বেসর্বা ছিলেন পুতিন। পরে অবশ্য তিনি নেতৃত্ব থেকে সরে আসেন। খাতায়কলমে পুতিন এখন নির্দল রাজনীতিক। কিন্তু তাঁর সমর্থন রয়েছে ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টির দিকেই। ঘোষিত না-হলেও এখনও তিনি এই সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণকারী ব্যক্তি। তাই এই দলের সাফল্য কার্যত পুতিনের রাজনৈতিক সাফল্য।

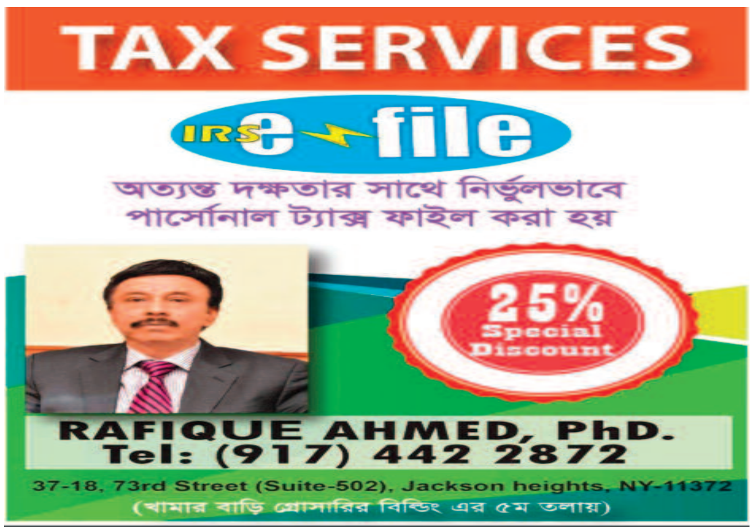

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোরখা ও নিকাব পরা নিষিদ্ধ করতে চলেছে ইটালি

নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে ইটালি সরকার। এ কথা জানিয়েছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। সেই সঙ্গে রবিবার শাসকদল ‘ব্রাদার্স অব ইটালি’র (এফডিআই)-র সভায় তাঁর ঘোষণা, ইটালির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশি পড়ুয়ার সংখ্যার ঊর্ধ্বসীমাও বেঁধে দেওয়া হবে।

বিগত কয়েক বছরে ইউরোপে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, লাটভিয়া, সুইৎজ়ারল্যান্ডের মতো দেশ বোরখা-সহ মুখঢাকা পোশাক পরা নিয়ে বিধিনিষেধ জারি করেছে। এ বার সেই পথে হাঁটতে চলেছে ইটালিও। জুলাই মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য এবং ইটালি সেনার অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল রোবার্তো ভান্নাচ্চির গড়া দল ন্যাশনাল ফিউচার (এনএফ) দেশ জুড়ে বোরখা নিষিদ্ধের দাবিতে প্রচার শুরু করেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সেই চাপই মেলোনির বোরখা-বিধিনিষেধ সংক্রান্ত ঘোষণার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউরোপে প্রবেশের ক্ষেত্রে অভিবাসীদের কাছে ইটালি অন্যতম প্রধান ট্রানজ়িট দেশ। আগামী বছর সেখানে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের আগে অভিবাসীদের মূলধারার সমাজের সঙ্গে ‘মানিয়ে নেওয়ার’ বিষয়টি প্রচারের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে। মেলোনি রবিবার দলীয় সমাবেশে বলেন, ‘‘যে সব বিদেশি শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বড় ধরনের সমস্যায় পড়ছে, তাদের মা-বাবাকেও ইটালীয় ভাষা শিখতে হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বোরখা ও নিকাব পরা নিষিদ্ধ করার বিষয়টিও এই প্রস্তাবে রাখা হয়েছে।’’

প্রসঙ্গত, ইটালিতে কোনও স্কুল বা জনসমাগমস্থলে সরাসরি বোরখা নিষিদ্ধ করার মতো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। তবে ১৯৭৫ সালের একটি আইনে বলা আছে, সঙ্গত কারণ ছাড়া মুখ বা পরিচয় ঢেকে রাখে, এমন পোশাক বা হেলমেট পরা যাবে না। ২০০৮ সালে ইটালির সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত একটি ব্যাখ্যা দেয়। তাতে বলা হয়, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কারণে পুরো মুখ ঢাকা পোশাক পরা যাবে। তবে পরিচয় শনাক্তের প্রয়োজন হলে মুখ উন্মুক্ত করতে হবে। মেলোনির জোটসঙ্গী অভিবাসন বিরোধী ‘লিগ পার্টি’ চলতি বছরের গোড়ায় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ ‘সেনেট অফ দ্য রিপাবলিক’-এ একটি প্রস্তাব এনেছিল। তাতে ক্রীড়া অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় উপাসনালয়ের মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ছাড়া মুখ ঢাকা পোশাক ও হেলমেট পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়।

‘আওয়ামী লীগ-বিএনপি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ’

পাঠকদের জন্য সোহেল তাজের করা ফেসবুক পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো-

আওয়ামী লীগ= বিএনপি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ?

ইতিহাস আড়াল আর বিকৃতি করার বিষয়ে যদি কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তার কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে যে এই দুই দল রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন ব্যক্তিকে বড় করার জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ বানাবার জন্য গোয়েবেলসিও কায়দায় নানাভাবে ব্যাপক অপতৎপরতা চালায়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতি করা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ছাড়াও আরও অনেকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার আমলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় চার নেতা (বাংলাদেশের প্রথম সরকার- মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য আড়াল এবং ছোট করা হয়েছে), জেনারেল ওসমানী এবং অন্যান্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে ছোট করা হয়েছে বা আড়াল করা হয়েছে।

এমনকি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক জিয়াউর রহমান, যিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন (পরবর্তীতে সংশোধন করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় ঘোষণা করেন) এবং বীরত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তাকে পর্যন্ত রাজাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের কাছে বাংলাদেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা আছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে ইতিহাস আড়াল আর বিকৃতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলের মতো পাঠ্য পুস্তকে আবার আরেক ধারায় ইতিহাস আড়াল আর বিকৃতি শুরু হয়েছে, এটা খুব নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক। আমি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একটি দেশের ইতিহাস থেকে নতুন প্রজন্ম অনেক ইতিবাচক জিনিস জানতে পারে শিখতে পারে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে তারাই সেই দেশটাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ রাজনীতির বাইরে রেখা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবেশন করা।

‘যুদ্ধে মাথা নোয়াব না’, রাষ্ট্রসংঘের

এদিন রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিতে গিয়ে পেজেস্কিয়ান বলেন, “আমরা সন্ত্রাসবাদী নই। আমরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষা করেছি। আমাদের দেশের উপর আমেরিকা ও ইজরায়েল কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে। আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে আমাদের নিরীহ জনগণ। তাই আমরা সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করেছি।” তিনি আরও বলেন, “হুমকি নস্যাৎ করতে ইরানকে শক্তিশালী হতে হবে। তবে তেহরান তার শক্তিকে আধিপত্য বিস্তারের কাজে ব্যবহার করতে চায় না। আমাদের উপর হামলা হলে তার জবাব আমরা

দেব।” পেজেস্কিয়ান এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীকে ‘আগ্রাসন’-এর কাজে ব্যবহার করতে দেবে না ইরান। আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান না করার জন্য আমেরিকার সমালোচনায় সরব হন পেজেস্কিয়ান। একইসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেন, “ইরান কখনই মাথা নত করবে না। কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে না।”

এদিকে মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ইরানকে হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। বলেন, “হয় শান্তিচুক্তি হবে অথবা ইরানকে নরকে পাঠাব। ইসলামি প্রজাতন্ত্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। এবং তা করব দ্রুত যাতে তারা আর কখনওই মানুষ ও দেশকে হত্যা ও ধ্বংস করার সুযোগ না পায়।” এরপর বুধবার সকালে রাষ্ট্রসংঘে ট্রাম্পের দূতের সঙ্গে ৩ ঘণ্টার বৈঠক সারেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিমানবন্দরে শি জিনপিংকে লালগালিচায় বরণ ট্রাম্পের

ঐতিহ্যগতভাবে ট্রাম্প সচরাচর বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের হোয়াইট হাউসে অভ্যর্থনা জানিয়ে থাকলেও শি জিনপিংয়ে ক্ষেত্রে বিমানবন্দরে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়টি বেশ ব্যতিক্রমী ও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

শি জিনপিংয়ের তিন দিনের এই রাষ্ট্রীয় সফর ঘিরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তাইওয়ান ইস্যু, ইরান যুদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদসহ একাধিক স্পর্শকাতর বিষয় আলোচনায় আসার কথা রয়েছে।

বুধবার বিমান থেকে নামার পর দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁদের স্ত্রীরা উষ্ণ কুশল বিনিময় করেন। এ সময় বিমানবাহিনীর সুসজ্জিত ব্যান্ড দলের সংগীত পরিবেশনা, তোপধ্বনি এবং আকাশে দুটি বি-১ বোমারু বিমানের লো-ফ্লাইওভারের মধ্য দিয়ে শি জিনপিংকে এক অভাবনীয় সামরিক সম্মাননা জানানো হয়।

সেখান থেকে হোয়াইট হাউসে ফিরে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, শি জিনপিংয়ের এই সফরে ইরানের যুদ্ধের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে।

এই তিন দিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফরে দুই নেতার আলোচনার টেবিলে প্রধানত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিরাপত্তা, তাইওয়ান সংকট, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, ইরানের যুদ্ধ এবং সংকটময় খনিজ সম্পদের মতো জটিল ও সমসাময়িক বিষয়গুলো স্থান পাচ্ছে।

শির সফরের প্রথম দিনেই একটি বড় অর্থনৈতিক অগ্রগতির খবর জানিয়েছেন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের মধ্যকার অর্থনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে বর্তমান বাণিজ্য যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছে। এর ফলে দুই দেশ বাণিজ্যের নানা অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এবং বোঝাপড়া আরও দৃঢ় করতে আরও কিছুটা সময় পেল।

শি জিনপিংয়ের এই সফরের বাকি দিনগুলোতেও রয়েছে জমকালো ও ব্যস্ত সব কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের স্টেট ফ্লোরে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা, রোজ গার্ডেনে সামরিক অভিবাদন গ্রহণ এবং পরবর্তীতে দুই নেতার মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া, রাতেই হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে চীনা প্রতিনিধিদলের সম্মানে এক জঁ-াকজমকপূর্ণ নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। এই নৈশভোজে মার্কিন রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি জায়ান্ট ও করপোরেট প্রধানদের উপস্থিতি বিশেষভাবে নজর কাড়ছে। আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন আমাজনের জেফ বেজোস, টেসলার ইলন মাস্ক, মেটার মার্ক জাকারবার্গ, গুগলের সুন্দর পিচাই, ওপেনএআইয়ের স্যাম অল্টম্যান, এনভিডিয়ার জেনসেন হুয়াং এবং অ্যাপলের টিম কুকের মতো বিশ্বখ্যাত উদ্যোক্তারা।

এরপর সফরের শেষ দিন শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেদির সঙ্গে ব্যক্তিগত চা চক্রে অংশ নেবেন শি জিনপিং ও তার স্ত্রী। এছাড়া ন্যাশনাল আর্কাইভস পরিদর্শন করে ঐতিহাসিক সব মার্কিন জাতীয় দলিলপত্র ঘুরে দেখবেন তারা। এর পরপরই শি জিনপিংয়ের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের কথা রয়েছে।

ওবামা প্রশাসনের সময় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের পর এটিই শি জিনপিংয়ের প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বৈরিতা এবং বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ডায়ানার মৃত্যুতে রাজপরিবারের কেউ কেউ ‘স্বস্তি’ পান– প্রকাশিত বইয়ে দাবি ভাইয়ের

ঢাকা, প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু ও ব্রিটিশ রাজ-পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন তার ছোট ভাই চার্লস স্পেন্সার। নতুন বই ‘সোয়ান সং: ডায়ানা, মাই সিস্টার’-এ তিনি দাবি করেছেন, ডায়ানার মৃত্যুর পর ব্রিটিশ রাজপরিবারের কেউ কেউ স্বস্তি পেয়েছিলেন। এমনকি ডায়ানার সাবেক স্বামী ও তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলস চার্লস তাকে নিয়ে বলেছিলেন, ‘আ-মরা তাকে খুব শিগগিরই ভুলে যাব।’

চার্লস স্পেন্সার, নবম আর্ল স্পেন্সার, বইটিতে তার বোনের জীবন, মানসিক অবস্থা, রাজ-পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং ১৯৯৭ সালে তার মৃত্যুর পরের ঘটনাগুলো নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরেছেন। ২২ সেপ্টেম্বর বইটি প্রকাশের আগেই এর কিছু অংশ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

বইয়ের একটি অংশে স্পেন্সার লিখেছেন, ডায়ানার এডিএইচডি ছিল বলে তিনি মনে করেন। তার দাবি, এ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ‘রিজেকশন সেনসিটিভ ডিসফোরিয়া’ও ডায়ানার ছিল। অন্যের প্রত্যাখ্যান বা সমালোচনার মুখে তীব্র মানসিক কষ্ট অনুভব করাকে তিনি এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ডায়ানার মৃত্যুর পর রাজপরিবারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বইয়ে সবচেয়ে বিতর্কিত কিছু দাবি করেছেন স্পেন্সার। তার দাবি, ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ডায়ানার গাড়ি দুর্ঘটনার খবর প্রথম শুনে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ বলেছিলেন, ‘সে এখন কী করছে?’ পরে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে পারেন তিনি।

প্যারিসে গাড়ি দুর্ঘটনায় ডায়ানার মৃত্যুর পর বিশ্বজুড়ে ব্যাপক শোকের সৃষ্টি হয়। তবে রাজপরিবারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে যুক্তরাজ্যে সমালোচনাও হয়েছিল। ডায়ানার মৃত্যুর পাঁচ দিন পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

স্পেন্সার তার বইয়ে লিখেছেন, বাকিংহাম প্যালেসের ভেতরে থাকা কিছু মানুষ ডায়ানার মৃত্যুর ঘটনায় ‘স্বস্তি–এমনকি আনন্দও’ পেয়েছিলেন বলে তার মনে হয়েছিল।

ডায়ানার মৃত্যুর কয়েক দিন পর তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলস চার্লসের সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়েছিল বলে বইয়ে লিখেছেন স্পেন্সার। তার দাবি, ফোনে চার্লসকে অস্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বসিত মনে হয়েছিল। স্পেন্সার লিখেছেন, তার কণ্ঠে এমন উচ্ছ্বাস ছিল যেন তিনি লটারি জিতেছেন।

ওই ফোনালাপে ডায়ানার শেষকৃত্যে উইলিয়াম ও হ্যারিকে মায়ের কফিনের পেছনে হাঁটানোর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন স্পেন্সার। তখন উইলিয়ামের বয়স ১৫ এবং হ্যারির ১২ বছর। স্পেন্সারের মতে, মায়ের মৃত্যুর পর এত অল্প বয়সে দুই ছেলেকে বিশ্বজুড়ে সম্প্রচারিত শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে সামনে রাখা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তার দাবি, চার্লসকে লক্ষ্য করে কেউ যেন কটূক্তি করতে না পারে, সে জন্য দুই সন্তানকে এক ধরনের ‘ঢাল’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

বইয়ে স্পেন্সার আরও দাবি করেছেন, ডায়ানার জনপ্রিয়তা নিয়ে চার্লসের মধ্যে আগে থেকেই ঈর্ষা ছিল। মৃত্যুর পর ওই ফোনালাপে চার্লস ডায়ানাকে নিয়ে তার ‘জমে থাকা ক্ষোভ’ প্রকাশ করেন বলেও দাবি করেন তিনি।

স্পেন্সারের বর্ণনা অনুযায়ী, চার্লস তখন বলেছিলেন, ‘নিশ্চিত থাকুন, আমরা তাকে খুব শিগগিরই ভুলে যাব।’

বইয়ের প্রথম অংশ ডেইলি মেইলে প্রকাশিত হওয়ার পর বাকিংহাম প্যালেস প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। রাজপরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নীতিগত কারণে তারা সাধারণত কোনো বই নিয়ে মন্তব্য করেন না। তবে বিবৃতিতে বলা হয়, বহু বছর পরও ভাই হারানোর শোক মানুষের যুক্তিবোধকে প্রভাবিত করতে পারে। এই শোক বিচার-বিবেচনা ও স্মৃতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যা অন্যরা বুঝতে নাও পারেন।

বইয়ে স্পেন্সার লিখেছেন, ডায়ানার শেষকৃত্যের দিন রানির পক্ষ থেকে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে তার ‘হার রয়্যাল হাইনেস’ (এইচআরএইচ) উপাধি মৃত্যুর পর পুনর্বহালের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে, মৃত্যুর পর ওই উপাধি ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো অর্থ ছিল না।

বাকিংহাম প্যালেসের দীর্ঘদিনের অবস্থান হলো, ডায়ানা বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্বেচ্ছায় ওই উপাধি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে স্পেন্সারের দাবি, উপাধি হারানোর ঘটনায় ডায়ানা গভীরভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন।

বইয়ে ডায়ানার মৃত্যুর সঙ্গে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছেন স্পেন্সার। স্পেন্সারের ভাষ্য, পাপারাজ্জিরা অনেক সময় ডায়ানাকে উত্তেজিত বা অস্বস্তিতে ফেলতেন। পরে তার সেই প্রতিক্রিয়ার ছবি তুলে সংবাদ প্রকাশ করা হতো।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বেরিয়ে আসছে ইউনূস সরকারের লুটতন্ত্রের ইতিবৃত্ত

অদিতি করিম

ইউনূস সরকারের আরেক উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে দশ হাজার কোটি টাকা পাচারের একডজন অভিযোগ দুদকের কাছে জমা পড়েছে। এসব অভিযোগে বলা হয়েছে, আসিফ নজরুল উপদেষ্টা হওয়ার পর দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করেছেন। আসিফ নজরুল বিচারক, আইন কর্মকর্তা, সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ ও বদলির মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে একাধিক অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। জামিন বাণিজ্য এবং বদলি বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে এই সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে।

আসিফ নজরুল সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করেছেন বলে অভিযোগ আছে। তবে এই বিতর্কিত উপদেষ্টা তার অধিকাংশ অবৈধ অর্থ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেনামে সম্পদ ক্রয় করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এবং ফ্লোরিডায় আসিফ নজরুলের সম্পদের তথ্য রয়েছে লিখিত অভিযোগে।

ইউনূস সরকারের আরেক প্রভাবশালী প্রভাবশালী উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বিরুদ্ধেও আট হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ জমা পড়েছে দুদকে। এসব অভিযোগে বলা হয়েছে, সাবেক মন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বিপুল সম্পদ বিক্রি করে রিজওয়ানার স্বামী আবু বকর সিদ্দিকী দুবাইয়ে পাচার করেছেন। এ ছাড়া রিজওয়ানার অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ দিয়ে তার স্বামী দুবাই এবং লন্ডনে ব্যবসা পরিচালনা শুরু করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

দুদকের সূত্র গুলো জানিয়েছে, ইউনূসের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম উপদেষ্টা থাকাকালীন সময়ে তার নিকটাত্মীয়ের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন বলে দুদকের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে।

দুদকের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দু-একজন বাদে সব উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুদকের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে, ইউনূস ও তার উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে।

দুদকের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এসব অভিযোগ পর্যালোচনা করা হবে। যেসব অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাবে, সেগুলো অনুসন্ধান করা হবে। আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

দুদক নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত বলে দেশবাসী আশা করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্ন হলো, একটি অভূতপূর্ব গণজাগরণের প্রেক্ষাপটে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি সরকার কিভাবে এভাবে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হলো?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের বাংলাদেশের সুশীল সমাজের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আমাদের সুশীল সমাজ যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই নিজেদের আখের গোছানোর কাজ করেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আমাদের দেশের অধিকাংশ সুশীল সমাজের নেতারা বিদেশি টাকায় এনজিও চালান। দেশের মানুষের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এরা এক-এগারোর সময় ক্ষমতা দখল করেছিল, কিন্তু দেশের মানুষের কোন কল্যাণ করেনি, বরং তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। তবে ইউনূস সরকার দুর্নীতি এবং প্রতারণায় অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সময় যতই গড়াচ্ছে, ইউনূস সরকারের দেড় বছরের অপকর্মের ফিরিস্তি ততই লম্বা হচ্ছে। শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে দেড় বছরের শাসনকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দুর্নীতি এবং অর্থপাচারে ইউনূস এবং তার সহযোগীরা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এক বছরের ব্যবধানে সু-ইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৫ সালের হিসাব অনুসারে, ওই দেশের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ কোটি ৪১ লাখ সুইস ফ্রাঁ (সুইজারল্যান্ডের মুদ্রা)। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৯ কোটি সুইস ফ্রাঁ।

দুর্নীতি দমন কমিশনকে ধন্যবাদ। তারা সাহসিকতার সঙ্গে মব সন্ত্রাসের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং এই সময়ের সবচেয়ে আলোচিত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। দেশের মানুষ চায়, ইউনূস সরকারের সব উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হোক। দুর্নীতি দমন কমিশন যেভাবে কাজ করছে তাতে আমরা আশাবাদী হতেই পারি।

www.jonmobhumi.com

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় রাকিবুল হাসান নিহত

সোনাইমুড়ীর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন।

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত ব্যস্ততম বেল্ট পার্কওয়েতে গাড়ি চালানো অবস্থায় এই ঘটনাটি ঘটে।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, রাকিবুল হাসান তাঁর টয়োটা প্রিয়াস গাড়ি নিয়ে উবার রাইড শেয়ারিং সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বস্টন/কুইন্সের দিকে যাওয়ার পথে বেল্ট পার্কওয়ের প্লাম বিচ এলাকায় পেছন থেকে আসা একটি দ্রুতগতির বিএমডাবিউ

গাড়ি সজোরে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা দেয়। আক্রমণাত্মক ধাদক্কায় রাকিবুলের গাড়িটি সড়কের রোড ডিভাইডার টপকে অপর পাশের লাইনে গিয়ে পড়ে এবং বিপরীত দিক থেকে আসা একটি হোন্ডা এসইউভির সাথে মুখোমুখি আঘাত পায়।

দুদর্ঘদটদনার পর গুরুতর আহাত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে দ্রত এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গন হাসপাতাল-ব্রুকলিনে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নোয়াখালীর তরুণ রাকিবুলের এমন অকাল প্রয়াণে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী কমুউনিটি ও উবারচালকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

তদন্তাধীন মামলা: একাধিক গাড়ির ত্রিমুখী সংদঘর্ষেদর পর নিউইয়র্ক পুলিশ ঘটনার আইনগত তদন্ত চালাচ্ছে।

জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের উদ্যোগে 'ব্যাক টু স্কুল কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত

মানুষ সহ ভিনদেশীরাও এই আয়োজন উপভোগ করেন। বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো শিশু-কিশোর- কিশোরীদের জন্য নানা রাইড, খাবার থেকে শুরু করে পোষাক ও পারফিউমের স্টল সহ হরেক রকমের স্টল,

ইসলামিক সঙ্গীত প্রভৃতি। এই আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলো উৎসব কুরিয়ার, ফ্যামিলি হেলথকেয়ার প্রতিষ্ঠান ফিলজাস, মাসকেয়ার, ভালো প্রভৃতি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী এই ইসলামিক মেলায় উল্লেখিত আয়োজনের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র সহ সভাপতি আফতাব মান্নান, সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মাওলানা শহীদুল্লাহ, বিশিষ্ট রাজনীতিক সামসুল ইসলাম মজনু, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মঈন পাটোয়ারী, জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের ডিরেক্টর আরিফ চৌধুরী, কো অর্ডিনেটর ইয়াসীন ইসলাম প্রমুখ।

সকাল থেকে বিভিন্ন ভেন্ডার, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাইল্যান্ড এভিনিউ থেকে শুরু করে গোথিক ড্রাইভ পর্যন্ত জেএমসি ওয়ের উপর নানা স্টল বসে। সেই সাথে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের জন্য একাধিক রাইড স্থাপন করা হয়। বেলা একটার দিকে সপরিবারে মানুষ এসে যোগ দিতে থাকেন। সর্বস্তরের মুসলিম পরিবারের শত শত মানুষের উপস্থিতিতে অপরাহ্নে জমে উঠে জেএমসি ওয়ে। ভিনদেশীরাও উপভোগ করেন এই আয়োজন। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলে 'ব্যাক টু স্কুল কার্নিভাল'। এতে জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্ব পালন করেন।

Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation

Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in.

- আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
- একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন ।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

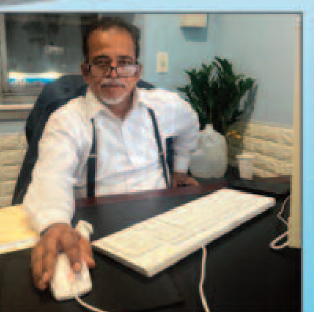

Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত : নতুন কমিটি গঠিত

মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতার মর্যদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী

নিউইয়র্ক'-এর উদ্যোগ ও আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন-২০২৬। সম্মেলনে বক্তারা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন নেতা ছিলেন যাকে চিনতে-জানতে আরো গবেষানা করতে হবে, তাঁর উপর আরো পড়াশুনা করতে হবে, জানতে হবে। বক্তারা বলেন, মাওলানা ভাসানী বিরুদ্ধে নানা আপ্রচার হয়েছে, অপপ্রচার চলছে। তিনি কখনোই হিন্দু বিদ্বেষী নেতা ছিলেন না। ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টার-বৌদ্ধ তথা সর্বস্তরের জনমানুষের নেতা। জাতীয় নেতা হিসেবে আমরা তার যথাযথ সম্মান জানাতে পারিনি। বক্তারা বলেন, কিন্তু সময় ফুরিয়ে য়ায়নি। মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতা হিসেবে মর্যদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে স্মরণ করা উচিৎ। সম্মেলনে ১০ দফা রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়।

রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ষষ্ঠ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান। গেস্ট অর্ব অর্নার ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয় উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের সাবেক মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া সাথী, ভাসানী চর্চা কেন্দ্র-কলকাতা'র প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও নির্মাতা সৌমিত্র দস্তিদার এবং ভাসানী গবেষক জুনাইদ এহসান।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মূল পর্বের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের এবং ভাসানীর উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তফা করিম ফরিদ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ষষ্ঠ মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬ উদযাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ টিপু সুলতান, আহ্বায়ক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক নাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্মেলন উদযাপন কমিটির সাংস্কৃতিক পর্বের প্রধান নূর আমীন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব শাহাব উদ্দিন সাগর।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মোড়ক উম্মোচনও করা হয় মূল মঞ্চে। কবিতা আবৃত্তি করেন সাদেক খান ও হারুন উজ জামান ভূঁইয়া। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, নীলিমা শশী ও করিম হাওলাদার। এই পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন সম্মেলন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক এসএম ফেরদৌস।

নতুন কমিটি গঠিত:

সম্মেলনে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির মেয়াদ চলতি বছরে শেষ হওয়ায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম সভাপতি ও সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্কের উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ৬ষ্ট মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রসঙ্গত: আলী ইমাম দ্বিতীয়বারের মতো সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২৫ সদস্যের কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সহ সভাপতি-মোস্তফা করিম ফরিদ, সহ সভাপতি- কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, যুগ্ম সম্পাদ-নাজমুল আলম শ্যামল, সাংগঠনিক সম্পাদক-এস এম ফেরদৌস, কোষাধ্যক্ষ- নূর আমিন, ওভারসিস সম্পাদক-আতাউর রহমান আতা, প্রচার, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক-তানভির করিম, মহিলা বিষয়ক

সম্পাদক- নার্গিস রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক-দেলোয়ার হোসেন শিপন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক-সৌমিত্র দস্তিদার। কার্যকরী সদস্যরা হলেন: এম এ সাদেক, শাহ আলম দুলাল, খন্দকার ফরহাদ, মাহমুদ খান তাসের, কিউ জামান, আবদু রহিম হাওলাদার, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ফারুক হোসেন মজুমদার, বাসেত রহমান, বিল্লাল চৌধুরী, মইন উদ্দিন নাসের (পদাধিকার বলে সদস্য)। এ কমিটি ঘোষণা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের। কমিটি ঘোষণার সময় জানানো হয় সম্মেলনোত্তর কার্যকরী কমিটির বৈঠকে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করা হবে। এ কমিটি ২০২৭-২০৩০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

সম্মেলনে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সংসদ সদস্য মমতাজ আলো এবং ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসেন খান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফিরোজ আহমেদ, সমন্বয়কারী কাজী আজম সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভাসনী ভক্ত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন।

শিশুদের প্রযুক্তি ও শিক্ষায় সহায়তায়

সুযোগ বাড়াতে মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়াট্রাম্পের 'ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার' উদ্যোগের আওতায় সাতটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন অংশীদারিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে এ অংশীদারিত্বের ঘোষণা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের 'স্পেশাল এনভয় ফর বেস্ট ফিউচার জেনারেশনস' চ্যারিটি ওয়ালেসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এসব প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়। নতুন অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো হলো–অ্যাডোবি, অ্যামাজন, গুগল, ইন্টেল, এন৫০, স্টারলিংক ও জুম। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও), শিক্ষা প্রযুক্তি, ডিজিটাল দক্ষতা, ইন্টারনেট সংযোগ এবং কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ।

অ্যাডোবি বিশ্বব্যাপী পাঁচটি ভাষায় তাদের এক্রোবেট স্টুডেন্ট স্প্যাসেস কর্মসূচি সম্প্রসারণ করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যসামগ্রীর ওপর ভিত্তি করে বিনামূল্যে এআই-চালিত পড়াশোনা ও সৃজনশীল কাজের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবে। অ্যামাজন ১৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে লাখো শিক্ষার্থীর জন্য সফটওয়্যার প্রকৌশলের এআইএজেন্ট কিরো-তে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ করবে। রোমানিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ও এর আওতায় রয়েছে। একই সঙ্গে অ্যামাজনের বিনামূল্যের এডব্লিউএস একাডেমী ইতোমধ্যে ২০ লাখের বেশি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অ্যামাজন খলিফা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথভাবে এডব্লিউএস ডাটা সেন্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করবে। এতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ক্যারিয়ার সুযোগ পাবে। দেশটিতে ৪৫০টির বেশি স্কুলে কোডিং ক্লাব চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।

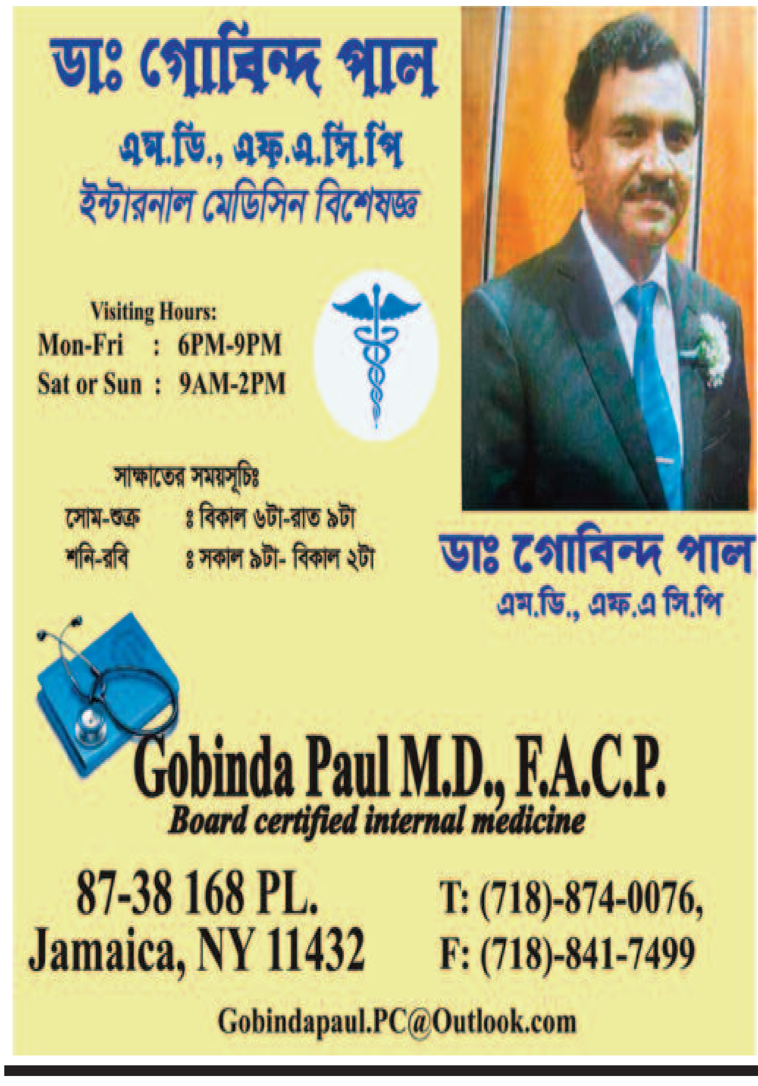

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি Vol 26 No.29 Thursday 24 September 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com
অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

AN OPEN LETTER

To

Prime Minister Honorable Tarique Rahman

Act now to stop lynching and incarceration of non-Muslim religious and ethnic minorities in Bangladesh on fabricated charges of blasphemy.

Unconditionally release Prisoner of Religious Conscience Hindu monk Shri Chinmoy Krishna Das.

Who massacred the family of retired Hindu minority schoolteacher Ganapati Chakraborty in Rangpur on August 21, 2026? We seek neither infantile narratives nor the scapegoating of individuals in the name of delivering instant "justice." We seek the truth, genuine justice, and a permanent solution to the existential crisis facing Bangladesh's religious & ethnic minorities.

The Honourable Tarique Raham
Prime Minister
People's Republic of Bangladesh

Dear Mr. Prime Minister:

Welcome to the City of New York and to the United Nations!

We sincerely hope that you will receive the strong support from the international community necessary not only to advance Bangladesh's economy but also to guide the country toward better democratic governance, free from corruption, repression of the political opposition, media and free thinkers, terrorism, and the relentlessly raging campaign of religious and ethnic cleansing that religious extremists continue to carry out with total impunity.

Mr. Prime Minister, the people of Bangladesh overwhelmingly voted you into power at a critical juncture when both democracy and the very history of our independence movement to establish a secular, democratic nation in 1971 faced an existential threat. Moderate Muslims and the country's religious and ethnic minorities alike welcomed your party's victory and your assumption of the office of Prime Minister, hoping that, having lived in the United Kingdom, one of the world's renowned secular-democratic nations, for a long time, you would protect and promote democracy and safeguard the equal rights of all citizens, regardless of their gender, ethnicity, or religious affiliation.

We were deeply heartened by your promise that the religious and ethnic minorities of the country would be treated as "equal" citizens. We have, therefore, remain hopeful that you will take meaningful steps to address the existential crisis facing the country's minorities.

Unfortunately, however, the campaign of atrocities including daily humiliation by denigration, persecution and torture; the desecration and destruction of deities and temples; looting; arson; kidnaping; rape; forced conversion; the murder of entire families; denial of access to employment; incarceration; denial of justice; and lynching based on fabricated charges of blasphemy, has continued unabated. Most importantly, the denial of justice, a systemic problem that has plagued the nation for decades, has also persisted. The reign of terror unleashed by the religious extremists against the minorities on August 4, 2024, and which raged with full fury under the interim government led by Nobel Peace Laureate Dr. Yuns, has not ceased.

In the absence of media reporting on minority persecution, *Human Rights Congress for Bangladeshi Minorities* reported 824 incidents of horrifying violence against the country's minorities in a six-month period between Januray1 and June 30, 2026 (www.hrcbm.org, July 23, 2026). This report is corroborated by the report published on July 27, 2026 by *Bangladesh Hindu Bouddha Christan Oikya Parishad* (www. bhbcop.org). According to their report, while "2,184 incidents of atrocities were conducted against the minorities between August 5, 2024, and December 31, 2024; 522 atrocities were conducted during the year 2025; and 257 between January 2026 and June 30, 2026 (partial), out of which 44 were incidents of murder."

Mr. Prime Minister, in the face of blatant discrimination, intermittent pogroms and massacres, such as the Logang Massacre, Baniar Char Massacre, and the pogroms in Ramu, Nasir Nagar, Abhay Nagar, Guimara-Khagrachari, as well as horrifying hate crimes such as the lynching of Dipu Chandra Das, which was accompanied by a mass celebration by the religious extremists of burning an "infidel" alive with fanfare, tens of millions of Hindus, Buddhists, and Christians of the country have been forced to flee the country, only to live as undocumented aliens in neighboring India, and elsewhere around the world. Consequently, whereas the minorities of Bangladesh who represented approximately 20% of the total population in late 1970, they represent a mere 9% or less today (*Bangladesh Census Report 2022*).

Please Continue to next page

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

On July 28, 2011, **Hon. Robert Dold** reported to the U.S. Congress that, since 1947, 49 million Hindus were "missing" from Bangladesh's population (*https://www.youtube.com/watch?v=LQOghIetg3Q*)/. Professor Dastidar, who was cited by Hon. Robert Dold, now estimates, as of November 14, 2025, that the number stands at 70 million today. Extremely sadly, according to Professor Abul Barakat's statistical analysis of the past rate of exodus of the minorities, the Hindus, are predicted to become extinct by 2046: "No Hindus will be left after 30 years" (November 20, 2016, *Dhaka Tribune*).

Whenever the intensity of this vicious campaign of hate crimes escalated dramatically, our predecessors such as Nobel Peace Laureate Dr. Muhammad Yunus during August 2024 and early February 2026, tried to cover them up by falsely arguing that they were not targeted acts of minority persecution but rather the result of "poor law and order." Indeed, **they are hate crimes**; we have historically witnessed only the places of worship of the Hindus, Buddhists and Christians being desecrated and burned down, entire minority neighborhood set ablaze on Christmas Eve, and nationwide coordinated attacks on the Hindus during their highest holiday of the year—*Durga Pooja*, for example. Given that the minorities share of the population is only 9%, if 91% of such atrocities were conducted against the Muslims, only then one could attribute them to "poor law and order" situation. Although your government has not taken recourse to such despicable chicanery—and we appreciate that—, your Home Affairs Minister or the army, which serve as Peace Keepers for the United Nations around the world, have not taken any meaningful actions to stop this vicious campaign either, which has been interpreted by the religious extremists as impunity. Nevertheless, we still expect you to deliver on your promise.

For Bangladesh to become part of the international community of civilized democratic nations, which must be your goal as the country's prime minister, the ongoing carnage of religious and ethnic cleansing must stop immediately and once for all. This can only be achieved by first acknowledging that the atrocities facing Bangladesh's minorities constitute deliberate **hate crimes** and identifying the reasons why the non-Muslim minorities are being **treated like an expendable commodity**. The next step ought to be **establishing a formidable and sustainable mechanism to effectively deal with this issue**. Such a mechanism must possess adequate judicial tools to address the thousands of pending cases of minority persecution that were submitted to your predecessor by t*he Judge Sahabuddin Commission* in 2011, confront ongoing atrocities, and act as a deterrent against future sectarian violence targeting the country's minorities.

By incorporating highly effective legal provisions that other nations have developed to protect their minorities from bigoted religious and racial supremacists, such as the **Hate Speech and Crime Law** in the United States, we have drafted a **Minority Protection Act** bill, which we will email to your office along with this letter shortly.

Since the entire nation, including the country's minorities, voted you to power with an overwhelming majority, and since your party enjoys absolute majority in parliament, you can easily accomplish this extremely important goal if you have the will to do so.

According to national as well as international experts on what motivates religious and ethnic cleansing, the atrocities are occurring in Bangladesh for **two primary reasons**:

i. **A large segment of the country's population is taught from childhood by private religious tutors and through waz sermons that non-Muslims are "infidels," "dirty," and "inferior even to animals" and, therefore, must be shunned. They are additionally instructed by many clerics through video instructions that it is an obligation for every Muslim to destroy non-Muslims' deities and temples, and that seizing their property and using their women for sexual gratification is not only not a crime but also not a sinful act.**

ii. **Perpetrators of atrocities against minorities have never been prosecuted or punished, except in a handful of internationally known cases involving rape and murder, thus sending out a clear and loud signal that eliminating the minorities through violence is not a punishable offense at all.**

There are multiple Muslim majority nations in the world, where such practices are not encouraged. Consequently, in countries such as Indonesia and Lebanon, the non-Muslims are not specifically targeted for elimination through violence. Bangladesh, where Hindus and Muslims have lived side by side in intercommunal harmony for centuries, can also follow those nations rather than following Pakistan or Afghanistan.

Mr. Prime Minister, you know that in the United States, where you are now, minorities have served as the country's Foreign Affairs Minister, Defense Minister, Chief of Army Staff, and even President. Whereas **minority empowerment** is the norm in civilized world, today; but, in Bangladesh, by contrast, almost all minority citizens holding respectable positions anywhere, including in the education sector, have been forced to resign or removed by force, in the past two years. You **spent a substantial part of your life in a civilized European nation** where you witnessed firsthand how the minorities are treated Hence, naturally, we have higher expectations of you. We expect you to deliver on the promises you made both during your election campaign and after assuming the office of Prime Minister, specifically about "equal" rights of all citizens of the country.

Based on our hope that you will indeed endeavour to transform Bangladesh into civilized nation where people of all faiths and ethnicities can live with human dignity, religious freedom, and equal rights as citizens of the country, we humbly seek the following reliefs form you and your party, the **Bangladesh Nationalist Party (BNP):**

Immediate Relief Sought:

i. **Immediately and unconditionally release Prisoner of Religious Conscience Shri Chinmoy Krishna Das**, who has been imprisoned on fictitious sedition and murder charges for two years simply because he had demanded that the Chief of the Interim Government Nobel Peace Laureate Dr. Yunus safeguard the minorities' religious freedom, take action to stop atroci ties against the minorities, and bring the criminals to justice.

ii. **Immediately release all the members of minority communities** who have been incarcerated under the **Digital Security Act**, which is currently serving as a substitute for **Blasphemy Law**.

iii. **Immediately stop the practice of propagating hatred through textbooks, classroom instructions, and waz sermons through an executive order.** Relevant actors should be required to teach that, "All humans are equal, their lives and property equally precious, and we should treat others as we would like to be treated."

iv. **Immediately take concrete measures to stop the ongoing practice of threatening to burn Hindus and other minorities alive and forcing them to convert or leave the country.**

v. **Immediately fully implement the Chittagong Hill Tracts Peace Accord**.

Permanent Relief Sought:

I. Please pass the **Minority Protection Act by using the draft bill we are sending to you along with this memorandum**. Please note that, for this measure to be effective, this Act must include the provisions establishing:

— **Designation of the religious and ethnic minorities as "minorities"**
— **A Hate Speech & Crime Law incorporating all the provisions we have included**
— **A Minority Affairs Ministry**
— **A Minority Human Rights Commission**
— **A Minority Religious Foundation modeled exactly on the existing Islamic Foundation, which was created in 1974**

Mr. Prime Minister, the minorities of Bangladesh are extremely vulnerable. You cannot possibly protect them, even if you sincerely want to, without enacting a comprehensive and formidable Minority Protection Act. Having strong laws in place matter. Anarchy would reign supreme unless nations had strict laws and those laws were strictly implemented. Please recall that, in the 1980s we witnessed to our horror young women's faces being disfigured every now and then by thugs by throwing acid at them simply because they refused to comply with their lewd demands. After your mother, former Prime Minister Begum Khaleda Zia, enacted the Acid Aparadh Daman Ain "*Acid Crime Control Act of 2002*" explicitly classifying acid attacks as a heinous criminal offense with severe penalties, including life imprisonment and even the death penalty, this horrifying social evil disappeared forever.

We are asking you to do just that. The goal of the proposed **Minority Protection Act** is actually intended to serve primarily as a strong deterrent against future acts of sectarian violence against Bangladesh's religious and ethnic minorities just as the *Acid Crime Control Act of 2002* has not only deterred but almost completely eliminated acid attack on young women.

We fervently hope that you will consider our proposal seriously and take immediately action to protect the country's minority citizens. The minorities of Bangladesh would remain eternally grateful to you for this act, which will enable them to live in their ancestral homeland, peacefully.

We wish you a long, healthy, and productive life.

Thank you for your anticipated action.

Sincerely,

Bishnu Gope, *General Secretary*
Dr. Thomas Dulu Roy, Dwijen Bhattacharjya, Ph. D., and **Ranabir Barua**, Presidents
Professor Nabendu Dutta, *Chairman*
On Behalf of the
Executive Committee and Board of Directors
Of

Bangladeshi Hindu, Buddhist & Christian Unity Council, USA

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচন্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটু চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন।
হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে।
প্রেমের সম্পর্কে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যাঁরা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন।শেয়ারে একটু ওঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে।ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না।অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে।এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না।
বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উঁচু স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন।সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে।পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার।
কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

আদিশক্তির অপর নাম ‘দুর্গা’, জানেন আসল অর্থ?

বাঙালির আবেগ ও আরাধনায় যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, পুরাণের পাতায় তিনিই ধরা দেন নানা রূপে। সংসারের মহাসমুদ্র পার করার কাণ্ডারী হিসেবে ভক্তহৃদয়ে দেবীর আগমন ঘটে দুর্গতিনাশিনী রূপে। কিন্তু কখনও আমরা ভেবে দেখেছি কি দেবীর নাম 'দুর্গা' হল কেন?
বাঙালির শরৎকালীন আরাধনায় যিনি পূজিতা, তিনি মূলত মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বিখ্যাত স্তোত্রপাঠে ‘নমশ্চণ্ডিকায়ৈ’ মন্ত্রে সেই মহামায়ারই আবাহন ঘটে। তবে শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাতশো শ্লোক সম্বলিত ‘দেবীমাহাত্ম্য’ গ্রন্থটি কালক্রমে ‘দুর্গাসপ্তশতী’ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে।

এইভাবেই মহিষাসুরমর্দিনী রূপটির সঙ্গে দুর্গা নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে।
পুরাণমতে, মহিষাসুরমর্দিনী ও দুর্গমাসুরনাশিনী দেবীর আবির্ভাবের কাল ও উদ্দেশ্য আলাদা। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হিমালয় অঞ্চলে মহিষাসুর বধের জন্য মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব হয়। অপরদিকে, বৈবস্বত মন্বন্তরে বিন্ধ্য পর্বতে দুর্গমাসুর হরণের জন্য অবতীর্ণ হন দুর্গা। এই রূপের সঙ্গে শাকম্ভরী ও শতাক্ষী দেবীর মহিমান্বিত লীলাও গভীরভাবে যুক্ত।
মানবজাতি সর্বদাই সব সংকট ও ভয় থেকে মুক্তি কামনা করে। এই আকুল প্রার্থনা থেকেই ‘দুর্গা’ নামের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। ‘দুর্গ’ শব্দের আদি অর্থ হল গভীর বিপদ বা দুর্গম পরিস্থিতি। যিনি সেই মহাবিঘ্ন থেকে ভক্তকে পরম যত্নে ত্রাণ করেন, তিনিই জগজ্জননী দুর্গা।
প্রাচীন অভিধান ‘শব্দকল্পদ্রুম’ অনুযায়ী, দুর্গা নামের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে ‘দুর্গ’ শব্দের অর্থ শুধু অসুর নয়, বরং তা কুকর্ম, দুঃখ, নরক ও সাংসারিক বাঁধনকেও নির্দেশ করে। দেবীর কাজই হল জীবের অন্তরের ও বাইরের এসব পাপ এবং অশান্তি সম্পূর্ণ বিনাশ করা।
শাস্ত্রীয় শব্দ বিশ্লেষণে দুর্গা নামের প্রতিটি অক্ষরের পৃথক ব্যঞ্জনা রয়েছে। ‘দ’ বর্ণে দৈত্য নাশ, ‘উ’ বর্ণে বিঘ্ন বিনাশ, ‘র’ বর্ণে রোগ দূরীকরণ এবং ‘গ’ বর্ণে পাপ ক্ষয় নির্দেশিত। শেষে ‘আ’ কার যুক্ত হয়ে দেবীর সর্বভয় ও শত্রু সংহারকারী শক্তিরূপকে পূর্ণাঙ্গতা দেয়।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি-আওয়ামী

ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজা ও আশপাশের এলাকায় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে বাকবিতণ্ডা ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পরে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগের পর জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে জড়ো হন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। একই সময়ে কাছাকাছি স্থানে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও সমবেত হয়ে পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করেন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা এবং পরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিএনপির নেতাকর্মীদের অভিযোগ, একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে জ্যাকসন হাইটসের ইত্যাদি বাজারের সামনে টানানো তাদের কয়েকটি ব্যানার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ছিঁড়ে ফেলেন। খবর ছড়িয়ে পড়লে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এর পরপরই দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে চলে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি স্লোগান, বাগ্‌বিতণ্ডা এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। কয়েকজনকে ধরে রাখার চেষ্টাও করতে দেখা যায়। পরিস্থিতি একপর্যায়ে শারীরিক সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি করলেও পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

খবর পেয়ে নিউইয়র্ক পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ দুই পক্ষকে পৃথক স্থানে সরিয়ে দেয় এবং মাঝখানে অবস্থান নিয়ে তাদের মুখোমুখি হওয়া ঠেকায়। পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে নিবৃত্ত করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন ইন্তেকাল করেছেন

নিউইয়র্কঃ জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আলতাফ হোসেন ঢাকায় একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ।। মরহুম আলতাফ গত ২/৩ দিন ধরে অসুস্থতা অনুভব করছিলেন এবং গতকাল হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং বমি করতে থাকেন । এমতাবস্থায় তাকে উত্তরা ১৩ নং সেক্টরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সাথে সাথে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় । বাংলাদেশ সময় আনুমানিক ভোর ৬ টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । আমরা যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে গভীর শোক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি । মরহুম আলতাফ হোসেন নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও জাতীয় পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ ও ত্যাগী নেতা ছিলেন । তার মৃত্যুতে জাতীয় পার্টির এক বিরাট ক্ষতি । যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি ।

স্টেটেন আইল্যান্ডে নতুন মসজিদ উদ্বোধন

কার্যক্রমের পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে নতুন এই কেন্দ্র।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) হুগেনটন অ্যাভিনিউয়ের নতুন কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আয়োজন করে মুসলিম আমেরিকান সোসাইটি (এমএএস)। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন অংশ নেন। স্টেটেন আইল্যান্ডে এটি সংগঠনটির দ্বিতীয় কেন্দ্র। সাবেক নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির একটি ভবন সংস্কার করে নতুন মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারটি তৈরি করা হয়েছে। ভবনটি হুগেনটন স্টেশন থেকে খুব কাছেই অবস্থিত।

মুসলিম আমেরিকান সোসাইটির রাজনৈতিক ও জনসংযোগবিষয়ক পরিচালক আবদুল্লাহ আকল বলেন, সাউথ শোর এলাকায় মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বাড়লেও এতদিন স্থানীয় অনেক মুসল্লিকে নামাজ, ধর্মীয় শিক্ষা ও কমিউনিটি কার্যক্রমে অংশ নিতে ডংগান হিলস এলাকার মসজিদে যেতে হতো। হুগেনটন এলাকার অনেক বাসিন্দাকে সেখানে যেতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট গাড়ি চালাতে হতো।

এমএএস একটি জাতীয় সংগঠন, যার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ৫০টির বেশি শাখা রয়েছে। নি-উইয়র্ক শাখার অধীনে বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় সাতটি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

স্টেটেন আইল্যান্ডে সংগঠনটির প্রথম কেন্দ্রটি বার্গার অ্যাভিনিউয়ে। প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে ওই কেন্দ্রটি স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সেবা দিয়ে আসছে।

জেএফকেতে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। তারেক রহমানের সরকারকে 'অবৈধ সরকার' দাবি করে প্রতিবাদে দলীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দেয়। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মী এ সমাবেশে যোগ দেন। অন্যদিকে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমাদাদুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বেও বিক্ষোভে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল রহমান, সহ-সভাপতি ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, সহ-সভাপতি শামসুদ্দীন আজাদ, জয়নাল আবেদীন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রহিম বাদশা, সাবেক সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুর রকিব মন্টু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল আমিন বাবু, মহিউদ্দিন দেওয়ান, সোলায়মান আলী, দরুদ মিয়া রুনেল, শাহানারা রহমান, আক্তার হোসেন, তানভীর হায়দার, মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মততাজ শাহনাজ, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক কবরিয়া, সাবেক সভাপতি নুরুজ্জামান সর্দার, যুক্তরাষ্ট্র যুব লীগের সভাপতি সেবুল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুব লীগের সাবেক সভাপতি মিসবাহ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আলম, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, হেলাল মিয়া প্রমুখ।

'এআই ফোর্স' গঠনের ঘোষণা ট্রাম্পের

নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এআই শিল্পের বিকাশে তাঁর প্রশাসন কোনোভাবেই বাধা দেবে না বা এর প্রবৃদ্ধি থামিয়ে দেবে না। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথে দেয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, উন্নত নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এআই উন্নয়ন ধীর করার যে আহ্বান উঠেছে, তিনি তার সঙ্গে একমত নন। তবে 'এআই ফোর্স' কিভাবে কাজ করবে, কারা এতে থাকবেন কিংবা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা কী–এসব বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়। ট্রাম্প এআইকে 'পরবর্তী শিল্পবিপ্লব' কিংবা 'ইন্টারনেটের মতো' একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হিসেবে উল্লেখ করেন।

তাঁর দাবি, এর প্রভাব আরো ব্যাপক হতে পারে এবং এআই যুক্তরাষ্ট্রের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অবদান রাখতে পারে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

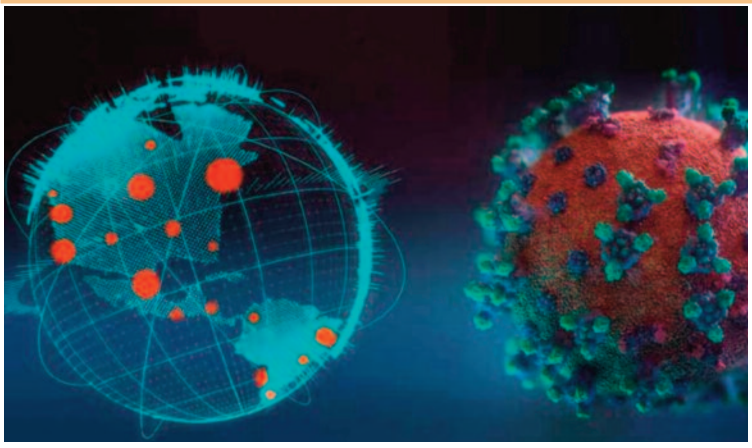

চোখে ঝাপসা দেখছেন

ডা. আহসান কবির ঃ চোখের সামনে আমরা অনেকে অনেক সময় ঝাপসা দেখতে পারি; যা দৃষ্টিকে সমস্যা করে। আজকে আলোচনা করব হঠাৎ করে চোখের সামনে কালো গোল ঝাপসা দেখা, অথচ আশপাশ পরিষ্কার। এটি চোখের একটি বিশেষ রোগ। যে রোগের নাম ঈঝঈজ অথবা ঈঝজ। বাংলায় বললে যা দাঁড়াবে তা হলো সেন্ট্রাল সেরাস করিও রেটিনোপ্যাথি অথবা সেন্ট্রাল সেরাস রেটিনোপ্যাথি।

রোগটি কী

রোগটি জানার আগে আমাদের চোখের ভেতরের একটি বিশেষ এলাকা নিয়ে জানতে হবে। সেটি হলো চোখের দেখার পর্দা রেটিনার কেন্দ্রবিন্দু; যা অতি সংবেদনশীল 'মেকুলা' নামে পরিচিত। তার মাঝের আরও ছোট্ট সংবেদনশীল এলাকা হলো 'ফোভিয়া'। যাবতীয় কিছু পরিষ্কার দেখার জন্য চোখের এই এলাকাটা দারুণ প্রয়োজনীয় এলাকা। আমরা যা দেখি তার আকৃতি-প্রকৃতি, রং নির্ধারণ করে এ এলাকা। এলাকাটা 'কোন' (ঈঙঘঊ) নামক এক বিশেষ কোষ নিয়ে তৈরি।

যদি কখনও আমরা চোখের সামনে ঝাপসা কালো গোলাকার এলাকা দেখতে পাই তখন মনে করতে হবে চোখের এ বিশেষ সংবেদনশীল এলাকা আক্রান্ত হয়েছে।

কীভাবে আক্রান্ত হয়

চোখের এই সংবেদনশীল এলাকার আশপাশে অনেক রক্তবাহী শিরা রয়েছে।ওই শিরা থেকে যদি রক্তের জলীয় অংশ কোনোভাবে লিক করে কোষে জমা হতে থাকে এবং জমা হবার মাত্রা হিসেবে চোখে দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া শুরু হয়; তখন 'মাকুলা' এলাকার কোষ ফুলেফেঁপে ওঠে। রেটিনা থেকে উঠে আসে; তখনই দেখার সমস্যা দেখা দেয়।

এ রোগের লক্ষণ কী

সাধারণত লক্ষণ একটাই–তাহলো যন্ত্রণাবিহীন ঝাপসা কালো গোল ছায়া দেখা; যার আশপাশ পরিষ্কার অথচ সামনে কালো গোল ছায়া।

স্বভাবত এমনটি হলে যেকোনো সংবেদনশীল মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক চোখে বেশি দেখা যায়। ক্ষেত্রবিশেষ দুচোখেও হতে পারে।

কেন হয়

রোগটা যে কেন হয় তার প্রাথমিক কারণ জানা যায় না। তবে আনুষঙ্গিক কিছু কারণ জানা যায়। তাদের অন্যতম হলো–

ষ হঠাৎ করে মানসিক দুশ্চিন্তা বা অতি পরিশ্রম বা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা, অনিদ্রা।

ষযারা অনেকদিন নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে স্টেরয়েড ওষুধ খেয়ে থাকেন।

ষ অতিরিক্ত ধূমপান বা মদ্যপান।

ষ ডায়াবেটিস ইত্যাদি অন্যতম।

চিকিৎসা

এমন রোগী যদি চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে আসেন চিকিৎসকের কর্তব্য হলো রোগীকে তার রোগ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলা। মানে তাঁর চোখে সংবেদনশীল এলাকায় জলীয় পদার্থ জমেছে বা সহজ কথায় জল জমেছে।

মাটিতে পানি জমে থাকলে ধীরে ধীরে তা শুকিয়ে যায়। তেমনি নতুন করে শিরা লিক না করলে যেটুকু পানি জমেছে সেটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। ভয়ের কারণ নেই। যেহেতু হঠাৎ দুশ্চিন্তা এ রোগের অন্যতম কারণ, তাই রোগীকে অবশ্যই দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে এবং মনে করতে হবে তার কিছু হয়নি। দুশ্চিন্তামুক্ত ওষুধ, কিছু প্রদাহনিরোধক ফোঁটা, ভিটামিন সি, ফলমূল, ঘুম, জীবনাচরণে পরিবর্তন আনলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন নয়। তবে সুস্থ হতে সময় লাগে। ক্ষেত্রবিশেষ দুই মাসও লাগতে পারে।

অনেকের পক্ষে এই লম্বা সময় কষ্টকর মনে হলে চোখের এনজিওগ্রাফি, ওসিটি করার পরে লিক এলাকা নির্ধারণ করে স্বল্পতাপের লেজার চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অহঃর ঠবমভ রহলবপঃরড়হ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

চোখে শিরা লিক করে পানি জমাটা সেরে যাবার পরও ভবিষ্যতে আবারও হতে পারে–এটি রোগীকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে এই রোগের রোগীদের বেশির ভাগই পুরুষ এবং শিক্ষিত সমাজের; বিশেষ করে যারা ব্যাংক কর্মচারী, বছরের বিশেষ সময় তাদের টার্গেট পূরণ করতে হলে দুশ্চিন্তা করতে ছোটাছুটি করতে হয় তাদের বেলায় হতে দেখেছি।

এই সমস্যাকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, মনে রাখতে হবে এই রোগ চোখের সবচাইতে সংবেদনশীল এলাকা আক্রান্ত করে থাকে। তাই ভবিষ্যতে স্থায়ী দৃষ্টির সমস্যা হতে পারে।

[লেখক: চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও ফেকো সার্জন, যশোর]

ঘুমের মধ্যে হাঁটছেন

ডা. মোহাম্মদ তারিকুল আলম । এমন অনেকে আছেন, যারা ঘুমের ঘোরে রুমের বাইরে চলে যান, নিজের মনে কথা বলেন, কাঁদেন, আবার ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠে তাদের কিছুই মনে থাকে না–তারা কী করেছেন বা কোথায় গেছেন। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এ অবস্থাকে বলা হয় সমনাবুলিজম বা ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটা। ইংরেজিতে যাকে স্লিপ ওয়াকিং বলা হয়। সাধারণত ছোটদের মাঝে এটি বেশি দেখা গেলেও বড়রাও স্লিপ ওয়াকিংয়ে আক্রান্ত হতে পারেন।

যারা স্লিপ ওয়াকিং করে থাকেন, তারা সবার মতো বিছানায় ঘুমাতে যান এবং ঠিকমতো ঘুমিয়েও পড়েন। কয়েক ঘণ্টার মাঝে শুরু হয় আসল খেলা! তারা আপন মনে কথা বলা শুরু করেন, হয়তো কাঁদেন বা চিৎকার করেন এবং ঘুম থেকে উঠে পড়েন। চোখ খুলে তাকান ঠিকই, তবে চেহারা থাকে ভাবলেশহীন ও অভিব্যক্তিহীন। তিনি কী করছেন, কী বলছেন বা কোথায় যাচ্ছেন–সবকিছু করেন নিজের অজান্তে।

স্লিপ ওয়াকিংয়ের কারণ

খুব ক্লান্ত দেহে বিছানায় গেলে বা সারা দিন অধিক খাটাখাটুনি হলে।

উত্তেজনা, ভয় বা মানসিক অস্থিরতা থাকলে।

প্রতিদিনের ঘুম অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত হলে।

স্লিপ এপনিয়া বা ঘুমের মাঝে বিশেষ ধরনের শ্বাসবদ্ধতা থাকলে। কিছু ওষুধের কারণেও এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। মা-বাবার এই সমস্যা থাকলে সন্তানদেরও স্লিপ ওয়াকিং করার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

স্লিপ ওয়াকিং থামাতে করণীয়

হৃৎপিন্ডেরে ব্লক : শুরু এবং শেষ কোথায়

ডা. মাহবুবর রহমান

হৃৎপিন্ডের ব্লক সাধারণত পূর্ণবয়স্ক মানুষের রোগ। তবে জেনেটিক কারণ এবং পারিবারিকভাবে উচ্চ কোলেস্টেরল থাকলে অল্প বয়সেও হৃৎপিে ব্লক দেখা দিতে পারে। হৃৎপিের রক্তনালির অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে চর্বির স্তর জমতে থাকে। যখন রক্তনালির প্রবাহ ৭০% বা এর বেশি কমে যায়, তখন রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণত রোগী যখন অল্প পরিশ্রমে বা বিশ্রামে থাকে, তখন কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। পরিশ্রমের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হৃৎপিের ব্লকের উপসর্গের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্রাম নিলে তা কমে যায়। এরকম উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। এটাকে গ্যাস, বদহজম বা অন্য কোনো নাম দিয়ে অবহেলা করা ঠিক নয়।

তবে যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং যারা অধিক বয়স্ক তাদের কিন্তু কোনো উপসর্গ দেখা দিতে নাও পারে। সে ক্ষেত্রে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তবে হৃৎপিের রক্তনালির অভ্যন্তরে ব্লক দেখা দিলেই হতাশাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। ২০ বছর বয়সের পর থেকেই কিছু কিছু চর্বি রক্তনালির গাত্রে জমতে পারে। সেই চর্বির বৈশিষ্ট্য এবং বৃদ্ধির মাত্রার ওপর নির্ভর করে রোগীর উপসর্গ। অর্থাৎ কারও ব্লক রক্তনালির প্রবাহকে ৭০% বা তার অধিক বাধাগ্রস্ত করলে উপসর্গ দেখা দেয়। আবার উপসর্গ দেখা দিলেই হতাশার কোনো কারণ নেই। যেসব ব্লক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে উপসর্গের প্রকাশ ঘটায়, সাধারণত সেগুলো নির্জীব ব্লক। এতে জীবনহানির আশঙ্কা কম। তবে বুকে ব্যথা হওয়ায় জীবনমানের অবনতি ঘটে। কিন্তু যেসব ব্লক হঠাৎ বৃদ্ধি পায়, ব্লকের ভিতর প্রদাহ দেখা দেয় এবং ব্লকের উপরস্থ আবরণ পাতলা হয়ে পড়ে, সেসব ব্লক ফেটে গিয়ে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এর মধ্যে হার্ট অ্যাটাক সবচেয়ে ভয়াবহ। ব্লকের আবরণ ফেটে গিয়ে রক্তের অনুচক্রিকা এবং ক্লটিং সিস্টেম একত্র হয়ে রক্তের দলা তৈরি করে রক্তনালি প্রায় ক্ষেত্রে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে হার্টের এক বড় অংশ অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। বন্ধ রক্তনালি ১২ ঘণ্টার মধ্যে খুলে দিতে না পারলে হার্টের আক্রান্ত অংশের মাংসপেশি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। জীবন ঝুঁকির মুখে পতিত হয়। বৈদ্যুতিক ব্লক, হার্টের দেয়াল ফুটো হয়ে যাওয়া, তীব্র শকসহ (ঝযড়পশ) নানা জটিল পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে। সাধারণত হার্ট অ্যাটাক হলে যত মৃত্যু হয়, তার শতকরা ২৫ ভাগ রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয়ে থাকে। এতসব ভয়ংকর জটিলতা সত্ত্বেও আধুনিক চিকিৎসায় হৃদ্রোগের মারাত্মক ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। হৃৎপিের রক্তনালির ব্লক একটি বহুমাত্রিক সমস্যার ফল। তাই এর চিকিৎসাও বহুমাত্রিক। অর্থাৎ যেসব ঝুঁকি ব্লক তৈরিতে সাহায্য করে, সেগুলোর যথাযথ চিকিৎসা করলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। ধূমপান ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তবে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ হাসপাতালে পৌঁছে ইসিজিসহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে। হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে আধুনিক চিকিৎসা হলো জরুরি ভিত্তিতে অ্যানজিওগ্রাম করে বন্ধ রক্তনালি খুলে দিয়ে এক ধরনের ধাতব রিং (ঝঃবহঃ) পরিয়ে দেওয়া, যাতে ফেটে যাওয়া রক্তনালি সহজে পাড় ভেঙে রক্তের প্রদাহ বন্ধ করে দিতে না পারে। এ পদ্ধতিকে জরুরি অ্যানজিওপ্লাস্টি (চৎরসধৎু ধহমরড়ঢ়ষধংঃু) বলা হয়। সারা বিশ্বে হার্ট অ্যাটাকের এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এতে মৃত্যুঝুঁকিসহ হার্ট ফেইলুর এবং হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক কমে যায়। যারা আর্থিক কারণে এ ধরনের আধুনিক চিকিৎসা নিতে সক্ষম নন, তাদের জন্য বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা আছে। হার্ট অ্যাটাকের অর্থাৎ হৃৎপিের রক্তনালির অভ্যন্তরে ব্লক দেখা দিলেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। ২০ বছর বয়সের পর থেকেই কিছু কিছু চর্বি রক্তনালির গাত্রে জমতে পারে। এটাই চর্বির বৈশিষ্ট্য এবং বৃদ্ধির মাত্রার ওপর নির্ভর করে রোগীর উপসর্গ। অর্থাৎ কোনো ব্লক রক্তনালির প্রবাহকে ৭০% বা তার অধিক বাধাগ্রস্ত করলে উপসর্গ দেখা দেয়। বুকে তীব্র ব্যথা শুরুর ১২ ঘণ্টার মধ্যে হৃদ্রোগ হাসপাতালে পৌঁছাতে না পারলে রক্তনালিতে সৃষ্ট দলা (ঈষড়ঃ) গলিয়ে দেওয়ার জন্য এক ধরনের ওষুধ (এঃৎড়সনড়ষুঃরপং) আছে, যা শিরাপথে প্রয়োগ করতে হয়। তার সাফল্যের হার ৬০ থেকে ৮০%। তবে যেসব স্থানে বিশেষ করে ঢাকা শহরের বাইরে অবস্থিত হাসপাতালগুলোতে হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক কিন্তু জরুরি চিকিৎসা হিসেবে এঃৎড়সনড়ষুঃরপং ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। হার্ট অ্যাটাকের জরুরি চিকিৎসা সম্পন্ন হওয়ার পর চার-পাঁচ দিন হাসপাতালে অবস্থান করতে হয়। তারপর শুরু হয় নতুন করে জীবন চলার আয়োজন। তবে জীবনাচরণে কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে পড়ে। সে লক্ষ্যে হালকা ব্যায়াম, ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত ওষুধ সেবন এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার সব প্রচেষ্টা নিতে হবে।

লেখক : সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট ও সিসিইউ ইনচার্জ, ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ধানমন্ডি

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com

‘প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায়’ নারীর স্থান হোক সবার আগে

এ এস এম রিয়াদ আরিফ/অনুভব চক্রবর্তী

পৃথিবীর প্রায় ২২ শতাংশ মানুষের আবাস দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো। যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের মানুষকে মহামারি-অতিমারি, অপুষ্টি, দারিদ্র্যসহ অজস্র রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ, বৈষম্য এবং দীর্ঘস্থায়ী আর্থ-সামাজিক সংকট এই অঞ্চলের দেশগুলোর জনস্বাস্থ্যের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে। আর সংকটের সবচেয়ে বড় বোঝা বহন করতে হয়েছে নারীদের। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, সামাজিক বৈষম্য, তথ্যের অভাব এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাস্থ্যকাঠামোতে নারীস্বাস্থ্য আজও অনেকাংশে উপেক্ষিত।
এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত সাম্প্রতিক সময়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

দীর্ঘদিন থেকে ঝুলতে থাকা এই খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে প্রায় দ্বিগুণ বরাদ্দ এবং আমূল সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তাব করেছে। আর তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার কাঠামো পুনর্বিবেচনা ও আধুনিকায়নের বড় একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সুযোগকে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ বা সেবার পরিধি বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ভাবতে হবে, একজন নারীর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যচাহিদা কিভাবে পূরণ করা যায়। নারীস্বাস্থ্যকে আর গুরুত্ব না দেওয়ার সুযোগ নেই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শুধু রোগের চিকিৎসা নয়, এটি একজন মানুষের জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার ধারাবাহিক সেবা। অর্থাৎ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা মানে শুধু টিকাদান, মাতৃস্বাস্থ্য বা পরিবার পরিকল্পনা নয়, বরং মানুষের সারা জীবনের স্বাস্থ্যচাহিদার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা। সেই ধারণায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় নারীস্বাস্থ্যকে শুধু মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক মডেলের মধ্যে বন্দি না রেখে একটি সুসংহত ও জীবনচক্রভিত্তিক মডেল হিসেবে গড়ে তোলা সময়োপযোগী। গত দুই দশকে বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০০০ সালে দেশে যেখানে প্রতি এক লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ৯২৬, ২০২৩ সালে তা নেমে এসেছে ১১৫-তে। তবে নারীস্বাস্থ্যের পরিধি মাতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন নারী কিশোরী থেকে তরুণী, প্রজননক্ষম বয়স, মধ্যবয়স এবং বার্ধক্য—প্রতিটি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হন। পুষ্টিহীনতা, মাসিক ও প্রজননস্বাস্থ্য, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস), বন্ধ্যাত্ব, স্তন ও জরায়ুমুখ ক্যান্সার, অসংক্রামক রোগ, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং মেনোপজ-পরবর্তী জটিলতা—সবই নারীস্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপের তথ্য মতে, দেশের বয়স্ক ও মধ্যবয়সী নারীদের প্রায় ৬৫ শতাংশই এক বা একাধিক অসংক্রামক রোগে (এনসিডি) ভুগছে। অথচ আমাদের গ্রামীণ অবকাঠামোর ১৪ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিকে অসংক্রামক রোগ নির্ণয়ের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। দেশে প্রতিবছর প্রায় ১৩ হাজার নারী নতুন করে স্তন ক্যান্সারে এবং আট হাজার নারী জরায়ুমুখ (সারভিকাল) ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এ ছাড়া পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমসহ মেনোপজ-পরবর্তী সময় স্বভাবত হাড় ক্ষয় বাড়ে, হৃদরোগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। নারীর এসব ব্যাধির প্রাথমিক শনাক্তকরণকে তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে।

নারীস্বাস্থ্যের আরেকটি মারাত্মক উপেক্ষিত দিক হলো মানসিক স্বাস্থ্য। শারীরিক সহিংসতার পাশাপাশি নারীর মানসিক স্বাস্থ্যও ক্রমবর্ধমান চাপে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রজননক্ষম বয়সী নারীদের প্রায় ২০ শতাংশ সাধারণ মানসিক রোগে আক্রান্ত। গুরুতর মানসিক অসুস্থতা বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত; যার ফলে প্রি-একলাম্পশিয়া, গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ, প্লাসেন্টার বিচ্ছিন্নতা, গর্ভপাত ও সিজারিয়ান সেকশনের ঝুঁকির পাশাপাশি আত্মহত্যার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। গর্ভকালে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলো শনাক্ত করা ও তার চিকিৎসা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

প্রজননস্বাস্থ্যের অংশ হিসেবে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আলোচনাও এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশে হাজারো দম্পতি সন্তান ধারণে সমস্যার মুখোমুখি হলেও বেশির ভাগ মানুষ জানে না কোথায় প্রথম পরামর্শ নিতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পর্যায়েই প্রাথমিক কাউন্সেলিং, প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সময়মতো রেফারেলের ব্যবস্থা অনেক পরিবারকে অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ছাড়া প্রজননস্বাস্থ্যের অংশ হিসেবে আছে কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা। গবেষণায় পাওয়া গেছে, বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত অর্ধেকেরও বেশি কিশোরী মাসিকের সময় তীব্র ব্যথায় (ডিসমেনোরিয়া) ভুগছে, যা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের প্রতি চারজনের মধ্যে একজন কিশোরী মাসিকের ব্যথা বা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে স্কুলে যেতে পারেনি। এ ছাড়া যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞানও অপর্যাপ্ত। তথ্যের অভাব, সামাজিক সংকোচ এবং ভুল ধারণার কারণে তারা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাতে নারীর জীবনচক্রভিত্তিক সামগ্রিক যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি ভাবা দরকার।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে কিভাবে নারীদের জীবনচক্রভিত্তিক সেবা দেওয়া যায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কিছু বিষয় এখনো নিরীক্ষাধীন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে বৈজ্ঞানিক সাফল্য। দেশের জনস্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিডিডিআরবি পরিচালিত বাস্তবায়নাধীন গবেষণা প্রকল্প মনস্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ওয়েলবিয়িং সেন্টারের মতো উদ্যোগটি একটি আশাব্যঞ্জক উদাহরণ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক নারীরা টেলিহেলথ সেবার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছেন। এ ছাড়া প্রসূতিসেবার উন্নয়নের জন্য অ্যাডসার্চ বাই আইসিডিডিআরবি প্রকল্পের এসেনশিয়াল গাইনিকোলজিক্যাল সার্ভিসের (ইজিএস) মাধ্যমে প্রসূতিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ নন এমন চিকিৎসকদের প্রাথমিক প্রসূতিসেবা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মধ্যবয়সী নারীদের স্বল্প খরচে এবং হাতের নাগালেই সার্ভিক্যাল ক্যান্সার শনাক্তের জন্য ভায়ার পাশাপাশি চলছে বিকল্প পদ্ধতির গবেষণা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু অন্তর্ভুক্ত করলেও শিক্ষকরা প্রায়ই শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়গুলো পড়াতে দ্বিধা করেন। এই ঘাটতি পূরণের জন্য অ্যাডসার্চ ‘কৈশোর কথা’ নামে একটি বাংলা ভাষায় মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে ও পরীক্ষা চালাচ্ছে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই নারীস্বাস্থ্যকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ন্যায়বিচারে বিনিয়োগ টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নারীর নিরাপদ ও সুস্থ জীবনের সুফল পরিবার, সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ এখন এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ যদি আমরা শুধু মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আবারও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার পথ বড় হাসপাতাল থেকে শুরু হয় না, শুরু হয় মানুষের বাড়ির সবচেয়ে কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে। আমরা সেই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নারীর জীবন হবে বাধাহীন, দুর্মর গতিতে চলবে তার অদম্য অগ্রযাত্রা। তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার নতুন মহাপরিকল্পনায় নারীস্বাস্থ্যের স্থান হোক সবার আগে। আমরা সেই সুদিন আর সুসময়ের অপেক্ষায়।

লেখক : মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, আই-সিডিডিআরবি

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন

নারীর পেশাগত ও শিক্ষাজীবন নিরাপদ হোক
নারীর কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে সরকার একটি নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নারীরা প্রায়ই নানা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও হয়রানির শিকার হন, যা তাদের শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের স্বাভাবিক পথচলাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। এ বাস্তবতায় নারীর সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কঠোর বিধান সংবলিত একটি পূর্ণাঙ্গ আইন সময়ের জোরালো দাবি ছিল। আইনটির খসড়ায় কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক, মৌখিক ও তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত বিভিন্ন আচরণকে সুনির্দিষ্টভাবে যৌন হয়রানি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি অপরাধের পরিধি স্পষ্ট করার পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে সহায়ক হবে।

তবে আইনটির খসড়া নিয়ে কিছু বিশেষজ্ঞের সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণও রয়েছে। বিশেষ করে কিছু অফৌজদারি অপরাধকে ফৌজদারি অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হতে পারে কিনা, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। পাশাপাশি, শাস্তির ধারাগুলো কঠোরভাবে প্রতিপালন এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা দ্রুত প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ আইনের দুর্বল দিকগুলো সংশোধন করা হলে এটি আরও বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

আইন প্রণয়নের পাশাপাশি এর সঠিক প্রয়োগ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সামাজিক ট্যাবু বা ভয়ের কারণে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাই আইনের খসড়ায় অভিযোগকারী, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের শারীরিক নিরাপত্তা, মানসিক সুস্থতা এবং গোপনীয়তা রক্ষার যে কঠোর বিধান রাখা হয়েছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই যেন বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রশ্রয় না পায় এবং কেউ যেন মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়ে অযথা হয়রানির মুখে না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

একটি বৈষম্যহীন ও নিরাপদ সমাজ গঠনে নারীর জন্য ভয়হীন কর্মপরিবেশ ও শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। নতুন আইন যেন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে, এর সুফল মাঠপর্যায়ে নারীরা পুরোপুরি ভোগ করতে পারেন-সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাষ্ট্র, প্রশাসন ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে, এটাই কাম্য।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

মৃণালকান্তি দাস

' এই কয়েকটি পঙ্ক্তির ভেতর যেন তার সমগ্র মানবতাবাদ জমাট বেঁধে আছে। ভবিষ্যতের শিশুর জন্য একটা ভালো পৃথিবী রেখে যাওয়ার দায় থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি।

সুকান্তের সবচেয়ে বড়ো শক্তি ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারা। নিজের সময়ের অন্ধকার শুধু দেখেননি, অন্ধকারের ওপারের আলোটাও দেখেছিলেন। নতুন শিশু মানে তার কাছে নতুন ইতিহাসের সম্ভাবনা। তাই 'ছাড়পত্র'র শেষে নিজের মৃত্যুকেও ভয় পান না তিনি বলেন, 'অবশেষে সব কাজ সেরে/ আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে/ করে যাবো আশীর্বাদ,/ তারপর হব ইতিহাস।' কী আশ্চর্য আত্মবোধ! মাত্র একুশ বছরের এক তরুণ কবি নিজের ভবিষ্যৎকে ইতিহাসের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত, যদি তাঁর জীবন আর রক্ত ভবিষ্যতের মানুষের কাজে লাগে।

একবার দিনাজপুরে এক সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কালাজ্বর। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলের প্রথমেই ভরতি হলেন যাদবপুর টিবি হাসপাতালে। ৪২-৪৩ দিন সুকান্ত ছিলেন এই হাসপাতালে। ক্ষয়রোগ হয়েছিল তাঁর বুকে। বুকের চিকিৎসা শুরু হলেও পেটের চি-কিৎসা তখনও আবিষ্কার হয়নি। দ্রুত সব শেষ হল ১২ মে রাতে। কবি সুকান্তর চরম দুর্ভাগ্য এই যে, নিজেদের প্রকাশনী থাকা সত্ত্বেও জীবিত অবস্থায় তিনি তাঁর কোনো প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দেখে যেতে পারেননি।

সুকান্ত আজ বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর কবিতায় আমাদের সময়ের ভাষাটাই বদলে যেত। স্মার্টফোনের আলোয় জেগে থাকা তরুণের চোখে হয়তো তিনি নতুন পৃথিবীর কুয়াশা দেখতেন। রাজপথে দাঁড়ানো তরুণের মুষ্টিবদ্ধ হাতে হয়তো খুঁজে পেতেন সেই নবজাতকের হাতেরই প্রতিচ্ছবি। হয়তো দেখতেন, প্রযুক্তির যুগেও মানুষ একই রকম ন্যায়, মর্যাদা, স্বাধীনতা আর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা খুঁজছে। কিন্তু তার মূল জিজ্ঞাসাটা বদলাত না, মানুষ কি তার পৃথিবীকে আরও মানবিক করে তুলতে পারবে?

এই প্রশ্নের উত্তর আমাদেরই দিতে হবে। কারণ সুকান্ত শেষ পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত উত্তর রেখে যাননি, রেখে গিয়েছেন শুধু অঙ্গীকার। নিজের প্রজন্মকে চিরস্থায়ী ভাবেননি তিনি, জানতেন একদিন নতুন শিশুরা আসবে, পুরানো মানুষ চলে যাবে। সেই চলে যাওয়ার আগে পৃথিবীটাকে একটু বাসযোগ্য করে যাওয়াটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। তাঁর 'ছাড়পত্র' আমাদের সামনে রেখে গিয়েছে বড়ো একটা প্রশ্ন। আমরা যারা আজ বেঁচে আছি, শিশুর জন্য উপযোগী সেই পৃথিবী তৈরি করার দায়িত্ব কি আমরা পালন করছি? নাকি শুধু নিজেদের সময়টুকু ভোগ করে তার হাতে তুলে দিচ্ছি একটা ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত পৃথিবী?

ড. মাহবুব হাসান

ওই ভারতীয় ট্রাকগুলোর পরিবহনযাত্রা আমাদের জনগণের মনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ যে দেশটি প্রতিদিনই সীমান্তে বাংলাদেশিদের গুলি করে হত্যা করে, প্রতিবাদ জানানোরও সাহস দেখাতে পারে না বাংলাদেশ সরকার, হাসিনার পলায়নের পর ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা সরকার প্রতিবাদের পতাকা উত্তোলন করে। আর তারেক রহমানের সরকার সুস্পষ্টভাবে এটাই বলেছে, বন্ধুত্ব সমতার ভিত্তিতে হতে হবে। মুখে বন্ধু বলবেন আর সীমান্তে মানুষ হত্যার ফাঁদ পাতবেন, এমনটা হতে পারবে না। সেটা অনেকটাই মেনেছে ভারত। এখন আর প্রতিদিনই বাংলাদেশিদের ওপর গুলি চালানো হয় না। তবে তা একেবারে বন্ধ হয়নি। কারণ তারা তাদের রাজনৈতিক আধিপত্যের জোর দেখানোর জন্য পুশইন করার চেষ্টা করছে। আর বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এবং সীমান্তবর্তী জনগণ সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করছে। মাত্র কয়েক দিন আগেও পুশইনের অপচেষ্টা প্রতিহত করেছে তারা।

আজকের যে সংকট তার উৎস তো শেখ হাসিনার ১৭ বছরের শাসন থেকে উদ্ভূত। তার সময়ের একটি নির্বাচনও সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হয়নি। ভোটচুরি আর লুট করাই ছিল আওয়ামী লীগ কর্মীদের রাজনৈতিক কাজ। পরিকল্পনা অনুযায়ী জনগণের পকেটের টাকা তারা খোলামকুচির মতো করে খরচ করেছে। গণতন্ত্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই তারা যা ইচ্ছা তাই করতে বাধ্য হতো। তাদের বশংবদ আমলাদের জোর তৎপরতায় দেশের সম্পদ পাচার হয়েছে। আমলা আর শাসকগোষ্ঠীর মিলিত লুটেরা প্রবাহ দেশের সার্বিক অবস্থাকে এমন নাজুক করে তুলেছে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে আজ।

ধরা যাক, গ্যাস-বিদ্যুতের কথা। দেশের গ্যাস উত্তোলন না করে তাকে আমদানিনির্ভর করে তুলেছে হাসিনা সরকার। আর তাই এখনো সেই ব্যবস্থাই চালু রাখতে হয়েছে। বর্তমান সরকার নিজস্ব গ্যাসফিল্ড থেকে গ্যাস পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে আমদানিনির্ভরতা কমে আসে। ইতোমধ্যে ৩০০টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ১৫০টিতে কূপ খননের কাজ বাপেক্স শুরু করেছে। কিন্তু পুরোনো রিগ দিয়ে তো আর চলে না। নতুন রিগ আনা আর দ্রুতগতিতে তো এ কাজ হবে না। এর জন্য সময় প্রয়োজন। অর্থ আর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গতি বাড়াতে হলে পুরোনো পদ্ধতির পরিবর্তন, নতুন রিগ কেনা ও প্রতিস্থাপন জরুরি। দক্ষ জনবল আর সময় প্রয়োজন, যা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।

সৌরবিদ্যুতের ওপরও জোর দিয়েছে সরকার। সরকারপ্রধান বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেলের মাধ্যমে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ রাতারাতি হবে না। এর জন্য সময় প্রয়োজন। প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তির প্যানেল। প্রয়োজন অর্থের। অনেক শিল্পকারখানার ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হয়েছে এবং হচ্ছে। এতে জাতীয় গ্রিডের ওপর বিদ্যুৎ চাহিদার চাপ কমে আসছে। ঢাকার দালান-কোঠাগুলোর ছাদে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল বসানো হলে আমরা অনেকটাই লোডশেডিংয়ের থাবা থেকে মুক্তি পেতে পারি। তবে মনে রাখতে হবে, সৌরবিদ্যুতের প্যানেলগুলো যে দেশ থেকেই আমদানি করা হোক না কেন, তার কোয়ালিটির মান যেন বিশ্বমানের হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। বরং নিজেরাই সৌর প্যানেল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তাতে স্বনির্ভরতার যে চেতনা আছে আমাদের, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। মনে রাখতে হবে, জনজীবনের প্রয়োজনের পাশাপাশি শিল্পকারখানার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলের কৃষি সেক্টরেও সৌরবিদ্যুতের প্যানেল আমাদের উৎপাদনের নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। চীন তার মরুভূমি অঞ্চলে সৌর প্যানেল বসিয়ে সেখানে শাকসবজি উৎপাদন করছে। আমাদের পতিতভূমিতে আমরা সৌর প্যানেল বসিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। ব্যবস্থাটিকে পারিবারিক আরেকটি পণ্যের মতো করে ভেবে নিলে উৎপাদক নিজেদের সাহস আর সংগতির মতো করেই কাজ করতে পারেন।

২.

মোটরচালিত রিকশাগুলো রাতেরবেলায় চার্জ দেয়। তাতে করে তারা জাতীয় গ্রিডের ৪ শতাংশ বিদ্যুৎ হজম করছে। এবং তারা অবৈধ কানেকশন নিয়েই এ-কাজ করছে। এটা যখন ধরা পড়ল সরকারের চোখে, তার বহু আগেই ব্যাটারিচালিত রিকশার ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। আমাদের চোখের সামনেই এ-কাজ করেছে তারা। কিন্তু সরকারের চোখে পড়েনি। তাদের জ্ঞানের ভিতর এটা কোনো টোঁকা দেয়নি যে ওই ব্যাটারিগুলো চার্জ কোথায় দেওয়া হচ্ছে।

চোরের বুদ্ধি সাধারণ গেরস্তের চেয়ে অনেকটাই বেশি। তারা নানা কৌশলের আশ্রয় খুঁজে নেয়। ব্যাটারি চার্জ দিতে তারা অবৈধ সংযোগ নিয়েছে। এই খবর বিদ্যুৎ বিভাগের কানে যায়নি বা তারা জানে না, তা কী হয়, তারা জেনেশুনেই ওদের চুরি করতে দিচ্ছে। এই চুরির হোতাদের কাছ থেকে তারা মাসোহারা নিচ্ছে। এখন হয় কিনা জানি না, অতীতে গেরস্তদের মিটার ট্যাম্পারিং করেও বাড়তি আয় ছিল রিডারদের সাত ডবল আয়ের পথ। এরকম বহু নিউজ আমরা পড়েছি। আমরা জানি না, মিটার রিডারদের একচ্ছত্র চুরির সাম্রাজ্য সরকার চিরতরে বন্ধ করতে পারবে কি না। বন্ধ করতে হলে কীভাবে তা সম্ভব, তার হদিস করতে হবে।

সরকার বলেছে, ব্যাটারি চার্জ দিতে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল বসাতে হবে। এ ব্যাপারে আমরা সচেতন, কিন্তু ব্যাটারিচালিত রিকশার মালিকরা কি সরকারের নির্দেশ মেনে প্যানেল কিনছেন? বসাচ্ছেন কি তাদের ব্যাটারি চার্জের সৌরপ্যানেল? আমার চোখে এখনো তেমন দৃশ্য চোখে পড়েনি। সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কি কোনো খোঁজ রাখে? এই নির্দেশের অগ্রগতি না হলে, চোরাদের পোয়া বারো।

লেখক : কবি ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক

এইচআরএম রোকন

গাজা যুদ্ধ সংঘাতটিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। ২০২৩ সালের শেষভাগ থেকে হুতিরা ফিলিস্তিনিদের সমর্থনের কথা বলে লোহিত সাগর ও আশপাশের এলাকায় বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজে হামলা শুরু করে। এসব অভিযানে তাদের আঞ্চলিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও ইয়েমেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইসরাইলের হামলার মুখে পড়ে। সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানে মাত্র প্রায় ২৯ কিলোমিটার প্রশস্ত বাব আল-মান্দেব প্রণালি কৌশলগত প্রতিযোগিতার প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। নিরাপত্তার অভাবে অনেক জাহাজকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে চলাচল করতে হয়, ফলে পরিবহণ ব্যয় বাড়ে এবং সুয়েজ খালকেন্দ্রিক বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়ে। ২০২৬ সালের জুলাই থেকে সংঘাত আবার তীব্র হয়ে ওঠে। হুতিরা সৌদি জাহাজের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক অবরোধ ঘোষণা করে এবং সৌদি তেলবাহী জাহাজ, জ্বালানি স্থাপনা ও অন্য কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি করে। জবাবে সৌদি আরব ইয়েমেনে বিমান হামলা চালায়। সেপ্টেম্বরের মধ্যে হামলা ও সতর্কতা রিয়াদ, জেদ্দা ও ইয়ানবুসহ বিভিন্ন সৌদি শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্ণাঙ্গ সৌদি-হুতি যুদ্ধের আশঙ্কা থাকলেও এটি কোনো পক্ষের জন্যই যুক্তিসংগত ফল নয়। সৌদি আরবের বিপুল বিমানশক্তি, আধু-নিক নজরদারি ব্যবস্থা ও আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু প্রায় এক দশকের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, শুধু বিমান হামলার মাধ্যমে হুতি আন্দোলনকে নির্মূল কিংবা সানায় কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নতুন স্থল অভিযান অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

অন্যদিকে হুতিরা তুলনামূলক কম ব্যয়ের ড্রোন, ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং সামুদ্রিক হামলার মাধ্যমে সৌদি অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু প্রচলিত যুদ্ধে সৌদি আরবকে পরাজিত করার সক্ষমতা তাদের নেই।

তৃণমূলঃ কে আসল, কে নকল? রয়েছে বহু প্রশ্ন

মমতা শিবির খানিকটা হলেও স্বস্তিতে। কারণ, 'জোড়াফুল' বিপক্ষ শিবিরে যায়নি। দু'টি পক্ষের নাম ও প্রতীক আলাদা। কে 'আসল' আর কে 'নকল' তা বিচার্য এখন জনতার হাতে। অন্য একটি মামলায় কালীঘাটকে স্বস্তি দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। যে তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন তা বজায় রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ দলের নাম ও প্রতীক আলাদা হয়ে গেলেও পুরনো নামেই ব্যবহৃত অ্যাকাউন্ট চালু থাকবে।

উপনির্বাচনের প্রেক্ষিতে দু'টি দলে বিভাজন কমিশন করে দিলেও এ ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব দেননি বিচারপতিরা। উপনির্বাচনে দু'-পক্ষই ভোটে প্রার্থী দিয়েছে। কিন্তু নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের যিনি প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি নিজেই মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেন। তার আগে তিনি কলকাতায় এসে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। এই ছবি 'ভাইরাল' হতেই অনেকে অনেক মন্তব্য করেছে। কিন্তু বাস্তব হল, হারের পর নন্দীগ্রামের তাসের ঘরের মতো ভেঙে গিয়েছে তৃ ণমূলের সংগঠন। নন্দীগ্রামে তৃণমূলের নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন আবু তাহের, সুফিয়ানরা। কিন্তু তাঁরা কেউ প্রার্থী তো হননি, উল্টে দলের প্রার্থীর বিরোধিতা করছেন। শুভেন্দু অধিকারীকে ৩০ হাজার ভোটে হারাবেন বলে যিনি তালিকা প্রকাশের দিন ক্যামাক স্ট্রিটে গিয়ে যোগদান করে বাজার গরম করেছিলেন, সেই পবিত্র কর ভোটের পর থেকে বেপাত্তা। এই অবস্থায় ঢাল-তলোয়া-রহীন নিধিরাম সর্দার হতে চাননি নিশ্চয়ই সঞ্চিতা প্রধান দে। তিনি সরে গিয়েছেন। তিনি দাঁড়ালেও প্রচারের আদৌ কাউকে পাশে পেতেন কি না সন্দেহ। এই আসনে গণতান্ত্রিক তৃণমূলের প্রার্থী রয়েছে। কিন্তু মমতা শিবির কংগ্রেসকে সমর্থন করে দেওয়ায় তৃণমূলের ভোট কোন দিকে যায় সেদিকে নজর থাকবে। বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের বড় জয় নিয়ে কোনও সংশয় নেই। নজর ব্যবধান নিয়েই।

রেজিনগরের ক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের ৫ জন প্রার্থী। মমতা তৃণমূলের রবিউল আলম চৌধুরি দাঁড়াব না বলেও থেকে গিয়েছেন। চার মাস আগে জিতেছিলেন হুমায়ুন কবীর। এবার তাঁর প্রার্থী নিজের ছেলে। রেজিনগরে হুমায়ুনের সেই হাওয়া নেই। লোকজন কমে গিয়েছে। ফলে ৭০ শতাংশের অধিক সংখ্যালঘু ভোট কোন দিকে যায় দেখার। ভোট ভাগাভাগি হলে বিজেপির লাভ।

সব মিলিয়ে ক্ষমতা হারানোর পর তৃণমূল শিবিরে এক কথায় এক বিচিত্র পরিস্থিতি। কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে অনেক প্রশ্ন। নতুন দলের নাম হয়ে গিয়েছে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'। কিন্তু সংসদে যে ১৬ জন সাংসদ (রাজ্যসভা ৮, লোকসভা ৮) কালীঘাট শিবিরের সঙ্গে রয়েছেন তাঁরা এখনও 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর। তাঁদের স্টেটাস কী হবে এখন? একইভাবে বিধানসভায় দুই শিবিরে থাকা ৮০ জন বিধায়কও দুই শিবিরে বিভক্ত। তাঁদের অধিবেশনের সময় কোন দলের বিধায়ক বলা হবে?

উপনির্বাচনের পর যদি কমিশন কোনও সিদ্ধান্তে না আসে তা হলে নতুন এই সংকট তৈরি হবে লোকসভা রাজ্যসভা ও বিধানসভায়। মজার কথা হল, কমিশন দু'টি নতুন দলে ভাগ করে দিলেও পুরনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আবার রইল আগের স্টেটাস অনুযায়ী মমতার হাতে থাকা 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস'-এর হাতেই। সব মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি পরিস্থিতি। দেখা যাক, এই জট কী করে ছাড়ায়। কমিশন চুপ। হয়তো সুপ্রিম কোর্টে ঠিক হবে কে আসল আর কে নকল!

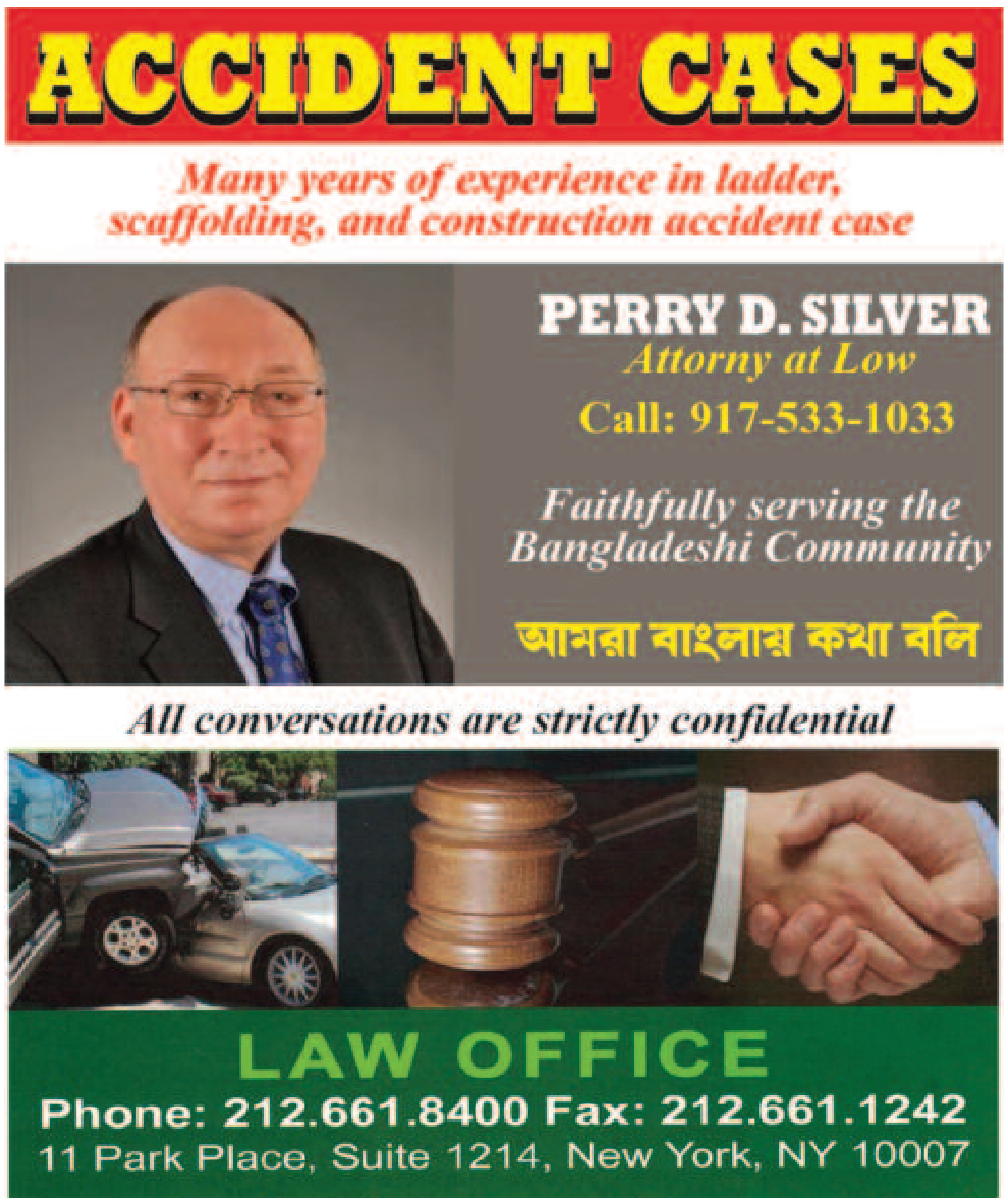

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

তৈমুরের জন্মের পর যেভাবে ওজন কমিয়ে ছিলেন কারিনা, জেনে নিন

মোম্বাই ডেস্কঃ বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান প্রথম সন্তানের তৈমুরের জন্ম দিয়েছেন প্রায় ৯ বছর আগে। কিন্তু আজও তার ভক্ত-অনুরাগীরা মনে রেখেছেন তার পোস্ট-প্রেগন্যান্সি ট্রান্সফর্মেশন। যখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তখনো যেমন তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেননি, ঠিক তেমনই প্রসবের পরও বহুবার ধরা দিয়েছেন পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায়। না কঠোর ব্যায়াম করেছেন, না ক্র্যাশ ডায়েট করেছেন, কিন্তু দ্রুতই ওজন কমিয়ে ছিলেন তিনি? তাই প্রেগন্যান্সির পর ওজন কমানোর ওপর জোর দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রোগা হওয়ার চেষ্টা কখনো করেননি অভিনেত্রী।

শুধু কারিনা একা নয়, প্রত্যেক নারীরই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ওজন বেড়ে যায়। এটা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। কিন্তু সবার জীবনযাপন এক রকম নয়। সন্তান জন্মের পর প্রত্যেক মায়ের জীবন বদলে যায়। তখন নিজের যত্ন নেওয়ার সময় থাকে না। কিন্তু এর মধ্যেও নিজের খেয়াল রাখতে হয়।

ওই সময় ক্র্যাশ ডায়েট করার বা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেওয়ার একেবারেই প্রয়োজন নেই। বরং কারিনা কাপুরের মতো ব্যালান্সড ও পুষ্টিকর ডায়েটের ওপর জোর দিন। আর কঠোর শরীরচর্চাও করতে হবে না। বরং অ্যাকটিভ থাকার চেষ্টা করুন। যে কোনো এক্সরসাইজ করলেই উপকার পাবেন। তবে মনে রাখবেন, ওজন একদিনে কমবে না। শুধু বজায় রাখতে হবে ধারাবাহিকতা।

এর আগে ২০১৭ সালের এক সাক্ষাৎকারে কারিনা কাপুর জানিয়েছিলেন, গর্ভাবস্থায় তার প্রায় ১৮ কেজি ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তবে তিনি তার পছন্দের খাবার খাওয়া ছাড়েননি। প্রতিদিন ভাত এবং ঘি দিয়ে পরোটা খেতেন বেবো।

আর তৈমুরের জন্মের পর যে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, এমনটিও নয়। তার মতে, না খেয়ে কখনোই ওজন কমানো যায় না। আর তখনো কারিনার পুষ্টিবিদ ছিলেন রুজুতা দিবেকর।

কারিনা প্রসঙ্গে একবার রুজুতা জানিয়েছিলেন, কারিনা পোস্ট-প্রেগন্যান্সি ডায়েটও খুব সাধারণ ছিল। তিনি ব্যালান্সড ডায়েট মেনে চলতেন। তার খাবারে পর্যাপ্ত ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট উভয়ই ছিল। সেই সময়ে আর ডায়েটের পাশাপাশি কারিনা কাপুর খান ফিটনেস ও স্ট্রেন্থও বিশেষ সচেতন ছিলেন।

সাইফপত্নী বরাবরই যোগাসনে বিশ্বাসী। আজও তিনি যোগব্যায়াম করেই ফিটনেস বজায় রেখেছেন। তবে তৈমুরের জন্মের পর কারিনা জিমে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফ্রিহ্যান্ড ও কার্ডিওর ওপর জোর দিয়েছেন। ট্রেডমিলে জোরে হাঁটা, কেটেল বল থেকে রোপ ট্রেনিং– সব কিছু করেছেন। কারিনা জানিয়েছেন, প্রেগন্যান্সির সময়ে যে পরিমাণ ওজন বেড়েছে, তা ঝরিয়ে ফেলতে চান, কিন্তু রাতারাতি নয়।

স্ত্রী গৌরী ও ম্যানেজার পূজাকে ঘিরে ফের আলোচনায় শাহরুখ

মোম্বাই ডেস্কঃ মুম্বাইয়ের জনপ্রিয় গণেশ উৎসবের মন্ডপ লালবাগচা রাজার দর্শনে গিয়ে ফের আলোচনায় শাহরুখ খান। এবার অভিনেতার পোশাক কিংবা পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতির চেয়ে বেশি নজর কেড়েছে ম্যানেজার পূজা দাদলানির সঙ্গে তার একটি মুহূর্ত।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, পূজার ওড়না দিয়ে মুখ মুছছেন শাহরুখ। মুহূর্তটি দেখে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক নিয়ে ভালোবাসা জানিয়েছেন ভক্তরা।

গতকাল স্ত্রী গৌরী খান, মেয়ে সুহানা খান ও ম্যানেজার পূজা দাদলানিকে সঙ্গে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে যান শাহরুখ। এদিন তার পরনে ছিল নীল কুর্তা। সুহানাকে দেখা যায় সবুজ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে। আর গৌরী পরেছিলেন হলুদ রঙের পোশাক।

তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে শাহরুখের অন্য একটি মুহূর্তই নজর

কেড়েছে। সেখানে দেখা যায়, পূজা দাদলানির ওড়না ব্যবহার করছেন অভিনেতা। শাহরুখ ও পূজার দীর্ঘদিনের পেশাগত সম্পর্কের পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও বিভিন্ন সময় আলোচনায় এসেছে। এবার তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্ত দেখে ভালোবাসা জানিয়েছেন ভক্তরা।

ভিডিওটির নিচে একজন লিখেছেন, 'কিছু মানুষের মধ্যে এমন সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকে।' আরেকজনের মন্তব্য, 'পূজা দাদলানি শুধু শাহরুখের ম্যানেজার নন, তিনি তার পরিবারেরই একজন।' কেউ লিখেছেন, 'তিনি খুব আন্তরিক।' অন্য একজনের মন্তব্য, 'সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত।'

এবারের গণেশ উৎসবে লালবাগচা রাজার দর্শনে বলিউডের আরও অনেক তারকাকে দেখা গেছে। তাদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, রীতেশ দেশমুখ, জেনেলিয়া দেশমুখ, শিল্পা শেঠি, সিদ্ধার্থ মালহোত্রাসহ অনেকে।

এর আগে চলতি মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে 'আস্কএসআরকে' পর্বে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন শাহরুখ। সেখানে এক ভক্ত তাকে বাড়িতে গণেশ চতুর্থী উদযাপন নিয়ে প্রশ্ন করেন। জবাবে অভিনেতা জানান, তার স্ত্রী আরতি ও প্রার্থনা করেন। এরপর রাতে বিসর্জনের আয়োজন হয়। সন্তান ও বন্ধুরা একসঙ্গে সময় কাটান, হাসি-আনন্দ করেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খুব সাধারণভাবেই পুরো আয়োজন উদযাপন করা হয় বলেও জানান তিনি।

কাজের দিক থেকে শাহরুখ খানকে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'কিং' সিনেমায়। সিনেমাটি আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

মা হারালেন রানি মুখার্জি

মোম্বাই ডেস্কঃ মাকে হারালেন বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি। তার মা কৃষ্ণা মুখার্জি মঙ্গলবার দুপুরে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

প্রযোজনা সংস্থা 'যশ রাজ ফিল্মস' এক বিবৃতিতে কৃষ্ণা মুখার্জির মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। শোকের এই সময়ে মুখার্জি পরিবারের ব্যক্তিগত পরিসরের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মঙ্গলবার দুপুরে রানি মুখার্জির মা কৃষ্ণা মুখার্জি এই কঠিন সময়ে আপনাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা ও সমর্থনের জন্য এই পরিবার কৃতজ্ঞ।'

শাস্ত্রীয় সংগীতে প্রশিক্ষিত শিল্পী ছিলেন কৃষ্ণা মুখার্জি। একসময় কয়েকটি সিনেমায় গানও করেছিলেন তিনি। তার স্বামী রাম মুখার্জি ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক। ২০১৭ সালে মারা যান তিনি।

মুম্বাইয়ে মুখার্জি পরিবারের বিভিন্ন আয়োজনে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন কৃষ্ণা। পরিবারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজাতেও প্রতিবছর তার সরব উপস্থিতি দেখা যেত। মায়ের সঙ্গে রানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও বিভিন্ন সময়ে অভিনেত্রীর সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে।

রানির প্রথম হিন্দি সিনেমা 'রাজা কি আয়েগি বারাত'-এ অভিনয়ের সুযোগ আসে তার বাবার বন্ধু ও প্রযোজক সেলিম আখতারের মাধ্যমে। তবে সেই ছবিতে অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল বলে জানিয়েছিলেন রানি।

অভিনেত্রীর ভাষায়, 'মা ভেবেছিলেন, আমি যদি ভালো কাজ করি, তা আমাদের পরিবারের সবার জন্য ভালো হবে।'

'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' সিনেমায় অভিনয়ের ক্ষেত্রেও মায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন রানি। ছবিতে এক মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি। সন্তানদের ফিরে পেতে একজন মা কতটা দূর যেতে পারেন, সেই গল্পই তুলে ধরা হয়েছিল সিনেমাটিতে।

মাকে স্মরণ করে রানি একবার বলেছিলেন, 'একজন আপাদমস্তক বাঙালি মানুষ। নিজ হাতে আমাদের খাইয়ে দিয়েছেন, কপালে টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। আমি আমার মায়ের কাছ থেকেই শক্তি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি।'

চলতি বছর 'মর্দানি ৩' সিনেমায় দেখা গেছে রানিকে। এ ছাড়া আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে তার নতুন সিনেমা 'কিং'-এর। ছবিটিতে শাহরুখ খান, তার মেয়ে সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন ও অভিষেক বচ্চনসহ বলিউডের একাধিক তারকা অভিনয় করেছেন।

বাড়ি বন্ধক-ব্যাংকঋণ নেওয়া দিয়া মির্জা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন

মোম্বাই ডেস্কঃ প্রযোজক ও অভিনেত্রী দিয়া মির্জা ২০০১ সালে 'রেহনা হ্যায় তেরে দিল মে' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন। এর প্রায় এক দশক পর প্রযোজনায় নাম লেখান অভিনেত্রী। বলিউড অভিনেত্রী থেকে প্রযোজক হওয়ার পথটা খুব একটা সহজ ছিল না তার।

২০১৪ সালে নিজের প্রযোজনায় 'ববি জাসুস' সিনেমাটি নির্মাণে হাত দেন দিয়া মির্জা। এ সিনেমাটি করতে গিয়ে তাকে নিজের কেনা প্রথম বাড়িটি বন্ধক রাখতে হয়েছিল। এমনকি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল। তবে নানা প্রতিকূলতা সামলে পরে সেই ঋণের বোঝা মিটিয়ে নিজের বাড়ি ফেরত পেতে সক্ষম হন এ অভিনেত্রী।

নারীপ্রধান গল্প 'ববি জাসুস' সিনেমাটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলে এতে অভিনয়ের জন্য রাজি হন অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। তবে শুটিং শুরুর ঠিক আগেই সিনেমাটির সব বিনিয়োগকারী সরে দাঁড়ান। একটা সময় চরম বিপাকে পড়েন তিনি। অনিশ্চয়তায় পড়ে পুরো প্রজেক্টটি।

এমন পরিস্থিতিতে হাল না ছেড়ে কেনা বাড়িটি বন্ধক রেখে ও ব্যাংকঋণ নিয়ে সিনেমার কাজে হাত দেন দিয়া মির্জা। সেই সিনেমাটি মুক্তির পর বক্স অফিসে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। তবে সিনেমাটি নিজের মনের মতো করে নির্মাণ করতে পেরে সন্তুষ্ট ছিলেন অভিনেত্রী। সিনেমা ব্যবসার ক্ষতি সামলে পরে

নিজের কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ব্যাংকের ঋণ শোধ করেন এবং বন্ধক রাখা বাড়িটিও ছাড়িয়ে নেন এ বলিউড অভিনেত্রী।

'ববি জাসুস' সিনেমাটি করতে গিয়ে নারী হওয়ার কারণে তাকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বলেও জানান দিয়া মির্জা। তিনি বলেন, প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর তাকে অভিনয়ে কাজ পেতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কোনো পুরুষ অভিনেতা এই কাজ করলে তিনি মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক পেতেন, তাই নারী অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রেও একই সম্মান বজায় রাখা উচিত বলে জানান এ অভিনেত্রী।

দিয়া বলেন, আমি আমার প্রথম কেনা বাড়িটি বন্ধক রেখেছিলাম। যে গল্পটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটি লেখা হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যা বালানের মতো অসাধারণ একজন শিল্পী আমার সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলেন। একটা টিমও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বিনিয়োগকারীরা সরে গেলেন।

আবারও র্যাম্পে হাঁটবেন ঐশ্বরিয়া

মোম্বাই ডেস্কঃ সাবেক বিশ্বসুন্দরী বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন মানেই সৌন্দর্য আর গ্ল্যামারের ঝলক। সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে নানা মঞ্চে দেখা যায় তার ঝলমলে উজ্জ্বল উপস্থিতি। সেই ধারা অব্যাহত রেখে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন অঙ্গনে আবারও নিজের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের ঝলক দেখাতে প্রস্তুত বলিউডের এ অভিনেত্রী। প্যারিস ফ্যাশন উইকের বহুল আলোচিত 'লে দেফিলে' আয়োজনে আবারও র্যাম্পে হাঁটবেন সাবেক এ বিশ্বসুন্দরী।

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর আইফেল টাওয়ারের সামনে প্লাস জফ্রে এলাকায় বসবে তারকাখচিত এ আয়োজন। আর তার এ উপস্থিতি আর মোহনীয় দৃষ্টির ভুবন ভোলানো হাসি দোলা দেয় হৃদয়ে। বয়সকে হার মানিয়ে আজও তিনি যেন চিরসবুজ, চির যৌবনা। ফরাসি প্রসাধনী ব্র্যান্ড লরিয়াল প্যারিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে 'লে দেফিলে'র নবম আসর।

এবারের আয়োজনের মূল ভাবনা 'নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করো'– এ প্রতিপাদ্যে আলোচিত 'লে দেফিলে' নারীর আত্মবিশ্বাস, বৈচিত্র্য, পারস্পরিক সংহতি ও অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দিয়েই সাজানো হয়েছে এবারের আয়োজন। সব মিলিয়ে প্যারিসের মঞ্চে ঐশ্বরিয়ার উপস্থিতি নিয়ে এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে আগ্রহ। র্যাম্পে তার প্রত্যাবর্তনে রূপ ও সৌন্দর্যের ঝলকে নতুন করে নজর কাড়বেন এই বলিউড তারকা এমন প্রত্যাশাই এখন ভক্তদের। প্রসাধনী ব্র্যান্ড লরিয়াল প্যারিসের দূত হিসেবে কাজ করছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। ফলে এবারের আয়োজনেও তার উপস্থিতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। র্যাম্পে তার প্রত্যাবর্তনকে শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব সৌন্দর্যবোধের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছেন আয়োজকরা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

এক ইভেন্টেই তিন বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দিলেন উত্তর কোরিয়ার অ্যাথলেট

স্পোর্টস ডেস্কঃনাগোয়ায় বুধবার নারীদের ৪৯ কেজি বিভাগে তিনটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে উত্তর কোরিয়াকে এশিয়ান গেমসের প্রথম সোনা এনে দিলেন রি সং গুম।

এই কীর্তির মধ্য দিয়ে টানা তিনটি এশিয়ান গেমস সোনা জয়ী মাত্র চারজন ভারোত্তোলকের এক অভিজাত তালিকায় জায়গা করে নিলেন তিনি। এর আগে জাকার্তা এবং হাংজু আসরেও সোনা জিতেছিলেন রি।

স্ন্যাচ বিভাগে ৯৪ কেজি ওজন তুলে প্রথম বিশ্বরেকর্ড গড়েন রি। আগের বিশ্বরেকর্ড ৯৩ কেজির চেয়ে এক কেজি বেশি তুলেছেন তিনি।

এরপর ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১৫ কেজির বিশ্বরেকর্ড দুই দফায় ভেঙে দেন তিনি। প্রথমে ১১৬ কেজি এবং পরে ১২১ কেজি ওজন তোলেন রি।

সব মিলিয়ে ২১৫ কেজি ওজন তুলে আগের বিশ্বরেকর্ডকে সাত কেজি ব্যবধানে ভেঙে দেন তিনি। ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্যপদক জয়ী ভারতের মীরাবাই চানু তৃতীয় প্রচেষ্টায় অবশেষে এশিয়ান গেমসে পদক জিতলেন। স্ন্যাচে ৮৭ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১১ কেজি মিলিয়ে সর্বমোট ১৯৮ কেজি ওজন তুলেছেন তিনি। অন্যদিকে স্ন্যাচে ৮৮ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১০৩ কেজি মিলিয়ে সর্বমোট ১৯১ কেজি ওজন তুলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ইন্দোনেশিয়ার দিয়ানা ত্রি উইজায়ানা।

এশিয়ান গেমস ভারোত্তোলনে টানা তিনটি সোনা জয়ী চতুর্থ এবং প্রথম নারী ভারোত্তোলক হিসেবে ইতিহাস গড়লেন রি। এই তালিকায় তার আগে আছেন ইরানের মোহাম্মদ নাসিরি (১৯৬৬-৭৪), দক্ষিণ কোরিয়ার কিম তায়ে-হিউন (১৯৯০-৯৮) এবং ইরানের বেহদাদ সালিমি (২০১০-২০১৮)। এই তিনজনও টানা তিনটি করে সোনা জিতেছিলেন। তবে এখন পর্যন্ত কেউই টানা চারটি সোনা জিততে পারেননি।

স্কালোনির নতুন চুক্তি নিয়ে সরব আর্জেন্টিনা শিবির

স্পোর্টস ডেস্কঃ অভূতপূর্ব সাফল্যের পর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি কোচ লিওনেল স্কালোনি। এর মধ্যেই আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ ঝুলে আছে অনিশ্চয়তায়। সাম্প্রতিক বিশ্বকাপ ফাইনালে সেই হারের পরও বিশ্বফুটবলের শীর্ষে দলকে ফিরিয়ে আনা এই কোচের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে একজোট হয়েছেন খেলোয়াড়েরা।

ডিসেম্বরে মেয়াদ শেষ হতে যাওয়ায় স্কালোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। জুলাইয়ে

ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর তার সম্ভাব্য বিদায় নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। তবে আর্জেন্টাইন ফুটবল সংস্থার (এএফএ) সঙ্গে আলোচনা এখনো চলমান রয়েছে। বুয়েনস আইরেসে জড়ো হয়ে ৪৮ বছর বয়সী এই কোচকে দীর্ঘমেয়াদে দেশের সঙ্গে থেকে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আলবিসেলেস্তের খেলোয়াড়েরা।

মঙ্গলবার বুয়েনস আইরেসের অনুশীলন কেন্দ্রে যোগ দিয়ে নিজেদের হেড কোচের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জানান সতীর্থরা। তরুণ মিডফিল্ডার নিকো পাজ নিজের ক্যারিয়ার শুরুতে স্কালোনির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন কোচ। তিনিই আমাকে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন, আশা করি তিনি থেকে যাবেন।’

অভিজ্ঞ সেন্টার-ব্যাক ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো পুরো শিবিরে কোচের ভিত্তিমূলক প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করি তিনি থেকে যাবেন। এই জাতীয় দল গড়ে তোলার মূল কারিগর তিনিই, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা চাই তিনি চালিয়ে যান।’

গোলরক্ষক হুয়ান মুসো শিবিরের মধ্যে তৈরি হওয়া সম্মিলিত শ্রদ্ধার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং এই দলের সঙ্গে যা গড়ে তুলেছেন, তার জন্য আমরা তাকে অত্যন্ত সম্মান এবং ভালোবাসার চোখে দেখি।’

বেনফিকার উইঙ্গার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানিও একই সুরে কথা বলেন। আর্জেন্টাইন জনগণের প্রতি কোচের ব্যাপক অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে তিনি জাতীয় দলের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিয়েছেন এবং সব আর্জেন্টাইনকে ভীষণ আনন্দ দিয়েছেন।’

আট বছরের দায়িত্বকালে ১০৪টি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন স্কালোনি। এই সময়ে ২০২২ বিশ্বকাপের পাশাপাশি ২০২১ এবং ২০২৪ সালে টানা দুটি কোপা আমেরিকা শিরোপাও জিতেছেন তিনি। এই সময়ে ৭৬টি জয়, ১৮টি ড্র এবং মাত্র ১০টি হার নিয়ে ইতিহাস গড়া ৩৬ ম্যাচের অপরাজিত এক ধারাও তৈরি করেছেন তিনি।

নারী রেফারিকে নিপীড়নের দায়ে চাকরি হারালেন হিগুয়েইন

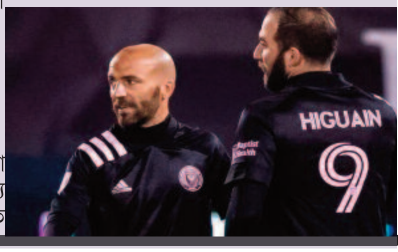

স্পোর্টস ডেস্কঃএক নারী রেফারিকে ‘এটা মনে রেখো, এটা পুরুষদের খেলা’ বলে মন্তব্য করা এবং হাত মেলানোর সময় তার হাত ছাড়তে অস্বীকৃতি জানানোর ঘটনায় কলম্বাস ক্রুর রিজার্ভ দলের কোচ ফেদেরিকো হিগুয়েইনকে বরখাস্ত করেছে মেজর লিগ সকারের এই ক্লাব। মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তারা।

আর্জেন্টিনার সাবেক ফরোয়ার্ড এবং রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন খেলোয়াড় গনসালো হিগুয়েইনের ভাই এই হিগুয়েইন। এই ঘটনার জন্য এর আগেই লাল কার্ড দেখানো হয় তাকে এবং দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাও পান তিনি। এরপরই তাকে দল থেকে বরখাস্ত করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

কলম্বাস ক্রুর জেনারেল ম্যানেজার ইসা তাল বলেন, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ফেদেরিকো হিগুয়েইনকে তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমাদের ক্লাব, খেলোয়াড় এবং সহায়ক স্টাফদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে’।

তিনি আরও বলেন, ‘এই সপ্তাহের আলোচনা এবং গত এক মাসের ঘটনা পর্যালোচনার পর দেখা গেছে, আমাদের দলগুলোর একটির নেতৃত্বদানকারী হিসেবে যে মানদ প্রত্যাশিত, তা তিনি পূরণ করতে পারেননি’।

দ্য অ্যাথলেটিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্লাবের অজ্ঞাতনামা সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, ক্লাবের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় নিজের আচরণ নিয়ে প্রতিফলন বা দায় স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন হিগুয়েইন। জনসমক্ষে কোনো ক্ষমাও চাননি তিনি। এমএলএসের ডেভেলপমেন্ট লিগ এমএলএস নেক্সট প্রো-র একটি ম্যাচে এই ঘটনা ঘটে।

রেফারিদের ইউনিয়নের ভাষ্যমতে, হিগুয়েইন একজন নারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ‘দুটি ইচ্ছাকৃত শারীরিক নিপীড়ন এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। তিনজন বার থামতে বলার পরও তার হাত চেপে ধরে রেখেছিলেন এবং ছাড়েননি’।পেশাদার সকার রেফারি অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, ‘এই শারীরিক হুমকির সঙ্গে যুক্ত হয় ওই কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে অবমাননাকর, লিঙ্গবৈষম্যমূলক এক মন্তব্য, ‘মনে রেখো, এটা পুরুষদের খেলা’।

লিগ কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাকে ‘যথেষ্ট নয়’ বলে সমালোচনা করেছে এই ইউনিয়ন। অন্তত ছয় ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার দাবি জানিয়েছে তারা।তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘নারীরা এই খেলার প্রতিটি স্তরকেই আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তাদের হুমকি বা অবমাননাকর মন্তব্যের শিকার হতে হবে না’। তারা আরও বলেছে, ‘আমাদের নারী কর্মকর্তারা বিশ্বমঞ্চে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতোই তাদেরও প্রাপ্য একই সম্মান, মর্যাদা এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ’।

জাপানের বিপক্ষে লজ্জার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন অভিষেক শর্মা

স্পোর্টস ডেস্কঃ মাত্র পাঁচ দিন আগে ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় এক রেকর্ড উদযাপন করছিলেন অভিষেক শর্মা। বনে গিয়েছিলেন পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরিয়ান। কিন্তু তার ৫ দিন পরই মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখলেন। জাপানের বিপক্ষে এবার আরও একটি টি-টোয়েন্টি রেকর্ড গড়লেন তিনি, তবে এবার একেবারেই ভিন্ন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে।

মঙ্গলবার সানোতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক এক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে গোল্ডেন ডাক মেরে আউট হন এই ভারতীয় ওপেনার। মাত্র একটি বল মোকাবিলা করেই চার্লি হারা হিঞ্জের বলে টপ এজ হয়ে শোমা সুগায়া স্লেটারের হাতে ক্যাচ দেন তিনি।২০২৬ সালে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটি ছিল তার দশম শূন্য। কোনো একক পঞ্জিকাবর্ষে এটাই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। এই তালিকায় তিনি পেছনে ফেলেছেন আফগানিস্তানের রশিদ খানকে, যিনি ২০১৯ সালে নয় বার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। এছাড়া পাকিস্তানের শাদাব খানও ২০২৪ সালে নয়টি শূন্যের রেকর্ড গড়েছিলেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না

শুধু মোদক নয়, লাড্ডুও পছন্দ গণপতির, ভোগ নিবেদনে নিজে হাতে বানিয়ে নিন চুরমা লাড্ডু

প্রথমে তৈরি করা হয় চুরমা। তার পরে সেই চুরমা দিয়ে লাড্ডু। গণেশের ভোগে থাকে বিশেষ এই লাড্ডু। গণেশ চতুর্থীতে বানিয়ে দিনে ঘরের আরাধ্য দেবকে।

মহারাষ্ট্রে ধূমধাম করে গণপতির আরাধনা হয়। তবে বাদ যায় না বাংলা বা অন্য রাজ্যও। বারোয়ারি তো বটেই, অনেকে ঘরেও গণেশপুজো করেন। গণপতি 'ভোজনরসিক', তেমনটাই প্রচলিত ধারণা। তাঁর পছন্দের খাবারের তালিকায় মোদক আর লাড্ডু থাকবেই। দোকানে হরেক রকম মিষ্টি বিক্রি হয় এই সময়। তবে ঘরে পুজো করলে গণেশকে লাড্ডু বানিয়ে ভোগ নিবেদন করতে পারেন নিজে হাতেই। বানিয়ে ফেলুন আটা এবং সুজি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের চুরমা লাড্ডু।

উপকরণ

দেড় কাপ আটা
আধ কাপ সুজি
স্বাদমতো নুন
৪-৫ টেবিল চামচ ঘি
ছাঁকা তেলে ভাজার জন্য সাজা তেল
একমুঠো কাঠবাদাম, পেস্তাকুচি
২০০ গ্রাম গুড়
আধ চা-চামচ এলাচগুঁড়ো
২-৩ টেবিলচামচ পোস্ত

প্রণালী: আটা, সুজি, ঘি, স্বাদমতো নুন ভাল করে মিশিয়ে নিন। হালকা গরম জল দিয়ে একটু শক্ত করে সেটি মেখে নিন। পরিষ্কার কাপড় ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। তার পর লেচি কেটে, একটু মোটা করে বেলে ছাঁকা তেলে তা ভেজে নিতে হবে। কিছুটা গোলাকার নিমকির মতো তা হবে। ঘরের তাপমাত্রায় সেগুলি এলে মিক্সারে দিয়ে ঘুরিয়ে গুঁড়ো করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে চুরমা। তা দিয়েই হবে লাড্ডু।

চুরমার সঙ্গে কাঠবাদাম, পেস্তা, গলানো গুড়, ঘি ভাল করে মিশিয়ে নিন। তার পরে লাড্ডু গড়ে নিন। উপর থেকে পোস্তদানা লাড্ডুর উপরে ছড়িয়ে দিন।

www.jonmobhumi.com

মাছ, মাংসের চেয়েও প্রিয় ডিম? তা দিয়েই হোক দো পেঁয়াজা! ভাত বা পরোটার সঙ্গে জমবে বেশ

কারি, কালিয়া, কোর্মা নয়– স্বাদ পাল্টাতে হাঁসের ডিম দিয়েই বানিয়ে ফেলুন দো পেঁয়াজা। চিকেন দো পেঁয়াজা জনপ্রিয় খাবার। তবে হাঁসের ডিমের দো পেঁয়াজা খেয়ে দেখেছেন কি? মশলা, নুন, ঝালের মাপ ঠিক রেখে যদি এ রান্না করা যায়, স্বাদ হবে অনবদ্য। রোজের ডিমের কারি, কালিয়ার থেকে স্বাদেও হবে ভিন্ন। বাটা এবং ডুমো করে কাটা দুই ধরনের পেঁয়াজের ব্যবহার হয় বলেই এমন রান্নার নাম দো পেঁয়াজা বলেন অনেকে।

উপকরণ

হাঁসের ডিম সেদ্ধ ৫টি
৩ টি বড় পেঁয়াজ
২টি বড় টম্যাটো
২ টেবিলচামচ আদা-রসুন বাটা
১ টেবিলচামচ জিরে
২ টেবিলচামচ রসুনকুচি
২টি শুকনো কাঁচালঙ্কা
২ টেবিলচামচ কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো
৪-৫টি কাঁচালঙ্কা
১ চা-চামচ জিরেগুঁড়ো
১ চা-চামচ ধনেগুঁড়ো
৩ টেবিলচামচ সাদা তেল
১ টেবিলচামচ ঘি
১ টেবিলচামচ টক দই
স্বাদমতো নুন
স্বাদমতো চিনি

প্রণালী: সেদ্ধ করা ডিম সাদা তেলে নুন, হলুদ দিয়ে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। ডিমের গায়ে ছুরি দিয়ে ফালা করে দিন, যাতে মশলা ঢোকে।

কড়াইয়ে তেল এবং ঘি দিয়ে শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিন। দু'টি পেঁয়াজ বেটে দিয়ে দিন। কষিয়ে নিয়ে যোগ করুন আদা এবং রসুনবাটা। নুন, হলুদ, গুঁড়োলঙ্কা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে কষিয়ে দিয়ে দিন টম্যাটো বাটা। সমস্ত উপকরণ ভাল করে কষাতে হবে যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে। দিতে হবে জিরে, ধনেগুঁড়ো। ফেটানো জল ঝরানো টক দই। আঁচ কমিয়ে আবার খানিক কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে গেলে অল্প গরম জল যোগ করে ফুটিয়ে নিন। ভাজা সেদ্ধ ডিম দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে ফুটতে দিন।

অন্য একটি কড়াইয়ে তেল দিন। জিরে ফোড়ন দিয়ে রসুনকুচি দিয়ে দিন। হালকা ভাজা করে ডুমো করে কাটা পেঁয়াজ, টম্যাটোকুচি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে নিন। দিয়ে দিন স্বাদমতো নুন। কাঁচা গন্ধ চলে গেলে, পেঁয়াজ একটু নরম হলে তেল-সহ ডিমের ঝোলে ঢেলে দিন। মিনিট ২ নাড়াচাড়া করে নিলে তৈরি হয়ে যাবে হাঁসের ডিমের দো পেঁয়াজা। গা-মাখা কাই আর হাঁসের ডিমের স্বাদ লাগবে অনবদ্য।

গাজরের হালুয়ার রেসিপি

উপকরণ

গ্রেট করা গাজর: ৪ কাপ
চিনি: আধা কাপ
ঘন দুধ: ২ কাপ
ঘি: ৩ টেবিল চামচ
এলাচিগুঁড়া: ১ চা–চামচ
কিশমিশ, কাজু, পেস্তাকুচি: সাজানোর জন্য

প্রণালি

প্যানে গ্রেট করা গাজর ও দুধ একসঙ্গে দিয়ে চুলায় বসান।

সেদ্ধ হয়ে এলে চিনি দিন।

চিনির পানি শুকিয়ে গেলে তাতে ঘি ও এলাচিগুঁড়া দিয়ে নাড়তে থাকুন।

প্যানের গা ছেড়ে এলে কিশমিশ, বাদাম দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

বেসন নারকেল বরফির রেসিপি

উপকরণ

বেসন: ১ কাপ
নারকেল কোরানো: ১ কাপ
ঘি: পৌনে এক কাপ
চিনি: দেড় কাপ
দুধ: ১ কাপ
জাফরান: সামান্য
ঘি: ১ চা–চামচ (পাত্রের গায়ে লাগানোর জন্য)
কাজুবাদামকুচি: ২ চা–চামচ
এলাচিগুঁড়া: ১ চা–চামচ

প্রণালি

প্রথমে চুলায় প্যান বসিয়ে কোরানো নারকেল টেলে নিন।

হালকা রং ধরলে নামিয়ে নিন।

এবার প্যানে বেসন টেলে নিন।

একটু লালচে রং এলে ভাজা নারকেল দিয়ে ঘি দিন।

আরেকটু ভাজা হলে চিনি দিন।

ঘন দুধ ও জাফরান দিয়ে নাড়তে থাকুন।

যতক্ষণ না নারকেল থেকে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন।

এবার বাদামকুচি এবং এলাচিগুঁড়া ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন।

একটি ট্রেতে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রান্না করা মিশ্রণটি ঢেলে দিন।

এরপর হাতে চাপ দিয়ে সমানভাবে ট্রেতে সেট করতে হবে।

ঠান্ডা হয়ে এলে নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে বরফি আকারে কেটে পরিবেশন করতে হবে।

চেনা চিংড়ির অচেনা পদ

লাউ-চিংড়ি, চিংড়ি ভর্তা, ভুনা কিংবা বড়ার মতো কমন পদের স্বাদ আর ভালো লাগছে না? এবার ভিন্নভাবে রান্না করে চেখে দেখতে পারেন। চিংড়ির পাঁচটি আনকমন রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী নাজিয়া ফারহানা

চিংড়ি টমেটো হার্ব পাস্তা

উপকরণ

চিংড়ি ৮ থেকে ১০টি, স্প্যাগেটি ২০০ গ্রাম, টমেটো ৩টি কুচি করা, রসুন ৫-৬ কোয়া কুচি করা, পেঁয়াজ ১টি ছোট কুচি করা, অলিভ অয়েল বা বাটার ২ টেবিল চামচ, টমেটো পিউরি ২ টেবিল চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, অরিগানো আধা চা চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, পার্সলে বা ধনেপাতা সাজানোর জন্য, চিজ ২-৩ টেবিল চামচ এবং পাস্তা সিদ্ধর পানি আধা কাপ।

চেনা চিংড়ির অচেনা পদ

যেভাবে তৈরি করবেন

* চিংড়িতে লবণ, গোলমরিচ, সামান্য চিলি ফ্লেক্স ও লেবুর রস মেখে ১০ মিনিট রেখে দিন।

* একটি বড় পাত্রে পানি ফুটিয়ে লবণ দিন। পাস্তা দিয়ে প্যাকেটের নির্দেশনা অনুযায়ী আল-দেন্তে পর্যন্ত সিদ্ধ করুন। আধা কাপ পাস্তার পানি রেখে বাকিটা ঝরিয়ে নিন।

* প্যানে অলিভ অয়েল বা বাটার গরম করে চিংড়ি দিন।

দুই পাশ ১-২ মিনিট করে ভেজে তুলে রাখুন। বেশি সময় ভাজবেন না, তাহলে চিংড়ি শক্ত হয়ে যেতে পারে।

* একই প্যানে পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে হালকা ভাজুন। কুচি টমেটো ও টমেটো পিউরি দিয়ে ভালোভাবে রান্না করুন।

এরপর অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স, গোলমরিচ ও লবণ দিন।

* আধা কাপ পাস্তার পানি অল্প অল্প করে দিয়ে সসটি নেড়ে ঘন ও মসৃণ করুন। চাইলে ২-৩ টেবিল চামচ চিজ দিয়ে আরো সমৃদ্ধ স্বাদ আনতে পারেন।

* সিদ্ধ পাস্তা সসে দিয়ে ভালোভাবে টস করুন। শেষে ভাজা চিংড়ি দিয়ে আরো ১-২ মিনিট রান্না করুন।সাদা লম্বা প্লেটে পাস্তা সুন্দর করে সাজিয়ে তার ওপর চিংড়ি রাখুন। পার্সলে বা ধনেপাতা, সামান্য চিলি ফ্লেক্স ও লেবুর খোসার কুচি দিয়ে সাজান।

চিংড়ি ফিউশন রাইস প্ল্যাটার

উপকরণ

চিংড়ির জন্য : বড় চিংড়ি ৫-৬টি, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়া সিকি চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, অলিভ অয়েল বা সরিষার তেল ১ টেবিল চামচ এবং মাখন ১ চা চামচ।

ফিউশন রাইসের জন্য : বাসমতী বা চিনিগুঁড়া চাল ১ কাপ, গাজর কুচি আধা কাপ, বাঁধাকপি কুচি আধা কাপ, ক্যাপসিকাম আধা কাপ, কাঁচা মটরশুঁটি আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ২টি, রসুন কুচি ১ চা চামচ, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ আধা চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো এবং মাখন বা তেল ১ টেবিল চামচ।

চেনা চিংড়ির অচেনা পদ

* চিংড়ির খোসা রেখে পিঠের কালো শিরা পরিষ্কার করে নিন। আদা, রসুন, লেবুর রস, মরিচ, হলুদ, গোলমরিচ ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিন।

* প্যানে তেল গরম করে মেরিনেট করা চিংড়ি দিন। দুই পাশ ২-৩ মিনিট করে ভাজুন। শেষে মাখন দিয়ে আরো ১ মিনিট টস করুন। চিংড়ি বেশি সময় রান্না করবেন না, তাহলে শক্ত হয়ে যাবে। * চাল ৮০ শতাংশ সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে রাখুন। প্যানে মাখন বা তেল দিয়ে রসুন ও পেঁয়াজ ভাজুন। এরপর গাজর, বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম ও মটরশুঁটি দিয়ে উচ্চ আঁচে ২-৩ মিনিট ভাজুন। সিদ্ধ চাল দিয়ে সয়া সস, গোলমরিচ ও লবণ যোগ করুন। উচ্চ আঁচে ৩-৪ মিনিট ভালোভাবে টস করুন, যাতে চাল ঝরঝরে থাকে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

ওজনপার্কে ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন

৬টায় ব্রুকলিনের ১১৫৯ লিবার্টি অ্যাভিনিউতে রেস্টুরেন্টটির শুভ উদ্বোধন ও পুনঃযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইয়র্ক বাংলার সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সরওয়ার মিলন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের কর্ণধার কামরুল ইসলাম। তিনি অতিথিদের স্বাগত জানান এবং রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন সেবা ও খাবারের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বায়তুল মামুর মসজিদ অ্যান্ড কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। তাই ব্যবসা করতে হবে।”তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মাঝে মধ্যে মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাই কোনো বিপদ-মুসিবতে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলার পাশাপাশি সততা ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।অনুষ্ঠান শেষে দেশ, জাতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংশিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. রুহুল আমীন, মসজিদ আল আমানের সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল, সাপ্তাহিক বাংলাদেশের সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু,সাবেক সভাপতি মো: রব মিয়া, স্বন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমদ এবং কোম্পানীগঞ্জ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন সবুজ, বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার এর সেক্রেটারি জেনারেল হাফেজ আবদুল্লাহ আল আরিফ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ,বাংলাদেশ সোসাইটির সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ও ইয়র্ক বাংলা'র নির্বাহী সম্পাদক জামীল আনসারী,কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিসবাহ আবেদীন, খায়রুল ইসলাম খেকন , বাবুল চৌধুরী ও ফারুক চৌধুরীসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের অতিথিবৃন্দ।

ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের কর্ণধাররা হলেন কামরুল ইসলাম, নূর আলম সিদ্দিক মুন্না, নূরুল ইসলাম বুলবুল, মোর্শেদ আলম, মুহসিল কবীর, মুতাসিম বিল্লাহ সিরাজী ও মুহাম্মদ ফিরোজ।

মালিকদের পক্ষ থেকে কামরুল ইসলাম জানান, গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ধরনের খাবার ও ফ্যামিলি প্যাকেজ রাখা হয়েছে। এখানে হালাল খাবার পরিবেশন করা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খাবারের জন্য উপযোগী পরিবেশ রয়েছে।

রেস্টুরেন্টের প্রচারপত্রে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি প্ল্যাটারে ২-৩ জনের প্যাকেজের মূল্য ৩৯.৯৯ ডলার এবং ৪-৫ জনের প্যাকেজের মূল্য ৬৯.৯৯ ডলার।

এতে রয়েছে চিকেন শিক কাবাব, চিকেন বটি কাবাব, বিফ কোফতা, ল্যাম্ব চপ, চিংড়ি, বাটার নান, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

এছাড়া ভোজন বিলাস স্পেশাল ফ্যামিলি কাচ্চি প্ল্যাটার এর ২-৩ জনের প্যাকেজ ৪৪.৯৯ ডলার এবং ৪-৫ জনের প্যাকেজ ৭৯.৯৯ ডলার। এতে কাচ্চি, চিকেন রোস্ট, শামি কাবাব, চিংড়ি, মৌসুমি সালাদ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রয়েছে।

রেস্টুরেন্টে সকালের জন্য রয়েছে ব্রেকফাস্ট স্পেশাল। এর মূল্য ৪.৯৯ ডলার। এতে রয়েছে ২টি রুটি, মিক্স ভাজি অথবা ডাল এবং ১ কাপ চা। এই অফারটি সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত।

এছাড়া প্রতি শুক্রবার ও শনিবার রাতে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশেষ বুফের আয়োজন রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মূল্য ১৪.৯৯ ডলার এবং ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৯.৯৯ ডলার।

প্রচারপত্র অনুযায়ী, বুফেতে অ্যাপেটাইজার, প্রধান খাবার, ডেজার্ট ও ফলমূলসহ ৩০টির বেশি আইটেম রয়েছে। এছাড়া হালিম ও নান এবং হাঁ-সকারি ও ২ পিস চালের রুটি-সহ বিভিন্ন বিশেষ খাবারও রাখা হয়েছে।

রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের প্রচারপত্রে জানানো হয়েছে, ভোজন বিলাস সপ্তাহের সাত দিন খোলা থাকবে। রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার সরাসরি সংগ্রহের পাশাপাশি গ্রাবহাব, উবার ইটস ও ডোরড্যাশ-এর মাধ্যমেডেলিভারি নেওয়ার সুবিধাও শীঘ্রই চালু হবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের নতুন যাত্রার সাফল্য কামনা করেন এবং কমিউনিটির মানুষের জন্য এটি একটি পরিচিত ও উন্নত খাবারের ঠিকানা হিসেবে গড়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

ম্যানহাটনে মেয়র মামদানির সরকারি

স্বৈরাচারী এবং ফ্যাসিস্ট বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই তিক্ত বাগযুদ্ধ ভুলে এবার বন্ধুত্বই দেখা গেল দুইজনের মধ্যে। নিউইয়র্কের মেয়র পদে মামদানির জয়ের পরই কিছুটা সুর নরম করেছিলেন ট্রাম্প। এবার তিনি মামদানির প্রশংসায় হয়েছেন পঞ্চমুখ। সোমবার মামদানির সঙ্গে সাক্ষাতের পর ট্রাম্প বলেছেন, “তিনি নিউ ইয়র্কের দারুণ মেয়র হবেন।”

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসেন ট্রাম্প। উঠেছেন ম্যানহাটনে মেয়র মামদানির সরকারি বাসভবন গ্রেসি ম্যানশনে। সোমবার সেখানেই ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন মামদানি। দুইজন রুদ্ধদ্বার বৈঠকও করেছেন। এর আগে হোয়াইট হাউজে দু'বার তাদের মুখোমুখি বৈঠক হয়েছিল। তবে নিউইয়র্কে এটাই প্রথম। প্রায় এক ঘণ্টার বৈঠকে মূলত অভিবাসন এবং স্বল্প মূল্যে বাড়ি তৈরির প্রকল্প নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকের পর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প ও মামদানির আচরণকে বন্ধুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়েছে। আর ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট মামদানিকে নিয়ে যে উষ্ণ মন্তব্য ট্রাম্প করেছেন তা অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক শোনাবে। কারণ, আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী মার্কিন প্রসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ট্রাম্প ও তার রিপাবলিকান মিত্ররা কয়েক মাস ধরে মামদানিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির ‘কমিউনিজম’ গ্রহণের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছেন। তবে নিউইয়র্কের বৈঠকে ফুরফুরে মেজাজেই ছিলেন ট্রাম্প আর মামদানি। দু'জনেই একে অন্যের প্রশংসা করেছেন। ট্রাম্প এও বলেছেন যে, “মামদানিকে একজন সফল মেয়র হিসেবে দেখতে চাই। এটাই আমার ইচ্ছা।” তবে কেবল তাই নয়, “মামদানির মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে” বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প।ওদিকে, মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সদিচ্ছার প্রশংসা করেছেন। নিউ ইয়র্কে ট্রাম্পের কোম্পানির একাধিক আবাসন নির্মাণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ট্রাম্প এমন একজন ব্যক্তি, যার হাউজিয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে।” নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের আগে কুইন্সের সানিসাইড ইয়ার্ড এলাকায় ১২ হাজার বাড়ি তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মামদানি। যাতে নাম মাত্র দামে মাথা গোঁজার ঠাঁই পান নিম্নবিত্তরা। সোমবার বৈঠকের পরে ট্রাম্প বলেন, ওই এলাকা নিয়ে বহুবছর ধরে আলোচনা চলছে। এবার হয়ত কাজ হবে।

নিউ ইয়র্কের অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়েও ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মামদানি। তিনি বলেন, “কোন কোন ক্ষেত্রে নগর প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তা নিয়েই মূলত কথা হয়েছে।”নিউ ইয়র্কের এই বাসভবনে ৪৫ বছর আগে সর্বশেষ কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট পা রেখেছিলেন। ১৯৮১ সালে সেই সময়কার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান সেখানকার মেয়র এড কোচের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর গ্রেসি ম্যানসনে ট্রাম্পের এই পদার্পণটাই সেখানে কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রথম সফর ট্রাম্পকে কেন নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, জানতে চাইলে মামদানি বলেন, নিউইয়র্কবাসীর জন্য ‘কিছু করতে পারেন’ এমন যে কারও সঙ্গে তিনি কাজ করতে প্রস্তুত। কুইন্সের সানিসাইড ইয়ার্ডে নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণে তারা দুজনই আগ্রহী বলে উল্লেখ করেন তিনি।দুই নেতার শরীরী ভাষাতেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইঙ্গিত মিলেছে। মামদানি বক্তৃতার মঞ্চে কথা বলার সময় ট্রাম্প এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন শেষে তিনি মামদানির বাহুতে সস্নেহে দুবার হাত রাখেন।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

গত ১৩ ই সেপ্টেম্বর জ্যামাইকায় হিন্দু কমিউনিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়

NY HINDU COMMUNITY PARADE 2026

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জেএফকে

বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী। নিউইয়র্কের পাশাপাশি নিউজার্সি, ওয়াশিংটন, ফ্লোরিডা, পেনসিলভেনিয়া ও আটলান্টাসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা নেতাকর্মীরা ব্যানার-ফেস্টুন হাতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে বিমানবন্দর ও আশপাশের এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হন। তারা প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য কামনা করে স্লোগান দেন। অনেকের হাতে ছিল স্বাগত বার্তাসংবলিত ব্যানার ও ফেস্টুন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। নিউইয়র্ক সফরকালে তিনি বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তার ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। সফরের কর্মসূচি শেষে ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি ঢাকার উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন।

স্বাগত সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাহিদুর রহমান সায়েল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ ও মিজানুর রহমান মিল্টন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূঁইয়া, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ব্যবসায়ী আকতার হোসেন বাদল, সাবেক সহসভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী ও আনোয়ার হোসেন।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্যাহ আতিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভিপি জসীম, নিউইয়র্ক উত্তর বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা ও সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলমও স্বাগত সমাবেশে অংশ নেন।

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আবু সাঈদ আহমেদ, সাবেক তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক তোফায়েল চৌধুরী লিটন, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী এবং সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বৈদেশিক রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ বাবর উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সায়েম রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী স্বাগত কর্মসূচিতে অংশ নেন।

www.jonmobhumi.com

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাঙ্গালীর বসবাস, মিল-

মুসলমান ভাঙ্গে। হিন্দুরা সংস্কৃতি লালন করে, মুসলমান করেনা। আমি বাঙ্গালীর কথা বলছি, এখানে 'মুসলমান' মানে সব মুসলমান নয়। এরপরও কি বলা যায়, এই বিপরীত চরিত্রের হিন্দু-মুসলমান ভবিষ্যতে একপথে হাটতে পারবে? এবার দুই বাংলার চিত্রটা দেখি? ১৯৪৭ সাল থেকে পশ্চিমবাংলায় কোন দাঙ্গা হয়নি, সেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু এবং তারা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে বসবাস করেন। পূর্ব-পাকিস্তান বা পূর্ব-বাংলা বা বাংলাদেশে অসংখ্য দাঙ্গা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুন, বাংলাদেশে হিন্দু কমে অর্ধেক বা আরো কম। আরো বলতে হবে? ১৯৪৬-এ কলকাতা দাঙ্গা করেছে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলমানরা। নোয়াখালী দাঙ্গা করেছে মুসলমানরা। ১৯৫০, ১৯৬৪'র দাঙ্গা করেছে মুসলমানরা। মরেছে হিন্দু। হিন্দু হত্যার মধ্যে দিয়েই পাকিস্তানের জন্ম। পাকিস্তান আমলের দাঙ্গাগুলোতে বিহারি মুসলমানের ভূমিকা ছিলো, কিন্তু বাংলাদেশ আমলের প্রতিটি দাঙ্গা বাঙ্গালী মুসলমান করেছে, তাই না? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু কোন মুসলমানের জমি জোর করে দখল করেছে এমন নজির নেই! আর বাংলাদেশের হিন্দুর সব জমি বাঙ্গালী মুসলমান দখল করেছে, কোন বিহারি দখল করেনি। ১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলায় অধিকাংশ জমি ছিলো হিন্দুর। এ জমি কেঁড়ে নেয়ার জন্যে পাকিস্তান ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বাতিল করে (পশ্চিম পাকিস্তানে তা বাতিল হয়নি)।

হিন্দু জমিদাররা ভারতে চলে যায়, জমিদারি দখল নেন প্রভাবশালী মুসলমানরা। একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেই, মৌলানা ভাসানী'র সন্তোষের বাড়িটি তেমনই একটি। অবাক হবার কিছু নেই? ১৯৪৭-১৯৭০ পর্যন্ত যাঁরা বাড়ীর মালিক হয়েছেন, তাঁরা প্রায় সবাই হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে, ঠকিয়ে বা কম পয়সায় হিন্দু-সম্পত্তি কিনেছেন। হিন্দু সম্পত্তি দখলের মহোৎসব থেমে যায়নি, আজো চলছে? হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্মান্তর গত ৭৯ বছর ধরে পূর্ব-বাংলায় বা বাংলাদেশে সমানে চলছে, পশ্চিমবঙ্গে উল্টোটা নেই, একেবারেই নেই? একটি উদাহরণ দেই, বাংলাদেশের বিনোদন জগতে (৭৯ বছরে) প্রায় প্রতিটি হিন্দু রমণীকে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে, সেটি প্রথম নায়িকা পূর্ণিমা সেন থেকে শুরু করে অপু বিশ্বাস পর্যন্ত? পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনা নেই।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার হয় পুরো বিশ্ব তা জানে। দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, বা সংগঠন কি কথা বলে বা প্রতিবাদ করে? ভালুকায় দিপু চন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে মারার পর ক'জন মুসলমান প্রতিবাদ করেছেন? অথচ পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের কিছু হলে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঝাঁপিয়ে পরে? শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জী'র মত একজন সংখ্যালঘু বান্ধব নেত্রী কি বাংলাদেশে আছে? এবার বাঙ্গালী হিন্দু অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা দেখুন, কোন ঘটনা নেই? পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে মুসলমানরা ভাল আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে হিন্দুরা ভাল নেই? ধর্ম কি এর কারণ, নাকি গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব? কেউ হয়তো বলতে চাইবেন, বাংলাদেশে তো মুসলমানও ভাল নেই? মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে অ-মুসলমান দেশে ভাল থাকে এবং ভাল করে। অধিকাংশ মুসলিম দেশেই গন্ডগোল। বিশ্বে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি শরণার্থী, এঁরা কোন মুসলিম দেশে যাবেনা, বা মুসলিম দেশগুলোও নেবেনা। কারণ কি? বাংলাদেশিদের জন্যে পাকিস্তান দুয়ার খুলে দিয়েছ, ক'জন মুসলমান দৌড়ে যাচ্ছেন? ইউরোপ দুয়ার খুলে দিক, বাংলাদেশ খালি হয়ে যাবে।

নেপাল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, সেখানে জেন-জি আন্দোলন করলো, সরকারের পতন ঘটলো। ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে ফিরে গেলো। বাংলাদেশে জেন-জি আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটালো, এঁরা সরকারে গেলো, লুটপাট করলো, দেশদ্রোহিতা করলো। এমনকি গণভবন লুট করে সোনাদানা, হাঁস-মুরগি বা এমনকি একজন বয়স্ক মহিলার পেটিকোট পর্যন্ত নিয়ে গেলো! কখনো কি ভেবেছেন এসবের কারণ? শুরুতে প্রশ্ন করেছিলাম, বিপরীত চরিত্রের বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান কি একসাথে থাকতে পারবে? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ ও না? পারবে যদি হিন্দুরা শাসন করে, দৃষ্টান্ত পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা, নেপাল। না, দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, বা যেকোন মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শুধুই মুসলমানের। অমুসলিম রাষ্ট্র সবার, এমনকি মুসলমানেরও। কেউ আবার সেই পুরানো গান গাইবেন না, 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম'। প্রশ্ন হচ্ছে, এই আগেটা কবে? রাজা শশাঙ্কের আমলে নাকি বৃটিশ শাসনে হিন্দু জমিদারদের অধীনে? অবাঙ্গালী মুসলিম শাসকদের আমলে ভাল থাকলে তো বাংলায় বা ভারতবর্ষে কোন মুসলমান থাকারই কথা নয়? তাহলে ঠিক কোন সময়টা 'সুন্দর দিন' ছিলো?

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে

হস্তান্তর করেছেন।

মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলের কাছে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়। কনসাল জেনারেল স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন এবং প্রবাসীদের উত্থাপিত বিষয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান। ফখরুল আলম বলেন, আমরা চেয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে সরাসরি দেখা করে দাবিদাওয়াগুলো দিতে। কিন্তু তার সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি এবারের এত কম সময়ের সফরে এসেছেন। তিনি জাতিনংঘের অনুষ্ঠানের বাইরে তেমন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না। এই কারণে আমরাও সময় পাইনি। আমাদেরকে বলা হয়েছে কনসুলেটের মাধ্যমে কনসাল জেনারেলের কাছে দেওয়ার জন্য তিনি সেটি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে পৌঁছে দিবেন। আমরা প্রবাসীদের দাবিগুলো জানাচ্ছি। আশা করছি তিনি বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং দাবিগুলো পূরণ করবেন।

স্মারকলিপিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সমীপে, প্রবাসী বাংলাদেশীদের কিছু ন্যায্য এবং জরুরী দাবি পূরণের আবেদন জানান। সেখানে বলা হয়, জীবন জীবিকাসহ নানা কারণ আর প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। দেশত্যাগ আসলে রক্তক্ষরণের বিষয়।

আমাদের দাবিসমূহ: ০১. জাতীয় সংসদে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। ০২. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু। ০৩. বাংলাদেশের প্রশাসনসহ বিভিন্ন অফিস-আদালতে প্রবাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মানজনক মূল্যায়ন করে সকল কাজ সম্পাদন করার কার্যকর ব্যবস্থা করা। ০৪. দেশে বসুন্ধরাসহ ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ০৫. ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা। ০৬. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা। ০৭. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ০৮. প্রিয় জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ০৯. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘরবাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা ও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক প্রবেশে

ফেডারেল আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়। তিনটি সংবাদমাধ্যমের অভিযোগ, তাদের সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউসে প্রবেশ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে থাকা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। মামলায় দ্রুত একটি অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে সিএনএন এমএস নাউ পলিটিকো-এর সাংবাদিকদের হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পরদিন সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলোর সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় এবং তাদের প্রেস ক্রেডেনশিয়াল নিষ্ক্রিয় বা জব্দ করা হয়। মামলায় তিন সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের প্রতিবেদন নিয়ে প্রশাসনের আপত্তির কারণে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার বাতিল করা হয়েছে। তাদের দাবি, যথাযথ নোটিশ ও প্রক্রিয়া ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এটি সংবাদমাধ্যমের সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞার পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেছেন, প্রশাসন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নয়; বরং তিনি যেসব সংবাদকে "ফেক নিউজ" বলে মনে করেন, সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব সংবাদমাধ্যম প্রশাসনের কার্যক্রম নিয়ে রিপোর্ট করতে পারলেও হোয়াইট হাউসে বিশেষ প্রবেশাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

এদিকে এই বিরোধের প্রভাব পড়েছে হোয়াইট হাউসের টেলিভিশন প্রেস পুলেও। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে ট্রাম্পের নিউইয়র্ক সফরের সময় সিএনএন-এর প্রেস পুলের জন্য ভিডিও সরবরাহ করার কথা ছিল। তবে সিএনএন-কে দায়িত্ব পালন করতে না দেওয়ার পর প্রেস পুলের পক্ষ থেকে ওই দিনের জন্য বিকল্প ভিডিও কাভারেজ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এবিসি সিবিএস এনবিসি ও ফক্সসহ অন্যান্য বড় টেলিভিশন নেটওয়ার্কও এই বিরোধের পর হোয়াইট হাউসের ভিডিও প্রেস পুলে অংশগ্রহণ স্থগিত করেছে। এখন হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিয়ে বিরোধটি ফেডারেল আদালতের সামনে রয়েছে। মামলায় সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার সীমিত করার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্কে চালু হলো ১৭টি নতুন পাবলিক

নতুন এক পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নিয়েছে সিটি কর্তৃপক্ষ। মেয়র জোহরান মামদানির এই এক বছর মেয়াদি প্রকল্পের আওতায় শহরের পাঁচটি বরোতেই চালু হচ্ছে ১৭টি সর্বাধুনিক পাবলিক টয়লেট। তবে এসব টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে এক ব্যতিক্রমী নিয়ম– ভেতরে প্রবেশের পর সর্বোচ্চ ১০ মিনিট সময় পাবেন ব্যবহারকারীরা, সময় পার হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে দরজা।নিউইয়র্কের অধিবাসীদের জন্য বিনামূল্যে সেবা দেয়া এই টয়লেটগুলো সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধীবান্ধব। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকা এসব ইউনিটে ফ্লাশ টয়লেট, রানিং ওয়াটার, স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সুব্যবস্থা রয়েছে। চালকহীন বা স্বয়ংক্রিয় এই সুবিধায় ব্যবহারকারীরা মোবাইল ফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়ে, কিউআর কোড স্ক্যান করে, বিশেষ অ্যাপ কিংবা স্থানীয় প্রবীণ ও দুস্থদের জন্য নির্ধারিত ট্যাপ কার্ডের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবেন। 'থ্রোন বাথরুম নেটওয়ার্ক' অ্যাপের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা টয়লেট খালি আছে কিনা বা সর্বশেষ কখন পরিষ্কার করা হয়েছে, তাও সরাসরি দেখতে পাবেন।

সবচেয়ে আলোচিত ১০ মিনিটের সময়সীমার বিষয়ে জানা যায়, ভেতরে প্রবেশের পর পাঁচ মিনিট ও আট মিনিটের মাথায় ব্যবহারকারীকে অডিও সতর্কবার্তা দেয়া হবে। সময় ১০ মিনিট পূর্ণ হলেই আলো জ্বলে উঠবে এবং অডিও বার্তার মাধ্যমে দরজার লক খুলে দেয়া হবে। প্রায় ৩০ সেকেন্ডের একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা শেষে স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষায় ঘোষণা দিয়ে দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে। মূলত দীর্ঘ সময় ধরে অহেতুক টয়লেট দখল বা অনৈতিক কার্যক্রম প্রতিরোধে এই কঠোর নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।টয়লেট পরিচালনাকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান 'থ্রোন ল্যাবস' জানিয়েছে, গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৮১ শতাংশ মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টয়লেটের কাজ শেষ করেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে চালুর পর প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষই ১০ মিনিটের আগে বের হয়ে এসেছেন, তাই অধিকাংশ ব্যবহারকারীর জন্যই এই সময়সীমা যথেষ্ট।ম্যানহাটনের কুপার স্কয়ার, ব্রুকলিনের কলম্বাস পার্ক, কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া বুলেভার্ড ও ব্রঙ্কসের ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম এলাকাসহ ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স, ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের মোট ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল স্থানে এই আধুনিক ইউনিটগুলো বসানো হচ্ছে। এগুলো মূল ভূগর্ভস্থ পানি বা পয়োনিষ্কাশন লাইনের সঙ্গে সংযোগ করার প্রয়োজন নেই বলে দ্রুত স্থাপন করা যায় এবং প্রয়োজন বুঝে যেকোনো স্থানে স্থানান্তরও সম্ভব।

মামদানি প্রশাসনের আশা, এই ১৭টি পরীক্ষামূলক টয়লেটের সফলতার ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে সমগ্র নিউইয়র্ক সিটিজুড়ে একটি শক্তিশালী ও সুপরিচ্ছন্ন পাবলিক টয়লেট নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

প্রোহেলথ হোমকেয়ার

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।

মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Phone: 718-633-1112

Fax: 718-633-1117

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP

Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

ব্যানার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি-আওয়ামী লীগের উত্তেজনা

নিউইয়র্কঃজাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্র সফরকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কে বিএনপি-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জেএফকে বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির স্বাগত

নিউইয়র্কঃজাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছানো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে স্বাগত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

জেএফকেতে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

নিউইয়র্কঃনিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাছাকাছি এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

শিশুদের প্রযুক্তি ও শিক্ষায় সহায়তায় মেলানিয়া ট্রাম্পের

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক: শিশু ও তরুণদের প্রযুক্তি ও শিক্ষার -**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীদের ৯ দফা দাবি

নিউইয়র্কঃযুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা, অধিকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করেছে প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম। সংগঠনের নেতারা এসব দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলের কাছে -**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

নিউইয়র্কে ষষ্ঠ ভাসানী সম্মেলন অনুষ্ঠিত : নতুন কমিটি গঠিত

মাওলানা ভাসানীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় নেতার মর্যদা দেওয়া এখন সময়ের দাবী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা হিসেবে খ্যাত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে প্রতিষ্ঠিত 'ভাসানী ফাউন্ডেশন-**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

শিব্বীর আহমেদ, ওয়াশিংটন ডিসি: হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিএনএন এমএস নাউ পলিটিকো। সোমবার ওয়াশিংটন ডিসির-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

ওজনপার্কে ভোজন বিলাস রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন

রশীদ আইমদ: নিউইয়র্কের ওজনপার্কে নতুন সাজে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশি উন্নত খাবারের রেস্টুরেন্ট ভোজন বিলাস। সোমবার ১৪ই সেপ্টেম্বর,সন্ধ্যা-**বাকী অংশ ৩৩ পাতায়**

'এআই ফোর্স' গঠনের ঘোষণা ট্রাম্পের

নিউইয়র্কঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে একটি বিশেষ 'এআই ফোর্স' গঠন এবং এ খাতের জন্য একজন 'এআই জার' -**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

স্টেটেন আইল্যান্ডে নতুন মসজিদ উদ্বোধন

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কের স্টেটেন আইল্যান্ডের সাউথ শোর এলাকায় নতুন একটি মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার চালু হয়েছে। মুসলিমদের নামাজ ও ধর্মীয় -**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

ম্যানহাটনে মেয়র মামদানির সরকারি বাস-ভবন গ্রেসি ম্যানশনে ট্রাম্প

নিউইয়র্ক ডেস্ক ঃনিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচনের আগে প্রার্থী জোহরান মামদানির নামে কত কী-ই না বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। 'কমিউনিস্ট উন্মাদ'সহ আরও অনেক কড়া ভাষায় মামদানির সমালোচনা করেছিলেন তিনি। পাল্টা মামদানিও কড়া ভাষায় ট্রাম্পের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তিনি ট্রাম্পকে প্রকাশ্যে-**বাকী অংশ ৩৩ পাতায়**

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় রাকিবুল হাসান নিহত

নিউইয়র্ক ডেস্ক ঃ নিউইয়র্কে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি উব-ারচালক রাকিবুল হাসান নিহত হয়েছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি নোয়াখালীর -**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের উদ্যোগে 'ব্যাক টু স্কুল কার্নিভাল' অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ধর্মীয় আবেশে জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত হলো 'ব্যাক টু স্কুল কার্নিভাল'। যুক্তরাষ্ট্রের সামার মৌসুমের শেষ পর্যায়ে মুসলিম শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বিনোদনের জন্য জেএমসি'র ইয়্যুথ বিভাগের উদ্যোগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার দিনব্যাপী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন জেএমসি ওয়ের খোলা রাস্তায় এই ইসলামিক মেলার আয়োজন করা হয়। মুসলিম কমিউনিটির সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক -**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাঙ্গালীর বসবাস, মিল-অমিল

শিতাংশু গুহ ঃ হিন্দুরা মুর্ক্তিপূজা করে, মুসলমানরা মুর্ক্তি ভাঙ্গে, হুজুররা প্রতিনিয়ত মুর্ক্তিপূজার বিরুদ্ধে ও মুর্ক্তিভাঙ্গার পক্ষে ওয়াজ করেন। হিন্দুরা গড়ে,-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

নিউইয়র্কে চালু হলো ১৭টি নতুন পাবলিক টয়লেট

নিউইয়র্ক ডেস্ক ঃ নিউইয়র্ক সিটিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা পাবলিক টয়লেট সংকট নিরসনে চার মিলিয়ন ডলারের-**বাকী অংশ ৩৬ পাতায়**

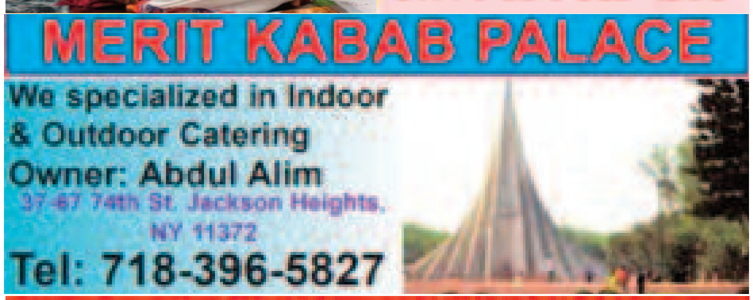

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com